NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

৪ সুড়ঙ্গ বিপর্যয়ের পর প্রশ্ন: আরো ভাল থাকতে চাওয়ার শেষ কোথায়

বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়কে মুখ্যমন্ত্রীর মুখ হিসাবে চাইছেন অধীর ৬

কলকাতা ৩ ডিসেম্বর ২০২৩ ১৬ অগ্রহায়ণ ১৪৩০ রবিবার সপ্তদশ বর্ষ ১৭১ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata, 3.12.2023, Vol.17, Issue No. 171, 8 Pages, Price 3.00

লোকসভার সেমিফাইনাল, অঙ্ক কষছে কংগ্রেস-বিজেপি

৪ রাজ্যে বিধানসভার ফল আজ

নয়াদিল্লি, ২ ডিসেম্বর: আজ পাঁচ রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনের চার রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল। একমাত্র মিজোরামে বিধানসভা নির্বাচনের ফলপ্রকাশ হবে ৪ ডিসেম্বর। ভোটের ফলাফল স্পষ্ট হতে রবিবার রাত পর্যন্ত সময় লেগে যেতে পারে। তবে রাজনৈতিক দলগুলির ঘুম আগেই উড়েছে। দুই রাজ্যের এক্সিট পোলের ফলাফল প্রকাশ্যে আসতেই কংগ্রেস-বিজেপি দুই শিবিরে অঙ্ক কষা শুরু হয়ে গিয়েছে।

বছর ঘুরলেই লোকসভা নির্বাচন। কেন্দ্রের মসনদে বিজেপিই থাকবে নাকি মোদি সরকারকে হটিয়ে অন্য কোনও দল ক্ষমতায় আসবে, তার দিকে নজর গোটা দেশের। লোকসভা নির্বাচনকে মাথায় রেখে জোরকদমে প্রস্তুতিতে নেমে পড়েছে শাসক ও বিরোধী দলগুলি। লোকসভা নির্বাচনের ঠিক আগেই, বছর শেষে ৫ রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচন হল। এই নির্বাচন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কারণ লোকসভায় কী ফল হতে চলেছে, তার হালকা আভাস মিলবে এই পাঁচ রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল দেখেই।

ইতিমধ্যেই প্রকাশিত হয়েছে এক্সিট পোল সমীক্ষা। বিভিন্ন সংস্থার এক্সিট পোলের সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে, চার রাজ্যেই পালাবদল হতে পারে। রাজস্থানে কংগ্রেসকে গদিচ্যুত করে ক্ষমতায় আসতে পারে বিজেপি। অন্যদিকে, মধ্য প্রদেশে আবার বিজেপিকে সরিয়ে গদি দখল করতে পারে কংগ্রেস। ছত্তিশগড়ে ক্ষমতা ধরে রাখবে কংগ্রেসই। তেলঙ্গানায় আবার একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাওয়ার সম্ভাবনা কম। বেশ কিছু সমীক্ষায় বিআরএসই জয়ী হবে বলে উল্লেখ করলেও, অন্য কয়েকটি সমীক্ষায় আবার এগিয়ে রাখা হয়েছে কংগ্রেসকে। অন্যদিকে, মিজোরামে কংগ্রেস-বিজেপির মতো দলের ক্ষমতায় আসার সম্ভাবনা নেই।

বাকি রাজ্যের সঙ্গে রবিবারই মিজোরামের নির্বাচনের ফল প্রকাশের কথা থাকলেও, শুক্রবারই জাতীয় নির্বাচন কমিশনের তরফে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে জানানো হয়, ৩ ডিসেম্বরের বদলে ৪ ডিসেম্বর মিজোরামের নির্বাচনের ফল প্রকাশ হবে।

আসলে বিভিন্ন বুথ ফেরত সমীক্ষায় ইঙ্গিত মিলছে, রাজস্থানে এবার হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হতে চলেছে। এমনিতে রাজস্থানে পাঁচ বছর পর পর সরকার বদলের রীতি আছে। প্রতিবারই সরকার গঠন হয় পূর্ণ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়েই। কিন্তু এবার সেরাজ্যের লড়াই কঠিন। কারণ পাঁচ বছর ক্ষমতায় থাকার পরও অশোক গেহলটের জনপ্রিয়তায় ভাঁটা পড়েনি। বিভিন্ন বুথ ফেরত সমীক্ষায় ইঙ্গিত, একেবারে কাটায় কাটায় লড়াই হবে মরুরাজ্যে। এমন পরিস্থিতি হতেই পারে শেষ পর্যন্ত হয়তো কংগ্রেস বা বিজেপি কোনও দলই সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেল না। সেক্ষেত্রে গুরুত্ব বেড়ে যাবে তৃতীয় পক্ষের।

এবারের নির্বাচনে টিকিট বণ্টন নিয়ে কংগ্রেস এবং বিজেপি দুই শিবিরেই অসন্তোষ ছিল। ফলে দুই শিবিরের 'বাগি'রাই নির্দল বা অন্য কোনও ছোট দলের হয়ে ভোটে দাঁড়িয়ে পড়েছেন। নিজেদের এলাকায় প্রভাব থাকার দরুন দুই শিবিরের একাধিক বিক্ষুব্ধ নেতাই জিতে আসার মতো জায়গায় আছেন। শেষপর্যন্ত যদি পরিস্থিতি ত্রিশঙ্কু হয়, তাহলে নির্দল এবং ছোটদলগুলি গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে। রাজস্থানে ১৭-২৫ আসনে ভালো লড়াই দিতে পারে তৃতীয় পক্ষ। এই তৃতীয় পক্ষে যেমন নির্দল আছেন, তেমনি আছে বিএসপি, সিপিএম, আরএলএপি, আজাদ পার্টি এবং বাপ পার্টি। সূত্রের খবর, রাজস্থানে বিজেপি ইতিমধ্যেই এই নির্দলদের সঙ্গে এবং ছোট দলগুলির সঙ্গে আলোচনা শুরু করেছে। কারণ গেরুয়া শিবির মনে করছে, শেষ পর্যন্ত সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেলেও সরকার চালাতে এঁদের দরকার পড়বে। তবে রাজস্থানে কংগ্রেস এখনও ধীরে চলো নীতিতেই চলেছে। কংগ্রেসের দাবি, অশোক গেহলট পোড়খাওয়া রাজনীতিবিদ। সব দলের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ আছে। দরকার পড়লে পরে অন্য দলের সমর্থনের কথা ভাবা যাবে।

একইভাবে মধ্যপ্রদেশে গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে বিএসপি, গণ্ডোয়ানা গণতন্ত্র পার্টি এবং সমাজবাদী পার্টি। এদের সঙ্গে আবার কংগ্রেস-বিজেপি দুই শিবিরই যোগাযোগ করছে। তবে কংগ্রেসের দাবি, মধ্যপ্রদেশে অনায়াসেই সরকার গড়বে তারা।

অধিবেশনের আগে সর্বদল বৈঠকে তৃণমূলের ছয় দফা বক্তব্য

উঠল মহুয়াকে বহিষ্কারের প্রসঙ্গও

নয়াদিল্লি, ২ ডিসেম্বর: সংসদে শীতকালীন অধিবেশন শুরু হচ্ছে কাল। তার আগে শনিবারই সর্বদল বৈঠকে বসেন কেন্দ্রীয় সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী প্রহ্লাদ জোশী। রাজ্যের শাসকদল তৃণমূলের পক্ষে এই বৈঠকে যোগ দেন লোকসভার সাংসদ সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং রাজ্যসভার সাংসদ ডেরেক ও'ব্রায়েন। এই অধিবেশনেই ভবিষ্যৎ নির্ধারণ হতে পারে দলের সাংসদ মহুয়া মৈত্রের। সূত্রের খবর, সর্বদল বৈঠকেও মহুয়া প্রসঙ্গ তুলেছে তৃণমূল। মোট ছ'টি দাবি তুলে অধিবেশন শুরুর আগেই কেন্দ্রের জানতে পেরেছে যে, 'দলের এক সাংসদ'কে লোকসভা থেকে বহিষ্কার করা হচ্ছে। 'টাকা নিয়ে প্রশ্ন' করার ঘটনায় তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্রের সাংসদপদ খারিজ সংক্রান্ত রিপোর্ট সোমবারই লোকসভায় জমা করতে পারে এথিক্স কমিটি। তার আগেই লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লাকে চিঠি দিয়েছেন লোকসভায় কংগ্রেসের দলনেতা তথা প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীর রঞ্জন চৌধুরী। চিঠিতে তিনি মহুয়ার প্রসঙ্গ তুলে ধরে সংসদীয় কমিটিগুলির নিয়ম এবং পদ্ধতিগুলির পর্যালোচনা করার দাবি

বিজেপি সরকারকে চাপে রাখার কৌশল নিয়েছে তৃণমূল।

তবে প্রকাশ্যে তৃণমূলের তরফে বলা হচ্ছে, তারা যা বলার বৈঠকেই বলেছে। সূত্রের খবর, তৃণমূল প্রথমেই সর্বদল বৈঠককে 'গুরুত্বহীন' করে দেওয়ার অভিযোগ তুলে কেন্দ্রের শাসকদলের বিরুদ্ধে সরব হয়। যথেষ্ট আলোচনা না করে ভারতীয় ন্যায় সংহিতা, ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতা এবং ভারতীয় সাক্ষ্য অধিনিয়ম; এই তিনটি বিল যাতে সংসদে পাশ করানো না হয়, সেই দাবিও বৈঠকে তুলেছে তৃণমূল।

সূত্রের খবর, বৈঠকে মহুয়া মৈত্র প্রসঙ্গও তুলেছে তৃণমূল। কৃষ্ণনগরের তৃণমূল সাংসদের বিরুদ্ধে লোকসভার এথিক্স কমিটির রিপোর্ট স্পিকারের কাছে জমা পড়ার আগেই কী ভাবে সেই রিপোর্ট সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত হয়ে গেল, তা নিয়েও প্রশ্ন তোলা হয়। সংসদে মহুয়া-বিতর্ক নিয়ে আলোচনা হলে এই বিষয়টিকে সামনে রেখে শাসক বিজেপির বিরুদ্ধে সরব হওয়ার পরিকল্পনা করছে তৃণমূল। তৃণমূলের তরফে বৈঠকে বলা হয়েছে, তারা সংবাদমাধ্যমের থেকে জানিয়েছেন।

রাজ্যের বিভিন্ন কেন্দ্রীয় প্রকল্পে কেন্দ্র টাকা দেওয়া বন্ধ করে দিয়েছে বলে বেশ কয়েক দিন ধরেই সরব তৃণমূল। সংসদেও এই বিষয়ে সরব হতে চাইছে তারা। বৈঠকে ১০০ দিনের কাজের বকেয়া টাকা নিয়েও সংসদে আলোচনার দাবি তুলেছে তৃণমূল। এর সঙ্গেই দেশের যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোকে অগ্রাহ্য করে কেন্দ্র অকারণে রাজ্যের বিভিন্ন বিষয়ে হস্তক্ষেপ করতে চাইছে; এমন অভিযোগ তুলে এই নিয়েও আলোচনা চেয়েছে রাজ্যের শাসক দল।

বৈঠকে তৃণমূলের তরফে এ-ও স্পষ্ট করে দেওয়া হয় যে, তারা সুষ্ঠু ভাবে সংসদ চলতে দেওয়ার পক্ষে। তবে সরকার নিজেদের কাজকর্মের বিষয়ে স্বচ্ছতা বজায় রাখবে এবং বেকারত্ব কিংবা মূল্যবৃদ্ধির মতো বিষয় নিয়ে বিরোধীদের আলোচনা করতে দেবে বলে আশাপ্রকাশ করেছে তারা। তবে অতীতে যে বহু বিল পাশ করানোর ক্ষেত্রে বিরোধীদের সম্পূর্ণ অন্ধকারে রাখা হয়েছিল, সে কথাও স্মরণ করিয়ে দিয়েছে তারা।

এক নজরে

বেগ দিচ্ছে চোখ, হায়দরাবাদ গেলেন অভিষেক

নিজস্ব প্রতিবেদন: চোখের সমস্যাটা যেন কিছুতেই পিছু ছাড়ছে না তৃণমূলের সেকেন্ড ইন কমান্ড অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের। এবার উড়ে গেলেন হায়দরাবাদে। প্রসঙ্গত, ২০১৬ সালের অক্টোবর মাসে দুর্গাপুর এক্সপ্রেসওয়েতে পথ দুর্ঘটনার কবলে পড়েছিলেন অভিষেক। সেই সময়েই চোখে মারাত্মক আঘাত লাগে তাঁর। বড়সড় আঘাত পান বাঁ চোখে। তারপর থেকে একটানা বিদেশে চিকিৎসা চলে তাঁর। অস্ত্রোপচারও হয়। গিয়েছেন আমেরিকাতেও। মার্কিন মুলুকের জন হপকিন্স হাসপাতালে চিকিৎসাও করেছিলেন। শনিবার সকালে কলকাতা বিমানবন্দর থেকে হায়দরাবাদের উদ্দেশ্যে রওনা হন অভিষেক। এদিকে চোখের সমস্যার কারণে কয়েকদিন আগে নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে দলের মিটিংয়েও থাকতে পারেননি অভিষেক। তারপর থেকেই তাঁর স্বাস্থ্য নিয়ে উদ্বেগে রয়েছেন দলের কর্মীরা। তবে এদিন কলকাতা থেকে যাওয়ার সময় অভিষেক জানান, আপাতত তাঁর চোখ ভালই আছে। চলতি বছরও গিয়েছেন বিদেশে। দীর্ঘ সময় বিদেশের মাটিতে চলে চিকিৎসা। অগস্টে ফেরেন দেশে। কিন্তু, সমস্যা যে মেটেনি তা জানা গিয়েছিল কয়েকদিন আগেই। ঘাসফুল শিবির সূত্রে খবর, অভিষেকের চোখে রক্ত জমাট বেঁধে গিয়েছে। ইনফেকশনজনিত সমস্যায় ভুগছেন। বেশিরভাগ সময়ে কনট্যাক লেন্স পরে থাকার কারণে চোখের সমস্যা বেড়েছে বলে মনে করাহচ্ছে। তারই চিকিৎসা করাতে এদিন তিনি গেলেন হায়দরাবাদে।

অরিজিৎ গান গাইলেন বিনা পারিশ্রমিকে

নিজস্ব প্রতিবেদন: আর মাত্র কয়েকটা দিনের অপেক্ষা। তার পরই শুরু হয়ে যাবে ২৯তম কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব। শনিবারই চলচ্চিত্র উৎসবের টাইটেল সং প্রকাশ্যে এসেছে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মূল ভাবনা ও কথায় এই গান গেয়েছেন অরিজিৎ সিং। গানটি গাওয়ার জন্য কোনও পারিশ্রমিকই নেননি অরিজিৎ। এমনটাই জানিয়েছেন রাজ্যের মন্ত্রী তথা সঙ্গীতশিল্পী ইন্দ্রনীল সেন।

বিস্তারিত শহরের পাতায়

মিগজাউমের প্রভাব পড়বে না বাংলায়, হালকা বৃষ্টি কলকাতা-সহ ১০ জেলায়

নিজস্ব প্রতিবেদন: ঘূর্ণিঝড় মিগজাউম নিয়ে এখন মাথাব্যথা বাঙালির। আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর সূত্রে খবর, নিম্নচাপটি শনিবার দুপুরে দক্ষিণ-পশ্চিম বঙ্গোপসাগরে ৪৫০ কিলোমিটার চেন্নাই থেকে এবং ৬৭০ কিলোমিটার মাছলি পাটনাম থেকে দূরে অবস্থান করে। এরপর এই সিস্টেমটি এগোবে পশ্চিম উত্তর-পশ্চিম দিকে। এরপর আগামী ২৪ ঘণ্টায় অর্থাৎ আজ এটি ঘূর্ণিঝড়ে ঝড়ে পরিণত হবে। তারপর মধ্য বঙ্গোপসাগরের উপরে আসবে এই সিস্টেমটি। তার প্রভাবে আগামী বুধ এবং বৃহস্পতিবার হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হতে পারে কলকাতা-সহ ১০ জেলায়।

তামিলনাড়ু এবং অন্ধ্র উপকূলের কাছে আসবে আগামী ৪ তারিখে। এরপর আগামী পাঁচ তারিখ সকালে দক্ষিণ অন্ধ্রপ্রদেশ উপকূলে নীল্লর আর মাছলি পাটনামের মাঝে ল্যান্ডফল হওয়ার সম্ভাবনা। এই সময় এর গতিবেগ থাকতে পারে ১০০ কিমি। অন্ধ্রপ্রদেশ থেকে ওড়িশার মধ্যে কোনও জায়গায় ঘূর্ণিঝড়ের ল্যান্ডফল হতে পারে। এখনও নির্দিষ্ট কোনও জায়গা চিহ্নিত করা যায়নি। সেই কারণেই ওড়িশার উপকূলবর্তী সব জেলাতেই সতর্কতা জারি করা হয়েছে।

তবে এই ঘূর্ণিঝড়ের সরাসরি প্রভাব বাংলায় পড়ার সম্ভাবনা নেই। তবে এর ফলে উত্তর ও উত্তর পূর্ব ও পূর্ব দিক থেকে আসবে বাতাস। সঙ্গে নিয়ে আসবে জলীয় বাষ্প। এতে মেঘের পরিমাণ অনেকটাই বাড়বে। এর জেরে তাপমাত্রা আরও এক ডিগ্রি সেলসিয়াস বাড়ার সম্ভাবনার কথাও জানাচ্ছে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর। ফলে ন্যূনতম তাপমাত্রা তিন থেকে পাঁচ ডিগ্রি

সেলসিয়াস স্বাভাবিকের থেকে বেশি থাকবে। সিস্টেমটি শেষ হয়ে যাওয়ার পর ৯ থেকে ১২ তারিখের মধ্যে তাপমাত্রা আবার কমতে শুরু করবে। তবে ৮ তারিখ পর্যন্ত তাপমাত্রার কোনও পরিবর্তন নেই। আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর সূত্রে খবর, আগামী ৬ এবং ৭ ডিসেম্বর দক্ষিণবঙ্গের উপকূলের জেলা দুই মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, হাওড়া, হুগলি, কলকাতায় হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা। ৯ তারিখ থেকে আবার আকাশ পরিষ্কার হয়ে যাবে। সঙ্গে তাপমাত্রাও কমতে শুরু করবে। এই সিস্টেমের জন্য কোনও সতর্কবার্তা নেই বাংলার জন্য।

পাশাপাশি আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর থেকে এও জানানো হয়েছে, এ বছর শীত পড়া নিয়ে বেশি উৎসাহিত হয়ে আবেগে না ভেসে যাওয়াই ভালো। ডিসেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত তিন মাসের আবহাওয়ার যে পূর্বাভাস প্রকাশ করেছে মৌসম ভবন, তাতে বলা হয়েছে, এবার শীতে গড় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা স্বাভাবিকের চেয়ে কিছুটা বেশিই থাকবে। প্রশান্ত মহাসাগরের সমুদ্রপৃষ্ঠের তাপমাত্রা স্বাভাবিকের চেয়ে অনেকটা বেশি থাকার জন্য, অর্থাৎ এল নিনো পরিস্থিতির জন্যই এমনটা হতে চলেছে বলে মনে করছেন আবহবিদরা।

মাত্র একদিন আগে ২২ বছরের মধ্যে উষ্ণতম নভেম্বর কাটিয়েছে কলকাতা। নভেম্বরের মাঝামাঝি দক্ষিণবঙ্গে শীতের যতটুকু আমেজ পড়তে শুরু করেছিল, বঙ্গোপসাগরে ঘূর্ণাবর্ত তৈরি হওয়ার পর তা উধাও। ঘূর্ণিঝড় 'মিগজাউমে'র রেশ কেটে গেলে এবং সমুদ্র শান্ত হলেও যে পরিস্থিতির বদল হবে, তেমন সম্ভাবনা দেখছেন না আবহবিদরা। আবহাওয়া দপ্তরের রেকর্ড বলছে, ডিসেম্বরে কলকাতা ও সংলগ্ন এলাকার রাতের তাপমাত্রা থাকে গড়ে ১৫.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস। দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা থাকে গড়ে ২৬.৭ ডিগ্রি। কিন্তু এবার রাত ও দিন-দু'সময়েই তাপমাত্রাই গড়ের কিছুটা উপরে থাকবে। শুধু কলকাতা বা বাংলা বলে নয়, এমন পরিস্থিতি থাকবে গোটা দেশেই। আবহবিদরা অবশ্য বলছেন, এবার শীতের তিন মাসের তাপমাত্রা স্বাভাবিক গড়ের চেয়ে বেশি থাকবে, এই পূর্বাভাসের অর্থ কিন্তু ঠান্ডা পড়বে না এমন নয়। তবে ঠান্ডার তীব্রতা কম থাকবে।

ছত্তিশগড়ে আইইডি বিস্ফোরণে জখম ২

দান্তেওয়াড়া, ২ ডিসেম্বর: আজই প্রকাশিত হবে ছত্তিশগড় বিধানসভা নির্বাচনের ফল। কিন্তু তার আগের মাওবাদীদের ঘটানো ইম্প্রোভাইসড এক্সপ্লোসিভ ডিভাইস (আইইডি) বিস্ফোরণে আহত হলেন দুই সেন্ট্রাল রিজার্ভ পুলিশ ফোর্স (সিআরপিএফ)-এর জওয়ান। গুরুতর আহত অবস্থায় দুই সিআরপিএফ জওয়ান হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। শনিবার ছত্তিশগড়ের দান্তেওয়ারা জেলায় ঘটেছে এই ঘটনা। মাওবাদীদের রেখে দেওয়া বোমা নিষ্ক্রিয় করতে গিয়ে ঘটেছে এই ঘটনা।

দান্তেওয়াড়া জেলার বারসুর থানা এলাকায় ইন্দ্রবতী নদীর উপরে রয়েছে সাতধার ব্রিজ। সেই ব্রিজ জুড়ে শনিবার ভরে গিয়েছিল মাওবাদী পোস্টারে। খবর পেয়ে সেখানে আসেন সিআরপিএফ জওয়ান। তাঁরা এসে দেখেন ব্রিজের উপর বোমাও রেখেছে মাওবাদীরা। সেই বোমা নিষ্ক্রিয় করার চেষ্টা করেন দুই সিআরপিএফ জওয়ান। তা করতে গিয়েই আহত হয়েছেন তাঁরা। এয়ারলিফট করে আহত জওয়ানদের রায়পুরে নিয়ে আসা হয়েছে। সেখানেই তাঁদের চিকিৎসা চলছে। এই ঘটনার পর ওই এলাকায় তল্লাশি অভিযান শুরু করেছেন জওয়ানরা।

৭৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে এবার নিজস্ব সংগ্রহশালা পাচ্ছে রাজ্য বিধানসভা

নিজস্ব প্রতিবেদন: এবার নিজস্ব সংগ্রহশালা পাচ্ছে রাজ্য বিধানসভা। সোমবার পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার সংগ্রহশালার উদ্বোধন করবেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ৭৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে নতুন স্মারক ভবন পেয়েছে রাজ্য বিধানসভা। গত বছরই মুখ্যমন্ত্রী ওই ভবনের দ্বারোদঘাটন করেছেন। সেখানেই গড়ে উঠেছে এই সংগ্রহশালা।

সুসজ্জিতভাবে এই সংগ্রহশালায় রাজ্যের গৌরবময় ইতিহাস, স্বাধীনতার আন্দোলন থেকে নবজাগরণ। শিল্প,সংস্কৃতি থেকে রাজনৈতিক বিবর্তনের ইতিহাস সবই তুলে ধরা হয়েছে। বাংলার মণীষীদের জীবনী যেমন স্থান পেয়েছে তেমনি স্থান পেয়েছে রাজ্যের সব কটি সাধারণ নির্বাচনের ইতিহাস। নেতাজি, গান্ধিজির পাশাপশি বিধানচন্দ্র রায়ের মোমের মূর্তিও স্থান পেয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের প্রথম বিধানসভা নির্বাচন ১৯৫২

সাল থেকে সর্বশেষ ২০২১ সালের সর্বশেষ বিধানসভা নির্বাচনে রাজনৈতিক উত্থানপতনের বিস্তারিত বিবরণ থাকছে। রয়েছে স্বাধীনতার আগে ও স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে সরকার গঠনের যাবতীয় তথ্য। সংগ্রহশালায় 'রাজ্যের অভিভাবক' শীর্ষক একটি প্রদর্শনী রয়েছে। তাতে এরাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী, রাজ্যপাল, বিধানসভার স্পিকারদের ছবি ও কর্মজীবন সংক্রান্ত একটি বিস্তারিত ক্রমতালিকা থাকছে। ভারতীয় সংবিধানকে বিশেষভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে সংগ্রহশালায়। রাজ্য বিধানসভার ইতিহাসে বিধানসভা গঠন এবং এখানে ইতিহাসিক যেসমস্ত আইন প্রণয়ন হয়েছে, তার বিস্তারিত তথ্যও তারিখ-সহ লিপিবদ্ধ থাকছে। বাংলার মুখ্যমন্ত্রীদের ছবি রয়েছে একটি কোলাজে। তাতে প্রাক্তন-বর্তমান সব মুখ্যমন্ত্রী ও দলীয় পতাকার ছবি রয়েছে এক ফ্রেমে। তাতে জ্যোতি বসু, বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের ছবি যেমন রয়েছে, তেমনই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের শপথ নেওয়ার ছবিও প্রকাশ করা হয়েছে। সংগ্রহ শালা ছাড়াও নবনির্মিত প্ল্যাটিনাম জয়ন্তী স্মারক ভবনে ৪৫০ আসনের ২টি অডিটোরিয়াম, কনফারেন্স হল, মিটিং রুম রয়েছে। এই ভবনটি তৈরি করতে প্রায় ২৫ কোটি টাকা খরচ হয়েছে।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

গত ০১/১২/২৩ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ৪১ নং এফিডেভিট বলে Lal Babu Singh S/o. Ramchandra Singh ও Manoj Kumar Singh S/o. Bhola Singh সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০১/১২/২৩ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ৪০ নং এফিডেভিট বলে Dilip Sahani S/o. Parmeswar Sahani ও Shyamsundar Shaw S/o. Lakhsman Shaw সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

CHANGE OF NAME

Subhamitra Rana W/o- Sujal Rana, D/o- Subrata Bhattacharya and Subhamitra Bhattacharya D/o- Subrata Bhattacharya W/o- Sujal Rana and Subhamitra Bhattacharya(Rana) W/o- Sujal Rana and Subhamitra Rana W/o- Sujal Rana, R/o- Paljagul, Jagul, Kotwali, Paschim Medinipur, 721149 is same and one identical lady vide affidavit no.- 17237 sworn before Ld. Judicial Magistrate(1st Class) at Midnapore on 21-11-23.

CHANGE OF NAME

I SIV SANKAR JHAWAR S/O Krishan Gopal Jhawar, aged 29 years residing at 56/1/1 Kings Road, Howrah, West Bengal - 711101 changed my name to SHIV SANKAR JHAWAR- Vide affidavit bearing certificate no: IN-KA64313556102299R dated 01 December 2023 sworn before notary.

CHANGE OF NAME

I, Snehal Sharma D/O Rajesh Sharma, R/O 40/A Ramlal Dutta Lane, PO Bhadrakali PS Uttarpara Hooghly 712232. ` Vide Affidavit (11692) dated 20/11/2023 in the court of LD 1ST Class Judicial Magistrate, Serampore. I, declare that Snehal Sharma and Chanda Sharma both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, TARUN CHAKRABORTY S/O Late Sailendra Kiran Chakraborty resident at Manikdanga Road, Saradapally, P.O.- Ghola Bazar, P.S.-Ghola, Kolkata-700111, hereby declare that "TARUN CHAKRABORTY" AND "TARUN CHAKRABORTI" are same and one identical person through an affidavit before the Notary Court Barrackpore Sub Division, North 24pgs. On 24.11.23.

SITUATION VACANT

Wanted one Asst. Teacher, BA (Pass) in English, B.ed, reserved for S.C in temporary vacancy up to 15.05.2024. Apply within 10 Days to the President-Bankipur Nazrul Vidyapith (HS), PO- Rasulpur, Dist. Murshidabad, Pin-742184,

Headmaster
Bankipur Nazrul Vidyapith P.O.- Rasulpur, Murshidabad

E-Tender

E- Tenders are invited by the Prodhan, Karimpur - I Gram Panchayat (Under Karimpur-I Panchayat Samity), Karimpur, Nadia. **NIET NO- E-17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27/KGP-I/2023-24, Dated-30.11.2023,** Last date of submission **12.12.2023 up to 17.00p.m.** For details please contract to the office or visit **www.wbtenders.gov.in**

Sd/- Prodhan,
Karimpur - I Gram Panchayat.

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা

অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল-**adconnexon@gmail.com**

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার, সর্বাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি, প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪

নদিয়া

টাইপ কর্ণার, নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮

রাজ টেলিকম, অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।

সুজয়া উদ্যোগ সমূহ, শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩২, মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।

অবসর, ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। মোঃ ৭৪০৭৪৮০১০৮।

সবিতা কমিউনিকেশন, প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১

পূর্ব মেদিনীপুর

আইনক্স অ্যাড এজেন্সি
সুরজিৎ মাইতি, পিটপুর, কেশপাট, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১১৩৯, মোঃ ৯৭৩২৬৬৬০৫২

শ্যাম কমিউনিকেশন, দেবব্রত পাঁজা, দেউলিয়া বাজার, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন: ৭২১১৫৪, মোঃ ৯৪৭৪৪৪৬৮৯৬/ ৭০৭৪৪৯৩৭৯৬

মানসী অ্যাড এজেন্সি, শশধর মান্না, মেচেদা ও তমলুক, ঠিকানা: কাকডিহি, মেচেদা, কোলাঘাট, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন ৭২১১৩৭, মোঃ ৯৮৩২৭০৯৮০৯/ ৯৯৩২৭৭০৭৬৭

পশ্চিম মেদিনীপুর

মহালক্ষ্মী অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি দুর্গেশ চন্দ্র শুক্লা,
ঠিকানা: হোল্ডিং নং. ১৬৮/১৪২, ওয়ার্ড নং-১৬, ভগবানপুর কালী মন্দিরের কাছে, খড়্গপুর টাউন, পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১৩০১
মোঃ ৮৯১৮০৬৩৪৪৬

মুর্শিদাবাদ

পি' অ্যাডস্ সলিউশন, অমিত কুমার দাস, ১৬৭, দয়ানগর রোড, পোঃ- খাগড়া, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন-৭৪২১০৩। মোঃ ৯৪৭৪৫৭৮৬৩৫/ ৮৪৩৬৯৯৩০১৯।

বীরভূম

সংবাদ সারাদিন, মৃণালজিৎ গোস্বামী, সিউড়ি, নিউ জঙ্গলপাড়া, বীরভূম-৭৩১১০১। মোঃ ৯৬৭৪১৭০২২৪, ৯৭৭৫২৭৬০২১।

মিডিয়া হাউস, প্রঃ- পরিতোষ দাস, কীর্ণাহার স্টেশন রোড, থানা- নানুর, বীরভূম। মোঃ ৯৪৩৪৩৪৮৮১৯, ৯১৫৩০৬০২০৯।

লক্ষ্মী অনুষ্ঠান ভবন, প্রযত্নে দীপক কুমার মণ্ডল, নতুন বাসস্ট্যান্ড, রামপুরহাট, বীরভূম। মোঃ ৯৯৩৩০০২৭৩১/ ৯৩৩৩৩১২৬৭১।

পুরুলিয়া

অরিজিৎ সেন, চকবাজার, কাপড়গলি, বনমালি সেন লেন, পুরুলিয়া-৭২৩১০১, মোঃ ৯৮৫১১৯৮১৬০।

হাওড়া

ঋদ্ধি সিদ্ধি, বিজয় কুমার শ, রঞ্জিত জেরক্স, ৭, ঋষি বঙ্কিম চন্দ্র রোড, বিল্ডিং, হাওয়া কোর্ট, স্টল নং ০৭, হাওখা-৭১১১০১, ফোন- ৯৩৩০৬৬৯৫১৮

বালি ফটোকপি সার্ভিস,
সন্দীপ দে,
২৫, ধর্মতলা রোড (বেলুড় স্টেশন রোড), ধর্মরাজ জিউ মন্দিরের কাছে, বেলুড় মঠ, হাওড়া-৭১১২০২, মোঃ ৯৪৩২২৩২৫২৩।

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ৩রা ডিসেম্বর। ১৬ই অগ্রহায়ণ। রবিবার। সপ্তমী, ষষ্ঠী তিথী। জন্মে কর্কট রাশি। অষ্টোত্তরী চন্দ্র র মহাদশা। বিংশোত্তরী বুধের মহাদশা কাল। মৃতে একপাদ দোষ।

মেষ রাশি : বান্ধবের ছদ্মবেশে শত্রু সাবধান। বিদ্যার্থীদের শিক্ষকের জন্য কিছু গোলযোগ সৃষ্টি হবে। দুই সন্তানের মধ্যে কনিষ্ঠ সন্তানের জন্য গৃহ বিবাদ। পারিবারিক পরিবেশে অশান্তির বাতাবরণ। সাইকেল বা মোটরসাইকেল কেনার জন্য মানসিক দুশ্চিন্তাবৃদ্ধি। আজ ১০৮ বিল্বপত্র শ্বেত চন্দন দ্বারা শিবলিঙ্গের ওপর সমর্পণ করুন, শুভ ফল প্রদান।

বৃষ রাশি : নতুন কোন উৎসাহ ব্যঞ্জক সংবাদ আনন্দবৃদ্ধি করবে ।যারা কর্মের জন্য লড়াই করছেন, প্রতিষ্ঠা পাওয়ার জন্য লড়াই করছেন, তারা একজন প্রতিবেশী, দুজন বান্ধব এবং এক নারীর দ্বারা বহু সহযোগিতা লাভ করবেন। ছোট ভ্রমণ হতে পারে। কর্পূর দ্বারা সূর্যদেবের উদ্দেশ্যে আরতি করুন শুভ হবে।

মিথুন রাশি : যারা সংকল্প নিয়ে কাজ করছেন আজ তাদের অতীব শুভ দিন ।উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দ্বারা বিশেষ সম্মান। ইনস্টাগ্রামে যারা নিয়মিত সচেতন ভাবে পোস্ট করেন, যাদের পোস্টে একটা মেসেজ থাকে তারা সম্মান পাবেন। স্কুল কলেজ, বিদ্যার্থীদের জন্য যে সংগঠন সেখানে যারা কাজ করেন তারা সম্মানিত হবেন, শিব নাম করুন এগিয়ে চলুন।

কর্কট রাশি : বান্ধবের দ্বারা উপকৃত হবেন। প্রতিবেশীর দ্বারা উপকৃত হবেন। যে নতুন গৃহ সরঞ্জাম কিনতে চলেছেন, মনস্থির করেছেন তা কেনাকাটায় আনন্দ উপভোগ করবেন। এক প্রভাবশালী মানুষের দ্বারা আনন্দবৃদ্ধি হবে ভ্রমণ নিশ্চিত। তবে জলগ্রহণ থেকে সতর্ক থাকা শুভ। ভগবান গনেশজি চরণে হলুদ রঙের পুষ্প নিবেদন করুন মনস্কামনা পূরণ হবে।

সিংহ রাশি : কৃষি জমি, বাস্তুজমি, দোকান, ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান নিয়ে দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি হবে। এক ছলনাময়ী নারীর দ্বারা অসহযোগিতায় কাজ আটকে যাবে। বিদ্যার্থীদের জন্য অশুভ। দুশ্চিন্তা কোন সন্তানের কারণে। গৃহে বিবাদ কলহ। এক প্রবীণ নাগরিকের দ্বারা দুশ্চিন্তা। যাকে কথা দিয়েছিলেন কাজটা করার জন্য, না করার জন্য হয়তো অপমান সূচক কোন কথা শুনতে হতে পারে। আজ ভগবান গনেশজির চরণে ১০৮ দুর্বা নিবেদন করুন।

কন্যা রাশি : যারা কর্মের চেষ্টা করছেন, তাদের জন্য অতীব শুভ। যারা বিভিন্ন ইন্টারভিউ সাক্ষাৎকারের সুযোগ লাভের আশা করছিলেন, আজ তাদের সুখবর আসবে। বিদ্যার্থীদের জন্য অতীব শুভ। যারা সোশ্যাল মিডিয়ায় ভালো কিছু পোস্ট করে সমাজকে সচেতনতার বার্তা দেন, তাদের জন্য সম্মান প্রাপ্তির দিন ।ভগবান শ্রী গনেশের চরণে ১০৮ দুর্গা শুভ।

তুলা রাশি : পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। পরিবারে কোন বান্ধব দ্বারা, সম্মান প্রাপ্তি ।যিনি চিকিৎসকের দ্বারস্থ ছিলেন, তিনি আজ বাড়ি ফিরবেন। গৃহবধূদের শুভ দিন। প্রেমিক যুগল প্রেমে সফলতা প্রাপ্তি এবং বিবাহের কথা পাকা হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। যে সন্তানের কারণে মানসিক দুশ্চিন্তা ছিল, আজ শান্তির বাতাবরণ। জয় তারা জয় তারা বলুন এগিয়ে চলুন।

বৃশ্চিক রাশি : যা ভাবছেন তাই হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল ।ধৈর্য ধরে আজ কথা বললে, অন্যের কথা বেশি প্রাধান্য দিলে, সমাজে সুনাম বৃদ্ধি হবে। কর্মস্থানে প্রবীণ মানুষের দ্বারা কোন সমস্যার সমাধান হবে। এক প্রভাবশালী মানুষের দ্বারা নিশ্চিত ব্যবসা-বাণিজ্য শুভ। যোগাযোগ বৃদ্ধি অর্থ প্রাপ্তির সময়। মহামায়া দেবী মাতা দুর্গার চরণে হলুদ পুষ্প নিবেদন করুন সর্ব শুভ।

ধনু রাশি : সতর্কতার সঙ্গে আজকের দিনটি চলুন। ছদ্মবেশী শত্রু আপনার পাশেই আছে। কর্মক্ষেত্রে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে যে কথাটা দিয়েছিলেন, তা না রাখার জন্য আজ কিছু রূঢ় বাক্য শুনতে হবে। ধৈর্য ধরে কথাটি শুনলে আগামী অতীব শুভ। হলুদ রঙের মিষ্টি বিতরণ করুন শুভ হবে। পারিবারিক অশান্তির বাতাবরণ। ছদ্মবেশী মানুষ তাকে চিহ্নিত করুন।

মকর রাশি : আধ্যাত্মিক ভাবে জীবনের এক নতুন পথে চলতে শুরু করবেন। সন্ন্যাসী, গুরু বা কোন আধ্যাত্মিক মানুষের সংস্পর্শ লাভ। বাড়িতে দেবতার পূজো কীর্তন দিয়ে অনুষ্ঠান। প্রতিবেশীদের দ্বারা পূর্ণ সহযোগিতা লাভ। সাধারণ মানুষকে বস্ত্র বিতরণ করুন। সকালবেলায় কাক পক্ষীদের জন্য জল এবং খাবারের ব্যবস্থা করুন শুভ ফল পাবেন। দেবী মহালক্ষীর পুজো করুন শুভ ফল পাবেন।

কুম্ভ রাশি : আজকে কথার খেলাপ হয়ে যাওয়ার জন্য একটু পিছিয়ে পড়বেন। অতি নিদ্রা অতি বিশ্রাম, অতি ভোজন, শুভ নয়। যারা কর্মের জন্য চেষ্টা করছেন, তাদের কাছে আজ ধৈর্যের পরীক্ষা। প্রেমিক যুগল বিবাহের ব্যাপারে কথা নিয়ে কোনো বিতর্কে জড়িয়ে পড়তে পারেন। সন্তানের বিদ্যালয় কোন শিক্ষক বা শিক্ষিকার আচরণে দুঃখ পেতে পারেন। মানসিক অস্থিরতা বৃদ্ধি হবে সারা বাড়িতে কর্পূর আরতি করুন শুভ হবে।

মীন রাশি : অতীব শুভ অর্থ প্রাপ্তি। বাণিজ্য বৃদ্ধি। শুভ গৃহ পরিবেশের শান্তির বাতাবরণ। যারা রাজনীতি করেন তাদের জন্য অতীব শুভ দিন। দেবী দুর্গা মায়ের চরণে লাল ফুল নিবেদন করুন শুভ হবে।

(শহীদ ক্ষুদিরাম বসু -র ভূমিষ্ঠ দিবস। প্রথম রাষ্ট্রপতি ডঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদে -র ভূমিষ্ঠ দিবস। শ্রী শ্রী ঠাকুর সীতারাম দাস ওংকার নাথ -র প্রয়ান দিবস।)

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

দুয়ারে সরকার শিবিরে

পরিযায়ী শ্রমিকদের নাম নথিভুক্তিকরণে গতি আনতে বিশেষ অভিযান

নিজস্ব প্রতিবেদন: দুয়ারে সরকার শিবির শুরু হওয়ার আগেই কর্মসাথী প্রকল্পের আওতায় পরিযায়ী শ্রমিকদের নাম নথিভুক্তি করণের কাজে গতি আনতে রাজ্য সরকার বিশেষ অভিযানে নামছে। বাড়ি বাড়ি গিয়ে রাজ্যের পরিযায়ী শ্রমিকদের নাম নথিভুক্ত করা হবে। আগামী সোমবার থেকে শুরু হয়ে গোটা ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত এই কর্মসূচি চলবে। ১৫ই ডিসেম্বর থেকে রাজ্যে ফের একবার দুয়ারে সরকার কর্মসূচি শুরু হচ্ছে। সেখানেও যথারীতি পরিযায়ী শ্রমিকদের নাম নথিভুক্তকরণের কাজ চলবে। এই মর্মে সমস্ত জেলা শাসকের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

উত্তরাখণ্ডের সুড়ঙ্গ বিপর্যয়ের প্রেক্ষিতেই পরিযায়ী শ্রমিকদের নাম নথিভুক্তকরণের কাজে আরো তৎপরতা আনা হয়েছে বলে প্রশাসনিক সূত্রে জানা গিয়েছে। জানা গিয়েছে, এখনও ৬ লক্ষের বেশি পরিযায়ী শ্রমিকের নাম কর্মসাথী প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত হয়নি। তাঁদের নাম নথিভুক্ত করতে ব্লক স্তরে বিডিও এবং পুরসভা এলাকায় এগজিকিউটিভ অফিসাররা বিশেষ দায়িত্ব পালন করবেন। বাড়ি বাড়ি যাওয়ার জন্য পঞ্চায়েত স্তরের কর্মীদের পাশাপাশি স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদেরও যুক্ত করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। প্রতিদিন জেলায় কত নাম তোলা হচ্ছে, তার রিপোর্ট সংশ্লিষ্ট দপ্তরে পাঠাতে হবে বলে নির্দেশিকা উল্লেখ করা হয়েছে।

উত্তর কাশিতে সুরঙ্গ বিপর্যয়ে ঘটনায় আটকে পড়েছিল বাংলার ৩ শ্রমিক। যদিও তাঁরা শেষ পর্যন্ত সুস্থ শরীরেই বাড়ি ফিরে আসতে পেরেছেন। সেই ঘটনার পরে পরেই এবার নতুন করে জোর দেওয়া হচ্ছে রাজ্য সরকারের চালু করা কর্মসাথী প্রকল্পে পরিযায়ী শ্রমিকদের নাম তোলার বিষয়ে। পুজোর আগে রাজ্যে যে দুয়ারে সরকার হয়েছিল সেখানে এই প্রকল্পে পরিযায়ী শ্রমিকদের নাম তোলার ব্যবস্থা রাখা হয়েছিল। অনেক শ্রমিক বা তাঁদের পরিবারের সদস্যরা সেই সময় শিবিরে গিয়ে এই প্রকল্পে শ্রমিকদের নাম তুলিয়েছেন। কিন্তু সব পরিযায়ী শ্রমিক সেই পথে হাঁটেননি। রাজ্যের আধিকারিকদের অভিমত, এখনও পর্যন্ত রাজ্যের ৮০ শতাংশের মতো পরিযায়ী শ্রমিকদের তথ্য রাজ্যের কাছে আছে। উত্তরাখণ্ডে বাংলার যে ৩ শ্রমিক আটকে পড়েছিলেন, তাঁদের কোনও তথ্যই সেই সময় রাজ্যের কাছে ছিল না। কেননা এই ৩ শ্রমিক বা তাঁদের পরিবারের সদস্যরা এই প্রকল্পে তাঁদের নাম নথিভুক্ত করেননি। আর তাই এবার পরিযায়ী শ্রমিকদের বিভিন্ন সামাজিক সুরক্ষা-সহ বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা দিতে তৎপর রাজ্য সরকার। তাই সব পরিযায়ী শ্রমিকের নাম সরকারি পোর্টালে নথিভুক্ত করার জন্য আগামী দুয়ারে সরকার শিবিরে বিশেষ ব্যবস্থা রাখা হচ্ছে। কিন্তু অনেক পরিযায়ী শ্রমিক এখনও তাঁদের নাম নথিভুক্ত না করানোয় রাজ্য সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে এবার প্রতিটি জেলায় প্রতিটি ব্লকে প্রতিটি শহরে বাড়ি বাড়ি গিয়ে এই নাম তোলার কাজ করানো হবে। রাজ্য সরকারের জারি করা নির্দেশিকা অনুযায়ী, গোটা ডিসেম্বর মাস ধরে চলবে এই কর্মসূচি।

জেলাশাসকদের পাঠানো মুখ্যসচিবের চিঠিতে বলা হয়েছে, ১০ই নভেম্বর পর্যন্ত বিশেষ অভিযান চালিয়ে জেলায় জেলায় বহু পরিযায়ী শ্রমিকের নাম নথিভুক্ত করা হয়েছে। তারপরও কিছু অংশের কাছে এখনও পৌঁছনো যায়নি। তাই বাড়ি বাড়ি গিয়ে নাম তোলার কাজ করতে হবে। সরকারি তথ্য বলছে, এখনও পর্যন্ত 'কর্মসাথী' পোর্টালে ২১ লক্ষ ৬৬ হাজার পরিযায়ী শ্রমিকের নাম লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। নভেম্বরে প্রায় ১০ লক্ষ নাম তোলার লক্ষ্যমাত্রা নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছিল। এই সময়কালে ৮ লক্ষ মতো নাম নথিভুক্ত হয়েছে। বাকি প্রায় ৬ লক্ষের শ্রমিকের নাম পোর্টালে তুলতেই ডিসেম্বরজুড়ে এই বিশেষ অভিযান চালানো হচ্ছে।

ঐতিহাসিক বাংলাদেশ বিজয় দিবস উপলক্ষে সেনার বিশেষ আয়োজন

নিজস্ব প্রতিবেদন: ভারতীয় সেনার পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ড প্রতিবারের মতো এবছরও ঐতিহাসিক বাংলাদেশ বিজয় দিবস উপলক্ষে নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে। শনিবার কলকাতায় এক সাংবাদিক বৈঠকে পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ডের মেজর জেনারেল সিং জানিয়েছেন, এই উপলক্ষে মুক্তিযোদ্ধা এবং দেশের প্রাক্তন সেনাদের সাথে আলাপচারিতা, মিলিটারি ট্যাটু প্রদর্শন হবে। ১৬ই ডিসেম্বর ফোর্ট উইলিয়ামে বিজয় স্মারকে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন এবং সন্ধ্যায় ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হলে একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে।

তিনি জানান,বাংলাদেশ থেকে ৩০ জন মুক্তিযোদ্ধা এবং সেদেশের ৬জন কর্মরত সেনা আধিকারিক এবছর বিজয় দিবসের অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন। উল্লেখ্য, ১৯৭১সালের ১৬ই ডিসেম্বর মুক্তিবাহিনী এবং ভারতীয় সেনার কাছে আত্মসমর্পণ করে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী এবং জন্ম হয় স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের। সেই সব বীর শহিদদের স্মৃতি তর্পণ করতে প্রতি বছর এই বিজয় দিনটি পালন করা হয়।

অন্যদিকে বাংলাদেশের ডেপুটি হাইকমিশনার আন্দালিব ইলিয়াস জানিয়েছেন, বিজয় দিবস পালন উপলক্ষে এবছর কলকাতায় বাংলাদেশ উপ দূতাবাসে ১৬ ও ১৭ই ডিসেম্বর দুদিন নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। ভারত ও বাংলাদেশ এই দুই দেশের শিল্পীদের সমন্বয়ে সেখানে নানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হবে। এছাড়া ভারতের যেসব প্রাক্তন সেনারা মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন তারা বাংলাদেশে বিজয় দিবসের অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে অংশ নেবেন।

নৈহাটিতে পথ অবরোধ

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: কল্যাণী বিধানসভার উত্তর চাঁদমারি এলাকায় বিজেপির যুব মোর্চার কর্মী মিহির বিশ্বাসের ওপর হামলার অভিযোগ উঠেছে। অভিযোগের তিক শাসকদলের দিকে। ঘটনার প্রতিবাদ জানিয়ে শনিবার সন্ধেয় নৈহাটির রামকৃষ্ণ মোড় অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখায় বিজেপি ব্যারাকপুর সংগঠনিক জেলার যুব মোর্চা। উপস্থিত ছিলেন বিজেপির ব্যারাকপুর জেলার যুব মোর্চার সভাপতি বিমলেশ তেওয়ারি, সহ-সভানেত্রী জিনিয়া চক্রবর্তী, নৈহাটি মণ্ডল-১ ও ২ সভাপতি যথাক্রমে রবীন্দ্রনাথ সাউ ও শঙ্করনাথ-সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। বিজেপির ব্যারাকপুর জেলার যুব মোর্চার সভাপতি বিমলেশ তেওয়ারি জানান, রাজ্য জুড়ে দলীয় কার্যকর্তা ও কর্মীদের ওপর অত্যাচার চালাচ্ছে শাসকদলের লোকজন। বিমলেশের হুঁশিয়ারি, ব্যারাকপুর অঞ্চলে কোথাও দলীয় কর্মী আক্রান্ত হলে, তারা গোটা ব্যারাকপুর স্তব্ধ করে দেবেন।

ক্রিপ্টো প্রতারণা চক্রের পর্দা ফাঁস

নিজস্ব প্রতিবেদন: ফের সাফল্য কলকাতা পুলিশের সাইবার ক্রাইম বিভাগের। এবার ক্রিপ্টো প্রতারণা চক্রের পর্দাফাঁস করল কলকাতা পুলিশ। বিগত ছ'মাসে এই নিয়ে পঞ্চমবার সাইবার প্রতারণা গ্যাংকে ধরতে সক্ষম হলেন লালবাজারের গোয়েন্দারা। এই গ্যাংয়ের চারজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে বলেও জানানো হয়েছে। এখনও এক মহিলার সন্ধানে রয়েছেন তদন্তকারীরা। ধৃতদের নাম দীপক কুমার কামেশ্বর আল্লম রাও, মণীশ জৈন ও সঞ্জয় সিং।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছ, ক্রিপ্টো কারেন্সিতে বিনিয়োগের নাম করে ও বাড়তি লাভের প্রলোভন দেখিয়ে ট্রেডার ও চাকুরিজীবী 'টার্গেট' করত এই প্রতারণা চক্র। দেওয়া হত ওয়ার্ক ফ্রম হোমের প্রলোভনও। পুলিশের সন্দেহ এই প্রতারণার চক্রের সঙ্গে আরও অনেকে যুক্ত রয়েছে। প্রতারণার চক্রের পাণ্ডা এক মহিলা বলে অনুমান তদন্তকারীদের। তাঁর খোঁজে চালানো হচ্ছে তল্লাশি।

এই প্রসঙ্গে কলকাতা পুলিশের ডিসি (সাইবার ক্রাইম) অতুল বিশ্বনাথন জানান, গত সেপ্টেম্বর মাসে শ্যামপুকুরের কালাচাঁদ সান্যাল লেনের বাসিন্দা শৈবাল কুমার কুণ্ডু অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগে তিনি জানান, ক্রিপ্টোতে বিনিয়োগের নামে তাঁর ১ কোটি ২০ লাখ টাকা খোয়া গিয়েছে। এক মহিলার থেকে ফোন পেয়েছিলেন শৈবাল। সেখানে নিজেকে ডিজিটাল মার্কেটিং ফার্মের প্রতিনিধি হিসেবে পরিচয় দিয়ে বোনা হয় প্রতারণার জাল। টেলিগ্রাম গ্রুপের লিঙ্ক দিয়ে অভিযোগকারীকে একটি গ্রুপে জয়েন করতে বলা হয়। গ্রুপের অন্যান্য সদস্যদের সঙ্গে কথা বলার পরামর্শ দেওয়া হয়। তাদের কথায় অনুপ্রাণিত হয়ে টাকা বিনিয়োগ করেন শৈবাল। পরে তিনি বোঝেন তাঁর সঙ্গে প্রতারণার হয়েছে। এরপরই তিনি অভিযোগ দায়ের করেন।

এই অভিযোগের তদন্তে নেমে প্রথম রাজারহাটের বাসিন্দা দীপককে গ্রেপ্তার করা হয়।

পশ্চিমবঙ্গ কলা উৎসব ২০২৩ শে একক নাটক বিভাগে রাজ্যে প্রথম স্থান অর্জনকারী হাওড়া বিবেকানন্দ ইনস্টিটিউশনের দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্র সৌমাদিত্য পালকে জাতীয় স্তরের জন্য শুভেচ্ছা জানালেন খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ ও উদ্যান পালন দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী অরূপ রায় ।

দলীয় নির্দেশ অমান্য করেই হাওড়াতে বিজয়া সম্মিলনী

প্রশ্নের মুখে জেলা সভাপতি

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: হাওড়া সদর তৃণমূল কংগ্রেসের বিজয়া সম্মিলনী কর্মসূচি ঘিরে রাজনৈতিক মহলে জোর বিতর্ক তৈরি হল। শনিবার হাওড়ার ডুমুরজলা স্টেডিয়ামে জেলা সদর তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে বিজয়া সম্মিলনীর অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সম্প্রতি দলের সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ডিসেম্বরের ২-৩ তারিখ কেন্দ্রীয় সরকারের বঞ্চনা নিয়ে মিছিলের নির্দেশ দিয়েছে। সেই নির্দেশ অমান্য করেই শনিবার হাওড়া জেলা সদর তৃণমূল কংগ্রেসের এই বিজয়া সম্মিলনীর আয়োজন করা হয় বলেই সূত্রের খবর।

যদিও প্রশ্নের মুখে পড়ে সদর সভাপতি কল্যাণ ঘোষ দাবি করেন 'এটা সেই অর্থে ঠিক বিজয়া সম্মিলনী নয়, লোকসভা ভোটের আগে এটা দলের কর্মী সম্মেলন।' যদিও মঞ্চের পিছনে বা অনুষ্ঠান মঞ্চের কোথাও কর্মী সম্মেলন লেখা কোনো ব্যানার, পোস্টার লেখা ছিল না। মঞ্চের পিছনে বড় করে লেখা ছিল 'বিজয়া সম্মিলনী। অন্য দিকে, যুব সভাপতি কৈলাশ মিশ্রের দাবি, দল বিজয়া সম্মিলনীর জন্য নভেম্বর মাসে২- ১০ তারিখের মধ্যে বিজয়া সম্মিলনীর দিন স্থির করে দিয়েছিল। সেই সময় বিজয়া সম্মিলনী হয়েছিল। ডিসেম্বরের ২-৩ তারিখ কেন্দ্রীয় সরকারের বঞ্চনা নিয়ে মিছিলের নির্দেশ দিয়েছে দল। তিনি বিষয়টি উচ্চতর নেতৃবৃন্দদের জানিয়েছি। তাই এই নিয়ে প্রকাশ্যে কিছু বললে শৃঙ্খলাভঙ্গ হবে। যা বলার দলের উচ্চ নেতৃত্বকে জানাবেন।

আজ, রবিবার থেকে দর্শকদের জন্য খুলে গেল জ্যোতির্বিজ্ঞান ও মহাকাশ বিজ্ঞান জাদুঘরের দরজা। কলকাতার বাইপাসে ২৭ অক্টোবর এই জাদুঘরের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেছিলেন ভারতের প্রথম মহাকাশচারী রাকেশ শর্মা। আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হলেও ওই জাদুঘরকে দর্শকদের উপযুক্ত করে সাজিয়ে তুলতে আরও সময় নেওয়া হয়। ২ ডিসেম্বর শনিবার জ্যোতির্বিজ্ঞান ও মহাকাশ বিজ্ঞান জাদুঘরটি দ্বিতীয়বার উদ্বোধন করা হয় দর্শকদের জন্য। সকাল ৯টা থেকে সন্ধে ৬টা পর্যন্ত মিউজিয়ামটি খোলা থাকবে। এদিন বিকেল সাড়ে তিনটে নাগাদ জাদুঘরটি দর্শকদের জন্য উন্মুক্ত করার বিষয়ে সবুজ সংকেত দেন নাসার বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ড. গৌতম চট্টোপাধ্যায়।

কমপ্লিমেন্টারি প্রিমিয়াম লাউঞ্জ/কুরিয়ার পরিষেবা

নিজস্ব প্রতিবেদন: বাংলাদেশ বিজয় উৎসব মাস উদ্‌যাপনে বাংলাদেশ ভিসা আবেদন কেন্দ্র কলকাতা এবং শিলিগুড়িতে ভিসা আবেদনকারীদের জন্য বিনামূল্যে প্রিমিয়াম লাউঞ্জ পরিষেবার ব্যবস্থা করেছে। ১লা ডিসেম্বর, ২০২২ থেকে ৩১শে ডিসেম্বর, ২০২২-এর মধ্যে তাদের ভিসা পেয়েছিলেন তাঁরা এই পরিষেবাটি পাবেন। এই প্রিমিয়াম লাউঞ্জ পরিষেবা পেতে যোগ্য আবেদনকারীদের শুধুমাত্র তাদের পাসপোর্ট আনতে হবে। ২০০০ টাকা মূল্যের অন্যান্য সমস্ত পরিষেবা যেমন ফর্ম পূরণ, ছবি, ফটোকপি এবং নথির প্রিন্ট আউট এর পাশাপাশি পাসপোর্ট কুরিয়ার সার্ভিস সহ অন্যান্য সমস্ত পরিষেবা কমপ্লিমেন্টারি দেওয়া হবে। ৩ ডিসেম্বর থেকে ৩১শে ডিসেম্বর, ২০২৩ পর্যন্ত পরিষেবা মিলবে। জিএসটি পড়ছে ৬৯৯টাকা। শিলিগুড়ি থেকে আবেদনকারীরা ৮০০ টাকা পর্যন্ত মূল্যের বিনামূল্যে কুরিয়ার পরিষেবার সুবিধা পাবেন।

বিস্তারিত জানতে ৯১ ৭২৮৯০০০০৭১ নম্বরে ভিসা আবেদন কেন্দ্রের সাথে যোগাযোগ করতে হবে বা www.bdvisa.com ওয়েবসাইটটি দেখতে হবে।

ভোটার তালিকা সংশোধনে অভিযান

নিজস্ব প্রতিবেদন: ভোটার তালিকা নিয়ে বিরোধীদের অভিযোগকে গুরুত্ব দিয়ে বিশেষ অভিযান চালাচ্ছে নির্বাচন কমিশন। এ জন্য ভোটার তালিকা সংশোধনের চলতি প্রক্রিয়ায় রাজ্য নির্বাচন দপ্তরের কর্তা ব্যক্তিরা জেলায় জেলায় ঘুরে নজরদারি শুরু করেছেন। ইতিমধ্যে মুখ্য নির্বাচন আধিকারিক আরিজ আফতাব স্বয়ং উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনায় গিয়ে তালিকা সংশোধনের কাজ যাচাই করে এসেছেন বলে জানা গিয়েছে। শনি ও রবিবার উত্তরবঙ্গের ৬ টি যাচ্ছেন সিইও অফিসের অন্যান্য আধিকারিকরা। আগেই জানানো হয়েছে যে, পয়লা নভেম্বর থেকে তালিকা সংশোধনের কাজ শুরু হয়েছে। ৯ ই ডিসেম্বর পর্যন্ত তালিকা সংশোধন প্রক্রিয়ায় আবেদনপত্র গ্রহণ করা হবে। তার আগে শনিবার ও রবিবার প্রতিটি বুথে বিশেষ শিবির খোলার ব্যবস্থা করা হয়েছে। সেখানেই আবেদন পত্র জমা নেওয়া হবে। অন্যথায় অনলাইনে ও জমা দেওয়ার সুযোগ রয়েছে।

সহানুভূতিজনিত কারণে চাকরি পেতে স্বচ্ছতা আনতে অনলাইন প্রক্রিয়া

নিজস্ব প্রতিবেদন: সহানুভূতিজনিত কারণে চাকরি পাওয়ার প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা আনতে এবার যাবতীয় প্রক্রিয়া অনলাইনে নিয়ে আসার সিদ্ধান্ত নিল রাজ্য সরকার। পাশপাশি পদ্ধতিগত সরলীকরণের সিদ্ধান্তও নেওয়া হয়েছে। কর্মরত অবস্থায় মৃত বা শারীরিকভাবে অক্ষম হয়ে পড়া রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের নিকটাত্মীয় এবং পোষ্যদের সহানুভূতিজনিত কারণে চাকরি দেওয়ার সংস্থান রয়েছে। কিন্তু নানান সময়ে সেই চাকরি দেওয়ার ক্ষেত্রে নানা অভিযোগ ওঠে। এবার সেই সব ক্ষেত্রে চাকরি দেওয়ার ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা আনতে পুরো প্রক্রিয়াটি অনলাইনে নিয়ে আসা হচ্ছে বলে নবান্নে প্রশাসনিক সূত্রে জানা গিয়েছে।

এই বিষয়ে রাজ্যের মুখ্যসচিব হরিকৃষ্ণ দ্বিবেদী ইতিমধ্যেই সবকটি দপ্তরের সচিবকে চিঠি দিয়ে বিষয়টি জানিয়েছেন। গোটা প্রক্রিয়া কীভাবে সম্পন্ন হবে, তা উল্লেখ করে রাজ্যের অর্থ দপ্তরের ই গভর্নেন্স শাখা বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে। সেখানে বলা হয়েছে রাজ্যের অর্থ দপ্তরের আইএফ এমএস পোর্টালে গিয়ে অনলাইনে আবেদন জানাতে হবে। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে চাকরির জন্য যিনি আবেদন করবেন, তাঁর মোবাইল নম্বর ও আধার নম্বর দিয়ে আবেদন করতে হবে। যাবতীয় তথ্য ও নথি সেখানেই আপলোড করতে হবে। আবেদনের সঙ্গে ডিজিটাল সিগনেচার করে সেটি আপলোড করতে বলা হয়েছে। আবেদন করার পর চাকরি পাওয়ার বিষয়টি কোন পর্যায়ে আছে, তাও পোর্টাল থেকেই জানতে পারবেন আবেদনকারী।

যোগ্য প্রার্থীদের শূন্য পদের ভিত্তিতে জেলার অফিসে লোয়ার ডিভিশন ক্লার্ক পদে নিয়োগ করা যাবে বলে জানানো হয়েছে। এই জন্য শুরুতেই কম্পিউটারের যোগ্যতা পরীক্ষায় সাফল্য পাওয়ার ক্ষেত্রে বাধ্যবাধকতা থাকছে না। তবে প্রবেশন-এ থাকাকালীন সময়ে ওই প্রার্থীকে সংশ্লিষ্ট পরীক্ষায় পাশ করতেই হবে বলে উল্লেখ করা হয়েছে। পাশ না করতে পারলে তার পদ স্থায়ী হবে না।

একদিন
আমার শহর
কলকাতা ৩ ডিসেম্বর ২০২৩ ১৬ অগ্রহায়ণ ১৪৩০ রবিবার

মাধ্যমিকের প্রশ্নফাঁস রুখতে নয়া পন্থা প্রতি প্রশ্নপত্রে থাকবে ‘স্বতন্ত্র কোড’

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: মাধ্যমিকের প্রশ্ন ফাঁস রুখতে বাড়তি তৎপরতা। মাধ্যমিক শিক্ষা পর্ষদের সভাপতি রামানুজ গঙ্গোপাধ্যায় জানিয়েছেন, প্রতিটি প্রশ্নপত্রে একটি করে ‘স্বতন্ত্র কোড’ থাকবে। গোটা ব্যবস্থাটি সেই কোডের উপরেই নির্ভরশীল। অসৎ উদ্দেশ্যে কেউ পরীক্ষা শুরুর হওয়ার পর যাতে ছবি তুলে প্রশ্ন না বের করতে পারে, তার জন্যই এই ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। পরীক্ষার হলে প্রশ্নপত্র হাতে পেলেই সুযোগ বুঝে ছবি তুলে মোবাইলের মাধ্যমে ছড়িয়ে দেওয়ার ঘটনা প্রায় প্রতি বছরই ঘটে। ২০২৪ সালের মাধ্যমিক পরীক্ষায় এভাবে ‘প্রশ্ন ফাঁস’ তথা পরীক্ষা চলাকালীন প্রশ্নপত্র বাইরে বেরিয়ে আসা রুখতে প্রশ্নপত্রের গোপনীয়তা রক্ষায় এই নয়া ব্যবস্থা নিয়েছে পর্ষদ। ‘স্বতন্ত্র কোড’ থাকায় প্রশ্নপত্রের ছবি পরীক্ষাকেন্দ্রের বাইরে বেরোলেই সংশ্লিষ্ট প্রশ্নপত্রটি কোন পরীক্ষার্থীর তা জানা যাবে। প্রতিটি প্রশ্নপত্রের একটি করে ইউনিক সিরিয়াল নম্বর থাকবে। পরীক্ষার সময় একজন পরীক্ষার্থী যে প্রশ্নপত্র পাবে, সেই প্রশ্নপত্রের ইউনিক কোডটি তার উত্তরপত্রে ও অ্যাটেন্ডেন্স শিটে লিখে দিতে হবে। সেক্ষেত্রে কোনও প্রশ্নপত্র বেরিয়ে এলে কোডটি দেখলেই বোঝা যাবে কোন জায়গা থেকে প্রশ্নের ছবি বেরিয়েছে এবং প্রশ্নপত্রটি কার।

কোডগুলি এমনভাবে দেওয়া হচ্ছে, যা একনজরে দেখলেই পর্ষদ কর্তারা বুঝে যাবেন প্রশ্নপত্রটি কোন জেলার। তারপর ওই কোডের মাধ্যমেই পর্ষদের নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় ট্র্যাকিং করে খুঁজে নেওয়া হবে সংশ্লিষ্ট পরীক্ষার্থীকে। শুধু প্রশ্নপত্রের প্রথম পাতা নয়। প্রশ্নপত্রের যে কোনও পৃষ্ঠার ছবি তুললেই এই কোডের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট পরীক্ষার্থী ধরা পড়বে বলে জানিয়েছেন পর্ষদ সভাপতি। তিনি জানিয়েছেন, কোডটা প্রশ্নপত্রের প্রথম পাতার উপরে থাকার পাশাপাশি প্রতিটি পাতায় এমবেডেড থাকবে। সেক্ষেত্রে যে কোনও পাতার ছবি তুলুক বা যে অ্যাঙ্গেলেই তুলুক, ঠিক বের করে নেওয়া যাবে প্রশ্নপত্রটি কার। ইতিমধ্যেই জেলাগুলি পরিদর্শন শুরু করেছেন পর্ষদ সভাপতি।

চিকিৎসক সঙ্কটে সুজয়কৃষ্ণের কণ্ঠস্বরের নমুনা সংগ্রহ হল না

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: এসএসকেএমের বিরুদ্ধে গড়িমসির অভিযোগ উঠেছিল। সুজয়কৃষ্ণ ভদ্রর কণ্ঠস্বর সংগ্রহ করার সিদ্ধান্ত নিতে এরপর আদালত দায়িত্ব দিয়েছিল ইএসআই জোকাকে। মেডিক্যাল বোর্ড গড়ে এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে নির্দেশ দিয়েছিল আদালত। তবে এক সপ্তাহ পেরিয়ে গেলেও নিয়োগ দুর্নীতিতে ধৃত সুজয়কৃষ্ণ ভদ্র ওরফে কালীঘাটের কাকুর কণ্ঠস্বরের নমুনা সংগ্রহ করা সম্ভব হল না।

কোর্টের নির্দেশ পালনে ব্যর্থ ইএসআই জোকা। কারণ, চিকিৎসক সঙ্কটে মেডিক্যাল বোর্ড গঠনই করে উঠতে পারছে না এই কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান, এমনটাই খবর। জানা গিয়েছে, এই মুহূর্তে ইএসআই জোকায় নিউরোলজির চিকিৎসক নেই। এ বিষয়ে তাঁরা ইডিকে জানিয়ে দিয়েছে বলেও খবর। পাশাপাশি এমনটাও শোনা যাচ্ছে, নির্দেশ পরিমার্জনে আদালতের দ্বারস্থ হতে পারে ইডি। কালীঘাটের কাকুর কণ্ঠস্বরের নমুনা পরীক্ষাকে কেন্দ্র করে জটিলতা চলছেই। প্রথমে এসএসকেএমে ইডি কালীঘাটের কাকুর কণ্ঠস্বরের নমুনা সংগ্রহ করতে গিয়েও পারল না। এমএসভিপি বেঁকে বসেন বলে আদালতের নির্দেশিকায় উল্লেখ ছিল। বিকল্প হিসাবে ইএসআই কর্তৃপক্ষকে দায়িত্ব দেওয়া হলেও চিকিৎসক সঙ্কট।

গত ২৪ নভেম্বর বিশেষ আদালতের নির্দেশ ছিল কালীঘাটের কাকুর কণ্ঠস্বরের নমুনা সংগ্রহের জন্য কার্ডিওলজি, নিউরোলজি, ইএনটি বিশেষজ্ঞদের নিয়ে চিকিৎসক বোর্ড গঠন করতে হবে। প্রয়োজনে চিকিৎসকের সংখ্যা বাড়াতেও পারে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। এদিকে ইএসআই জোকা সূত্রে খবর, জোকা ইএসআই থেকে একযোগে ৪২ জন চিকিৎসক বদলি করা হয়েছে। ফলে সেখানে হঠাৎ-ই তৈরি হয়েছে এক চিকিৎসক সঙ্কট। আর এই কারণেই সাত দিন কেটে গেলেও মেডিক্যাল বোর্ডই গঠন করা যায়নি বলে খবর। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে এও জানানো হয়েছে, ইডিকে ইমেল মারফত এই ঘটনা হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ জানিয়ে দিয়েছে।

জাতীয় সঙ্গীত অবমাননার অভিযোগের তদন্তে বিধানসভায় গুন্ডা দমন শাখা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বিজেপি বিধায়কদের বিরুদ্ধে জাতীয় সঙ্গীত অবমাননার তদন্তে সোজা বিধানসভায় হানা দিল কলকাতা পুলিশের গুন্ডা দমন শাখা। এমনিতে বিধানসভা ভবনের বাইরের নিরাপত্তার দায়িত্ব থাকে পুলিশের উপর। ভিতরের নিরাপত্তার দায়িত্ব থাকে মার্শালদের উপর। অনুমতি ব্যতীত পুলিশ ভিতরে প্রবেশ করে না। কিন্তু শনিবার বিধানসভা ভবনের অন্দরেই ঢুকে গেল কলকাতা পুলিশের গুন্ডা দমন শাখা। বেশ কিছুক্ষণ মার্শালের সঙ্গে কথাও বললেন পুলিশ আধিকারিকরা। খতিয়ে দেখলেন সিসিটিভি ফুটেজ।

বিধানসভা চত্বরের অন্দরেই বিজেপির ১১ বিধায়কের বিরুদ্ধে জাতীয় সঙ্গীত অবনামনার অভিযোগ এনেছে তৃণমূল । সেই অভিযোগের তদন্তেই বিধানসভা চত্বরে গিয়েছে কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগ। এদিন পুলিশ আধিকারিকরা বেশ কিছুক্ষণ বিধানসভা চত্বরে ছিলেন। সেদিন কী ঘটেছিল জানতে মার্শালের সঙ্গে বেশ কিছুক্ষণ কথা বলেন। সিসিটিভি ফুটেজও খতিয়ে দেখেন। করা হয়েছে ভিডিওগ্রাফি, তোলা যায় ছবিও।

এদিকে জাতীয় সঙ্গীত অবমাননার ঘটনায় আরও ৩ বিজেপি বিধায়ককে তলব করেছে পুলিশ। তুফানগঞ্জের বিধায়ক মালতী রাভা রায়, শালতোড়ার চন্দনা বাউরি ও নাটাবাড়ির বিধায়ক মিহির গোস্বামীকে ডাকা হয়েছে মঙ্গলবার। এর আগে ৫ জন বিধায়ককে তলব করা হয়েছিল। সোমবার ডাকা হয়েছে বাঁকুড়ার নীলাদ্রিশেখর দানা, শিলিগুড়ির শঙ্কর ঘোষ, পুরুলিয়ার সুদীপ মুখোপাধ্যায়, মাদারিহাটের মনোজ টিজ্ঞা ও ফালাকাটার দীপক বর্মনকে।

ফিরহাদের সই জাল করে নিয়োগপত্র! টাকা নিয়ে প্রতারণা, শ্রীঘরে সরকারি কর্মী

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ফের চাকরির টোপ দিয়ে আর্থিক প্রতারণা!

মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিমের সই জাল করে নিয়োগপত্র দিয়ে ফাঁপড়ে ‘প্রতারক’। ধরা পড়ে প্রতারণার অভিযোগে শ্রীঘরে গেলেন সরকারি কর্মী। ঘটনাটি কলকাতার। অভিযোগ, আলিপুর জেল মিউজিয়ামে চাকরির টোপ ফেলে এক যুবকের কাছ থেকে ৩ লক্ষ টাকা নেওয়া হয়। একজন সরকারি কর্মী চাকরি পাইয়ে দেওয়ার টোপটা দিয়েছিলেন। সেই ফাঁদে পা দিয়ে টাকাও দেন যুবক। মেলে নিয়োগপত্র। কিন্তু তা নিয়ে কাজে যোগ দিতে গিয়েই হল গন্ডগোল। সম্প্রতি এক যুবক আলিপুর জেল মিউজিয়ামে চাকরিতে যোগ দিতে চান। তার কাছে ছিল একটি নিয়োগপত্রও। ওই নিয়োগপত্র দেখে সন্দেহ হয় কর্তৃপক্ষের। সরাসরি পুরমন্ত্রী তথা কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিমের সঙ্গে জেল মিউজিয়াম কর্তৃপক্ষ যোগাযোগ করে। সাফ জানান মন্ত্রী, এই নিয়োগের ব্যাপারে কিছুই জানেন না তিনি। আলিপুর থানাকে তড়িঘড়ি বিষয়টি খতিয়ে দেখার নির্দেশ দেয়। চাকরিপ্রার্থী বুঝতে পারেন, চাকরি দেওয়ার নামে তিনি প্রতারণার শিকার হয়েছেন। এর পর তিনি প্রতারক সম্পর্কিত বিস্তারিত তথ্য দেন পুলিশকে। তিনি জানান, তিন লক্ষ টাকার বিনিময়ে ফিরহাদ হাকিমের সই করা নিয়োগপত্র তাঁর হাতে দেয় প্রতারক। পুলিশ জানতে পারে, অভিযুক্ত যুবক ভারতীয় জাদুঘরের চতুর্থ শ্রেণির কর্মী। রাতেই শুরু হয় তল্লাশি। পুলিশ ওই যুবককে গ্রেপ্তার করে।

ফিরহাদ হাকিমের সই, সিলমোহর নকল করে কলকাতা পুরসভায় চাকরি বিক্রির অভিযোগ ওঠে। লক্ষ লক্ষ টাকা প্রতারণা চক্রের খোঁজ পায় নিউ মার্কেট থানার পুলিশ। সেই চক্রের সঙ্গে আলিপুর জেল মিউজিয়ামে চাকরি দেওয়ার নামে প্রতারণার ঘটনার কোনও যোগ আছে কিনা, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

স্কুলে ক্যারাটে বাধ্যতামূলক করার প্রস্তাব অর্জুন সিংয়ের

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: রাজ্যের স্কুলগুলোতে শারীর শিক্ষায় ক্যারাটে বাধ্যতামূলক করার প্রস্তাব দিলেন ব্যারাকপুরের সাংসদ অর্জুন সিং। ওয়েলশ শোতোকান ক্যারাটে অর্গানাইজেশন অফ ইন্ডিয়া ও উত্তর ব্যারাকপুর পৌরসভার যৌথ উদ্যোগে ইছাপুরে বিকাশ বসু স্মৃতি কনভেনশন সেন্টারে চলছে ‘সাউথ এশিয়া ডব্লুএসকেও ইন্টারন্যাশনাল ক্যারাটে চ্যাম্পিয়নশিপ-২০২৩।’ পয়লা ডিসেম্বর শুরু হয়েছে এই ক্যারাটে প্রতিযোগিতা। চলবে ৩ ডিসেম্বর পর্যন্ত। শনিবার এই ক্যারাটে প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়া প্রতিযোগীদের উৎসাহ দিতে হাজির ছিলেন অর্জুন সিং। এদিন সাংসদ বলেন, মহিলাদের আত্মরক্ষার ক্ষেত্রে ক্যারাটে শেখা অত্যন্ত জরুরি। রাজ্যের স্কুলগুলোতে যাতে শারীর শিক্ষায় ক্যারাটে বাধ্যতামূলক করা হয় তিনি মুখ্যমন্ত্রীর কাছে সেই প্রস্তাব রাখবেন। সাংসদের কথায়, ‘নতুন প্রজন্মকে ক্যারাটের প্রতি উৎসাহ জোগাতে সীমিত ক্ষমতার মধ্যে উত্তর ব্যারাকপুর পুরসভা খুব ভালো উদ্যোগ নিয়েছে। নতুন প্রজন্ম ক্রমশ মোবাইলে বুদ হয়ে পড়ছে। ওদেরকে ক্রীড়ামুখী করতে এটা নিঃসন্দেহে ভালো উদ্যোগ। ’ সুস্বাস্থ্যের জন্য ক্যারাটে শেখা দরকার।’ এদিন ওই ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় ছিলেন উত্তর ব্যারাকপুরের পুরপ্রধান মলয় ঘোষ, পুরসভার ৫ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর কমলেশ উকিল। আন্তর্জাতিক এই ক্যারাটে প্রতিযোগিতায় ভারত ছাড়াও পাকিস্তান, বাংলাদেশ, নেপাল, ভুটান-সহ নয়টি দেশের প্রতিযোগীরা অংশ নিয়েছে ।

রাজ্য পুলিশের ডিজির নামে ভুয়ো অ্যাকাউন্ট খুলে প্রতারণা! ধৃত ১

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুলিশের ডিজি মনোজ মাল্যবর নামে ভুয়ো ফেসবুক অ্যাকাউন্ট খুলে প্রতারণার অভিযোগে গ্রেপ্তার এক ব্যক্তি। পুলিশ সূত্রে খবর, ধৃতের নাম রাইস। তাঁকে রাজস্থান থেকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তিন দিনের ট্রানজিট রিমান্ডে কলকাতায় আনা হয়েছে ধৃতকে।

পুলিশ সূত্রের খবর, ডিজি মনোজ মালব্যের নাম, ছবি ও পরিচয় ব্যবহার করে ফেসবুকে অ্যাকাউন্ট খোলে অভিযুক্ত। সেই অ্যাকাউন্ট থেকে পুলিশের বিভিন্ন পদস্থ কর্মীদের বন্ধুত্বের অনুরোধ পাঠানো হত। সরল মনে অনেকেই তা গ্রহণ করতেন। কিন্তু, এরপরেই শুরু হত জালিয়াতি। ওই অ্যাকাউন্ট থেকে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের একটি মেসেজ পাঠানো হত। সেই মেসেঞ্জার বার্তায় বলা হত, ‘এখন জরুরি মিটিংয়ে রয়েছি। ফোন করতে পারছি না। একটি সমস্যায় পড়েছি। অনেক টাকার প্রয়োজন।’ এরপর কেউ টাকা পাঠালে তা হাতিয়ে নিত রাজস্থানের ওই যুবক। এই ঘটনায় সন্দেহ হয় পুলিশের। এক পুলিশ আধিকারিকের থেকে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অভিযোগ পেয়ে নড়েচড়ে বসে বিধাননগর সাইবার থানার পুলিশ। চলতি বছরের অগাস্ট মাসের শেষের দিকে স্বতঃপ্রণোদিত মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করা হয়। সাইবার বিশেষজ্ঞদের সাহায্যও নেওয়া হয় এক্ষেত্রে। অবশেষে ভিন রাজ্যের প্রতারণা চক্রের সঙ্গে জড়িত থাকা রাইসকে গ্রেপ্তার করা হয়। ধৃতকে জিজ্ঞাসাবাদে পুলিশ জানতে পারে, শুধু এই রাজ্যে নয়, দেশের বিভিন্ন রাজ্যের উচ্চপদস্থ পুলিশ অফিসারের নাম ও পরিচয় ভাঁড়িয়ে রমরমিয়ে চলত এই জালিয়াতির কারবার। পুলিশের প্রাথমিক সন্দেহ, কোনও গ্যাং এর নেপথ্যে রয়েছে।

এরই পাশাপাশি বিধাননগর কমিশনারেটের আধিকারিকদের ধারণা, ধৃতকে আরও জিজ্ঞাসাবাদের প্রয়োজন রয়েছে। এরপরই সমগ্র বিষয়টি সম্পর্কে আরও অনেক তথ্য সামনে আসবে বলে মনে করছেন তাঁরা। এই প্রসঙ্গে তদন্তকারীদের একাংশ জানাচ্ছেন, ‘সাইবার প্রতারণার বাড়বাড়ন্ত চোখে পড়ার মতো। কিন্তু, এভাবে বড় বড় পুলিশ কর্তাদের ছবিও ব্যবহার করে প্রতারণার ছক ফাঁদা হচ্ছে। সাধারণ মানুষকে সচেতন করার জন্য নিয়মিত সাইবার সেলের তরফে প্রচার চালানো হচ্ছে!’

নিখোঁজ স্বাস্থ্যকর্মী: রহস্যজনকভাবে নিখোঁজ পানিহাটি স্টেট জেনারেল হাসপাতালের জরুরি বিভাগের স্বাস্থ্যকর্মী সুদীপ রাজবংশী ওরফে রঘু (৩২)। তাঁর বাড়ি ঘোলা থানার পানিহাটি স্টেট জেনারেল হাসপাতালের পিছন দিকে চৈতন্য নগরে। হাসপাতালে কাজের পাশাপাশি সুদীপ মাছের ব্যবসাও করে। নিখোঁজ যুবকের মা সন্ধ্যা রাজবংশী জানান, শুক্রবার সকাল সাড়ে দশটা নাগাদ ছেলে টিফিন খেয়ে হাসপাতালে কাজে যোগ দেওয়ার নাম করে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল। প্রতিদিন দুপুরে খেতে ছেলে বাড়িতে আসে।

মুখ্যমন্ত্রীর ভাবনায় চলচ্চিত্র উৎসবের থিম সিং গাইলেন অরিজিৎ সিং

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: আগামী ৫ ডিসেম্বর থেকে শুরু হচ্ছে এবারের কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব। শনিবার সেই উৎসবের থিম সং মুক্তি পেল। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাবনায় বানানো এবারের ‘থিম সং’ গেয়েছেন অরিজিৎ সিং!

চলচ্চিত্র উৎসব চলবে ১২ ডিসেম্বর পর্যন্ত চলবে। এবারের চলচ্চিত্র উৎসবের ফোকাস কান্ট্রি স্পেন। এই উৎসবে এবার দেখানো হবে ৩৯টি দেশের ২১৯ টি ছবি। মঙ্গলবার নেতাজি ইনডোর স্টেডিয়ামে হবে উদ্বোধনী অনুষ্ঠান।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে চাঁদের হাট বসলেও, থাকছেন না শাহরুখ খান। ব্যস্ততার কারণে তিনি যে থাকতে পারবেন না তা আগেই জানিয়ে দিয়েছিলেন। কলকাতা চলচ্চিত্র উৎসবের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মধ্যমণি হয়ে থাকেন অমিতাভ বচ্চন ও জয়া বচ্চন। তবে মঙ্গবারের অনুষ্ঠানে এবার থাকছেন না তাঁরাও। শাহরুখ-অমিতাভ-জয়া না থাকলেও চমকের অভাব নেই। শোনা যাচ্ছে, এবারের অনুষ্ঠানে মঞ্চ আলো করে থাকবেন সলমন খান, অনিল কাপুর, কমল হাসান, শত্রুঘ্ন সিনহা, সোনাক্ষী সিনহা, সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় এবং মহেশ ভাটের মতো তারকারা। এছাড়াও টলিউডের তারকারা তো আছেনই। গানে, গল্পে সিনেমায় ভরপুর এক অনুষ্ঠান হতে চলেছে আগামী কলকাতা চলচ্চিত্র উৎসব।

স্বাস্থ্যক্ষেত্রে দুর্নীতির সুযোগ নেই, শুভেন্দুর অভিযোগ উড়িয়ে দাবি তৃণমূল বিধায়কের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: শিক্ষা, পুরসভার পর এবার স্বাস্থ্যক্ষেত্রেও নিয়োগে কি বেনিয়ম!

রাজ্যের হেল্থ রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে বিস্তারিত তথ্য জানতে আরটিআই করেছেন বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। শুক্রবার এক্স হ্যান্ডেলে একটি পোস্ট করেন শুভেন্দু। যদিও, দুর্নীতি সংক্রান্ত অভিযোগ উড়িয়ে দিয়েছেন হেল্থ রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের চেয়ারম্যান তথা তৃণমূল বিধায়ক সুদীপ্ত রায়। তাঁর কথায়, ‘বিরোধী দলনেতা যা দাবি করছেন এমন কিছু হয়েছে বলে আমার মনে হয় না।’ পাশাপাশি বিধায়কের দাবি, ‘দুর্নীতির স্কোপ খুব একটা কিছু নেই। যে পদ্ধতিতে আমরা বাছাই করছি, প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত প্রত্যেকের রেজাল্ট ওয়েবসাইটে দেওয়া হচ্ছে। সেটা যে কেউ রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের ওয়েবসাইটে দেখে নিতে পারেন।’

এদিকে শুভেন্দু অধিকারীর টুইট ঘিরে রাজ্যের স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে ও চিকিৎসক মহলে ব্যাপক শোরগোল পড়ে। সার্ভিস ডক্টর্স ফোরামের সম্পাদক সজল বিশ্বাসও শুভেন্দুর বক্তব্য উস্কে দিয়ে জানান, নিয়োগে কোটি কোটি টাকার দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে। বদলির ক্ষেত্রেও বিস্তর বেনিয়ম ও দুর্নীতি রয়েছে বলে অভিযোগ জানিয়েছেন সজল বিশ্বাস। এই প্রসঙ্গে তাঁর বক্তব্য, এই নিয়ে সার্ভিস ডক্টর্স ফোরাম আগেও একাধিকবার সরব হয়েছে। যে আরটিআই করা হয়েছে, তাতে পূর্ণাঙ্গ তথ্য প্রকাশ্যে এলে বিস্ফোরক তথ্য বেরিয়ে আসবে বলেই মনে করছেন তিনি। সজলবাবুর পাশাপাশি চিকিৎসক সংগঠনের নেতা মানস গুমটাও শাসক শিবিরকে বিদ্ধ করে জানান, ‘বিরোধী দলনেতার আরটিআই-এর উদ্যোগকে স্বাগত। এরই রেশ ধরে তিনি এও জানান, ‘স্বাস্থ্যে দুর্নীতির যথাযথ তদন্ত হলে কেঁচো খুঁড়তে কেউটে নয়, অ্যানাকোন্ডা বেরিয়ে পড়বে। স্বাস্থ্যে নিয়োগ দুর্নীতি, বদলি নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে আমরা বলে আসছি। কেউ কোনও কর্ণপাত করেনি। তদন্ত হলে স্বাগত।’

‘গণ আদালতে গণ রায়’ নয়া কর্মসূচি নিয়ে ধর্মতলায় আন্দোলনে চাকরিপ্রার্থীরা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ধর্মতলায় আন্দোলনরত চাকরি প্রার্থীদের আন্দোলন কয়েকদিনের মধ্যেই পা দেবে এক হাজার দিনে। আর তারই আগে শনিবার ফের ধর্মতলার গান্ধি মূর্তির সামনে গণ আন্দোলনে গণ মত নেওয়ার এক নয়া কর্মসূচি শুরু করেন তাঁরা। চাকরিপ্রার্থীদের বিক্ষোভকে কেন্দ্র করে এদিন উত্তপ্তও হয়ে ওঠে ধর্মতলা চত্বর।

ধর্মতলায় এদিন ‘গণ আদালতে গণ রায় ‘ কর্মসূচিতে নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণিতে শিক্ষকতার চাকরি প্রার্থী থেকে শুরু করে প্রাথমিক, স্কুলের গ্রুপ সি, গ্রুপ ডি পদের চাকরি প্রার্থীরা অংশ নেন। ওয়েটিং লিস্টে থাকা প্রার্থীদের সুপার নিউমেরারি পদে নিয়োগের জন্য এদিনের আন্দোলন থেকে দাবি করা হয়। আর কতদিন তাঁরা বঞ্চনার শিকার হবেন, প্রশ্ন তোলেন আন্দোলনকারীরা।

এদিনের কর্মসূচিতে সিপিএম নেতা কান্তি গঙ্গোপাধ্যায়, সিটু নেতা ইন্দ্রজিৎ ঘোষ, অধ্যাপক অম্বিকেশ মহাপাত্র, কামদুনি আন্দোলনের অন্যতম মুখ মৌসুমী, টুম্পা কয়লারাও হাজির ছিলেন। রাজ্য সরকার কেন যোগ্য প্রার্থীদের নিয়োগ করছে না, সে ব্যাপারে প্রশ্ন তোলেন তাঁরা। সিপিএম নেতা কান্তি গঙ্গোপাধ্যায় এদিন জানান, এটা তো কয়েকদিনের ব্যাপার। যাঁরা যোগ্য প্রার্থী রয়েছেন, তাদের মেধা অনুযায়ী নির্দিষ্ট পদে যোগ দিয়ে দেওয়া হলেই মিটে যায়। এভাবে তো এঁদের পুরো যৌবন কাল নষ্ট হয়ে গেল। আর কতদিন এঁরা এখানে এভাবে আন্দোলন করে যাবেন।

প্রসঙ্গত, ২০০৯ সালের দক্ষিণ ২৪ পরগনার প্রাথমিকের চাকরিপ্রার্থীরাও এদিনের বিক্ষোভ সামিল হন। অন্যান্য জেলায় নিয়োগ হয়ে গেলেও তাঁদের জেলার ক্ষেত্রে কেন নিয়োগ করা হল না, সে বিষয়ে সরকারের কাছে প্রশ্ন তোলেন তাঁরা। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অথবা শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুকে অবিলম্বে হস্তক্ষেপ করতে হবে বলে জানান তাঁরা।

তবে এদিনের এই আন্দোলন প্রথম নয়। এর আগেও দফায় দফায় ধর্মতলা থেকে সল্টলেকের করুণাময়ী বিভিন্ন জায়গায় আন্দোলন করেন চাকরি প্রার্থীরা। গত ১২ অক্টোবর সকালে ও দুপুরে সল্টলেকে, বিকেলে কালীঘাটে এবং সন্ধ্যায় ধর্মতলায় গান্ধি মূর্তির পাদদেশে বিক্ষোভ দেখান চাকরিপ্রার্থীরা। পুজোর আগে নিয়োগের ব্যাপারে আর্জি জানিয়েছিলেন তাঁরা। কিন্তু পুজো কেটে গেলেও সরকারের তরফে চাকরি প্রার্থীদের নিয়োগের ব্যাপারে কোনও সদুত্তর পাওয়া যায়নি, সেই কারণে ফের তাঁরা আন্দোলনে নামতে বাধ্য হচ্ছেন বলে এদিন জানান তাঁরা।

সম্পাদকীয়

শেষ হচ্ছে কৃষক ও কৃষিজমি, সতর্ক না হলে মূল্য দিতে হবে

ভারত কৃষিপ্রধান দেশ। কিন্তু আজ ভারতে প্রতি দিন কৃষিজমির মৃত্যু হচ্ছে, কৃষকরা পরিণত হচ্ছেন শ্রমিকে। উদাহরণ, উত্তর ২৪ পরগনার একটি বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে কৃষকেরা ধান, পাট বা অন্যান্য শস্যের চাষের জমিকে আম বাগান, পেয়ারা বাগান, ফুল বাগান অথবা লম্বু বা মেহগনি বাগানে পরিণত করছেন। এ ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের অগোচরেই আপাতনিরীহ, কিন্তু ভয়ঙ্কর দু'টি ঘটনা ঘটে যাচ্ছে। এক, বহু কৃষক চাষ থেকে সরে যাওয়ায় তাঁরা কালক্রমে শ্রমিকে রূপান্তরিত হচ্ছেন। দুই, কাগজে-কলমে সরকারি রেকর্ডে যে পরিমাণ কৃষিজমি থাকছে, বাস্তবে কিন্তু তা থাকছে না। বরং জমির চরিত্র বদলে যাচ্ছে। মুশকিল হল, এই প্রক্রিয়ার কুফল হাতে হাতে মিলবে না। কিন্তু কুফল ফলবেই, এবং তা রাষ্ট্রের অগোচরে! আমাদের সংশয়, দেশের প্রতিটি প্রান্তেই এক-একটি উত্তর ২৪ পরগনা তৈরি হচ্ছে না তো? বৃহত্তর কৃষক আন্দোলন সেই সংশয়কেই মান্যতা দিয়েছে কিছু দিন আগে। দেশের প্রযুক্তিগত উন্নতি শিখরে পৌঁছবে, সে তো ভাল কথা। কিন্তু পেটে ভাত বা রুটি না থাকলে সে উন্নয়ন ভোগ করা যাবে তো? মানুষের প্রাথমিক চাহিদার জোগানের কান্ডারিরা ক্রমশ বঞ্চিত হতে হতে বিলুপ্ত হয়ে যাবে না তো? এ ক্ষেত্রে শ্রীলঙ্কার করুণ অবস্থা কিন্তু সিঁদুরে মেঘ দেখাচ্ছে। অসম্ভব মুদ্রাস্ফীতি সে দেশের অর্থনীতিকে ধ্বংস করেছে। এ দেশেও জিনিসপত্রের দাম যে বর্তমানে আকাশছোঁয়া, সে কথা ভুক্তভোগী মাত্রেই জানেন। আমরা দেখেছি মাত্র দু'বছরে ভেঙে পড়েছিল শ্রীলঙ্কা। অবশ্য ভারত প্রসঙ্গে মনে হতে পারে, দেশের মোট আয়তনের প্রায় ৫৫ শতাংশ জমিতে প্রতি বছর কৃষিকাজ হয়, এবং ৭ শতাংশ জমিতে দু'তিন বছর অন্তর এক বার চাষ করা হয়। তার সঙ্গে শ্রীলঙ্কার তুলনা আসছে কেন? তুলনার কারণ খুব স্পষ্ট, ভারতের মোট শ্রমশক্তির ৫২ শতাংশ যে ক্ষেত্রে নিযুক্ত, সরকারি রিপোর্ট অনুযায়ী আদতে কিন্তু সেই সংখ্যাটি কমে যাচ্ছে প্রতি দিন। সকলের আড়ালে একটু একটু করে শেষ হয়ে যাচ্ছে কৃষক ও কৃষিজমি। এখনই সতর্ক না হলে বড় মূল্য দিতে হতে পারে।

শাশ্বত কথা

বৃন্দাবনে বাস

বৃন্দাবনধামে বাস করিবে, কারণ তাহার দ্বারাই তাহার হৃদয়ে তত্ত্বজ্ঞানের প্রকাশ হয় ও অজ্ঞানান্ধকার দূরীভূত হয়। সকালে ও সন্ধ্যায় দুই ঘণ্টা নাম এবং ধ্যান করিবে। আগে গুরুকে দর্শন কর- ইহাকে কোটি জপের এক জম বলিয়া জানিবে। কে খায় (ভোগ করে) এবং কে খাওয়ায় (ভোগ করায়)- সাধকের পক্ষে ইহা লক্ষ্য করা দরকার। অর্থাৎ শ্রীভগবানই ভোক্তা জীবরূপে সকল বিষয় ভোগ করিতেছেন এবং পরমাত্মারূপে সকল জীবের ভোগ্যবিষয়সমূহ তাহাদের কর্ম্মানুসারে প্রেরণ করিতেছেন-এই তত্ত্ব ধারণা করা সাধকের পক্ষে আবশ্যক। যে যেরূপ কর্ম করিবে সে সেইরূপ ফলভোগ করিবে, পাপ বা পুণ্য অর্জ্জন করিবে। তাহাতে তোমার আমার কি আসিয়া যায়? তুমি ভগবদ্ ভজন কর।

— শ্রীশ্রীরামদাস কাঠিয়া বাবা

জন্মদিন

আজকের দিন

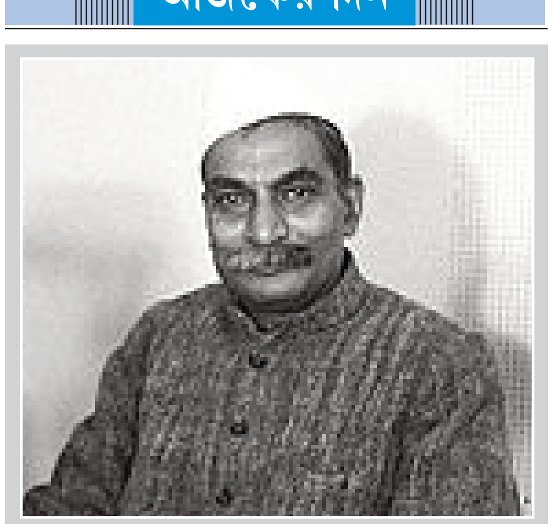

রাজেন্দ্র প্রসাদ

১৮৮৩ বিশিষ্ট চিত্রশিল্পী নন্দলাল বোসের জন্মদিন।
১৮৮৪ ভারতের প্রথম রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্র প্রসাদের জন্মদিন।
১৯৮২ বিশিষ্ট মহিলা ক্রিকেট খেলোয়াড় মিতালি রাজের জন্মদিন।

সিল্কিয়ারা-বারকোট সুড়ঙ্গ বিপর্যয়ের পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্ন: আরো ভাল থাকতে চাওয়ার শেষ কোথায়

পঙ্কজ কুমার চট্টোপাধ্যায়

বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক এবং সুলেখক শ্রী বিশ্বদেব মুখোপাধ্যায়ের গ্রন্থ 'বিজ্ঞান ও বিশ্বচৈতন্য' থেকে কিছু উদ্ধৃতি দিয়ে আমার প্রবন্ধ শুরু করবো। তশ্রীমৎ ভাগবতে একটি শ্লোক আছে, যা পরিবেশ ধ্বংসের নিরসনে একটা পথ নির্দেশ মনে হতে পারে। যে লোভের দ্বারা তাড়িত হয়ে মানুষ বিশ্ব প্রকৃতিকে লুণ্ঠন করতে এত উদ্যমী, সে লোভের সীমা ঠিক কোথায় শ্রীমদভাগবতে তা সহজ কথায় এবং দ্ব্যর্থহীন ভাবেই বলা হয়েছে যে, যতটুকুতে উদরপূর্তি হয়, মানুষের ততটুকুতেই অধিকার এবং তার চেয়ে বেশী যে চায় সে চোর ও দণ্ডের যোগ্য (শ্রীমদ্ভাগবত ৭।১৪।৮)।দ এ শ্লোকের থেকে আমরা এক সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি, তজীবনে সব চাইতে ভাল থাকার একমাত্র উপায়, আরো ভাল থাকার সীমাহীন প্রচেষ্টা থেকে ক্ষান্ত হওয়া।'...এ কোনও বিমূর্ত দার্শনিকতা নয়, এ নিশ্চিত ভাবেই জীবনের সবচাইতে বড়ো বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব, যা বিগত কয়েক শতাব্দীর নিরন্তর 'আরো ভাল থাকা'র দীর্ঘ প্রচেষ্টার মধ্যে দিয়ে আমরা জেনেছি, আবিষ্কার করেছি।দ

সম্প্রতি ঝাড়খণ্ডের আদিবাসী লেখিকা জাসিন্তা কেরকেট্টা তাঁর 'ঈশ্বর আউর বাজার' হিন্দি কাব্যগ্রন্থের জন্য ইন্ডিয়া টুডে পত্রিকা ঘোষিত পুরস্কার নিতে অস্বীকার করেছেন। প্রতিবাদ করে তিনি বলেছেন, তআপনারা আমার কাব্যকে বা আমাকে স্বীকৃতি দিলেন। কিন্তু, আপনারা আমাদের আদিবাসীদের অধিকারের স্বীকৃতি দেন না। বরং আদিবাসীর নির্যাতনকে অন্যায়ভাবে সামাজিক মাধ্যমে পরিবেশন করেন।...দ প্রকৃতির কোলে মানুষ হওয়া এই আদিবাসীদের প্রকৃতির প্রতি স্বাভাবিক অধিকার নিয়ে মহাশ্বেতা দেবীর মতো লেখিকা সারা জীবন লড়াই করেছেন। সৃষ্টি করেছেন পরিবেশ-সচেতনতা সাহিত্য। কেরকেট্টা পরে এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন যে বাঁধের পাশে বসবাস করা মানুষ চাষের জল পায় না। বাঁধ নির্মাণে উৎখাত হওয়া কৃষক এখন শহরে রিক্সা চালায় বা অন্য রাজ্যে পরিযায়ী শ্রমিকের কাজ করছে। এখানেও সেই বৃহত্তর জনগণের কল্যাণের চিন্তা, ক্ষুদ্রতর জনগোষ্ঠির দাবিকে উপেক্ষা করে, প্রকৃতির নিজস্ব ধর্ম বা স্বাভাবিক গতিকে অস্বীকার করে। ঠিক এমনটাই ঘটে চলেছে পাহাড়ে। ব্রিটিশ আমল থেকেই। মনে পড়ে ১৯৭০-এর দশকে মহিলাদের নেতৃত্বে অরণ্য উচ্ছেদের বিরুদ্ধে সংঘটিত বিখ্যাত 'চিপকো' আন্দোলনের কথা? সেদিন এরা আংশিক জয়ী হলেও সামগ্রিক ভাবে পাহাড়ে প্রকৃত্রি বিরুদ্ধে ধ্বংসযজ্ঞকে থামানো যায়নি।

চার দশক আগে পিণ্ডারি এবং হর-কি-দুনের পথে ট্রেকিং করতে গিয়ে বন্য, স্বাভাবিক প্রকৃতিকে দেখেছি। সারা পথ গাছের ছায়াঘেরা শান্তস্নিগ্ধ পথে হেঁটেছি। পরিশ্রম মনেই হয়নি। একমাত্র ফরেস্ট বাংলোতে অনেক পর্যটক মিলে গুতোগুতি করে থেকেছি মনের আনন্দে। আর এখন সেই জায়গায়, অনেকটা পথেই তৈরি হয়েছে কংক্রিট বা পিচের রাস্তা। অনেক স্থানেই ফরেস্ট বাংলোর পাশে গড়ে উঠেছে অনেক হোটেল, এমনকি থ্রি-স্টার পর্যন্ত। পর্যটনের সেই আনন্দ আর নেই। এখন আছে শুধু বিলাসবহুল পরিবেশে আরাম, মোবাইল ক্যামেরাতে সেলফি ছবি তোলা এবং মুহূর্তের মধ্যে সামাজিক মাধ্যমে পোস্ট করার কৃত্রিম আনন্দ। একেই বলে অগ্রগতির পরিণতি! পবিত্র চারধাম দর্শনার্থীদের আরাম এনে দিতে ১২,০০০ কোটি টাকার প্রকল্পের এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ সিল্কিয়ারা-বারকোট সুড়ঙ্গ। সোজা কথায় হিন্দুত্ববাদীদের এক অনাবশ্যক প্রচারসর্বস্ব প্রতীক। এবার চলে আসি আমার প্রবন্ধের মূল অংশ- সেই সুড়ঙ্গ বিপর্যয়ে।

গত ২৮ নভেম্বর উত্তরকাশীর সিল্কিয়ারা-বারকোট সুড়ঙ্গে আটকে পড়া ৪১ জন শ্রমিকের সবার মুক্তিক্ষণে। মহাভারতের মতো মহাকাব্যিক যুদ্ধ শেষ হয়েছিল অজস্র কাণ্ডের পরে ১৮ দিনে। আর ১৭ দিনের সিল্কিয়ারার যুদ্ধের পরিণতিতে প্রমাণিত হয়েছে শ্রীমদভাগবতের পূর্বোল্লিখিত শ্লোকের তাৎপর্য এবং এই ঘটনা আমাদের দেশের মানুষ ও সরকারকে বলছে, ততোমরা চোর এবং দণ্ডের যোগ্য।দ কী দণ্ড হবে সেটা নাহয় এখন তোলা থাক। কিন্তু, সবাই একবাক্যে স্বীকার করুক যে আমরা প্রকৃতির বিরুদ্ধে এক বিরাট অন্যায়ের জন্য অপরাধী। যে অপরাধের মাশুল হিসেবে এই কয়দিন ধরে অসম এক লড়াই করে এসেছে ৬৫২ জন সরকারী কর্মী, যাদের মধ্যে আছেন পুলিশ বিভাগের ১৮৯ জন, স্বাস্থ্য দপ্তরের ১০৬ জন, আইটিবিপি-এর ৭৭ জন, এনডিআরএফ-এর ৬২ জন, এসডিআরএফ-এর ৩৯ জন, জল সংস্থান উত্তর কাশীর ৪৬ জন, বিদ্যুৎ দপ্তরের ৩২ জন এবং বিআরও-এর ৩৮ জন। এর সাথে বেসরকারী কর্মীদের এবং স্বেচ্ছাসেবীদের ধরে নিলে মোট ১০০০ জন মানুষ ১৭ দিন ধরে লড়াই করেছেন এবং অবশেষে আটক শ্রমিকদের জীবিত অবস্থায় উদ্ধার করেছেন। এর সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরের এক প্রাক্তন উপদেষ্টা, উত্তরাখণ্ডের পর্যটন বিভাগের বিশেষ দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিকও এই কর্মকাণ্ড তদারকি করেছেন। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নীতিন গড়কড়ি এবং কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রমন্ত্রী অবসরপ্রাপ্ত জেনারেল ভি কে সিং-ও ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন।

উদ্ধার কার্য একই সরল পথে চলেনি। পদে পদে বিঘ্নের সৃষ্টি প্রত্যক্ষ করতে বাধ্য হয়েছে উদ্ধত লোভী মানুষ। নানান দিক থেকে নানান ভাবে আটক মানুষের কাছে পৌঁছনোর চেষ্টা চলেছে প্রতিনিয়ত। অন্যদিকে দীপাবলীর সকাল ৭টা থেকে আঁধারে আটকে থেকে গেছেন শ্রমিকেরা। শেষ পর্যায়ে যখন ড্রিলিং মেশিন ভেঙে যায় তখন ভাবা হয়েছিল পরদিনের আগে হয়তো শ্রমিকদের উদ্ধার করা যাবে না। সেই সময় আমেরিকান অগারের বদলে শেষ ১২ মিটার পথের ধ্বংসস্তূপ খুঁড়তে নামানো হয় 'র‌্যাট হোল' খননকারীদের। আর এই 'র‌্যাট হোল' খনন এক সময় নিষিদ্ধ করেছিল সরকার। যন্ত্রের পরিবর্তে কাজ করে মানুষের খালি হাত। তারপরেই আসে ৪০০ ঘন্টার লড়াইয়ের শেষে প্রতীক্ষিত মুক্তি। এতটা সময় ধরে আটক শ্রমিকদের নিকটাত্মীয়দের সাথে সারা দেশ উৎকণ্ঠিত চিত্তে প্রার্থনা করেছে এই মুক্তিক্ষণের। এই বিপর্যয়ের পরে এই সুরঙ্গের নির্মাণ নিয়ে নানা প্রশ্ন উঠেছে। শ্রমিকদের সুরক্ষার স্বার্থে বিকল্প সমান্তরলা 'হিউম পাইপ' বসানো বা বেরোনোর রাস্তা রাখা হয়নি। ইউরেশীয় টেকটনিক প্লেট এবং ভারতীয় টেকটনিক প্লেটের সংযোগস্থলে ভূমিকম্পপ্রবণ এলাকায় এই সুড়ঙ্গ নির্মাণের বিষয় খতিয়ে দেখা হয়নি। আর কী এমন কারণ ছিল দীপাবলির দিনেও শ্রমিকদের কাজ করতে বাধ্য করা হয়েছিল? 'আরো ভালো থাকা'র লোভের ফলস্বরূপ আমরা এর আগে দেখেছি একের পর এক প্রাকৃতিক ধ্বংসলীলা পাহাড়ে, যার অপ্রত্যক্ষ কারণ মানুষের লোভ। তারপরেও আমাদের শিক্ষা হয়নি, হবে না। প্রকৃতি নিধন-যজ্ঞের শেষের আগেই শেষ হবে মানবসভ্যতার নিধন-যজ্ঞ। সেই দিন সমাগত।

রাজনীতির সাম্প্রদায়িকতা দেশকে কোন পথে নিয়ে চলেছে?

নীলাঞ্জন মুখোপাধ্যায়

ইতিহাসে কোনও কিছুই আশ্চর্যের নয়। নানান ব্যাখ্যানে, কখনও সাবধানে কখনও বা প্রবল দাপটের সঙ্গে হয়ে চলে ভাবমূর্তি তৈরির খেলা। ১৯৮৭-৮৮ সালে টি ভি তে রামানন্দ সাগরের রামায়ণ ভাসিয়ে নিতে থাকলো আপামর ভারতবাসীকে। তারপর এলো মহাভারত। সবটাই কি একরকম ঢেউ তোলার খেলা নয়, রাজনীতির চোখ দিয়ে দেখলে, আসলে যা কি না ছিল রামজন্মভূমি আন্দোলনের বীজতলা? রাজীব গান্ধি এসব জানতেন না? জনগণের প্রিয় মহাকাব্য, নিছক রাজীবকে দোষী করি না। কিন্তু রাজনীতি করা লোকজনের কথা মনে করলে নানান দিকে চোখ যায় যে! পাঞ্জাবের রাজ্যপাল বনয়ারিলাল পুরোহিত তখন নাগপুরে কংগ্রেসের এম পি। অযোধ্যা প্রশ্নে তিনি ১৯৯১ তে বিজেপিতে যোগ দেন। ২০০৭ সালে হিন্দুস্থান টাইমসে এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছিলেন, রামমন্দিরের শিলান্যাস নিয়ে মধুকর দেওরসের একটি গোপন আলোচনা হয়েছিল, দূতিয়ালি করেছিলেন না কি তিনিই। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বুটা সিং না কি সবটাই জানতেন।

হিন্দু হৃদয় সম্রাট। এই শতাব্দীর শুরুতে এই অভিধা দেওয়া হয়েছিল এখন যিনি প্রধানমন্ত্রী, সেই তখনকার তাঁকে। কিন্তু কেউ কি মনে রাখে, তারও দশক দেড়েক আগে এই বাক্য বলা হয়েছিল তখনকার যিনি প্রধানমন্ত্রী, তাঁকেও?

১৯৮৬, সাম্প্রতিক ইতিহাসে বেশ একটা স্মরণীয় সময় সেটা। শাহ বানো মামলায় সুপ্রিম কোর্টের রায় গিয়েছে তালাক পাওয়া রমণীদের খোরপোষ পাওয়ার পক্ষে, কিন্তু কট্টর মৌলবিকূলের তা পছন্দ নয়। সরকার সিদ্ধান্ত নিলেন, সুপ্রিম কোর্টের ওই রায়ের বিরুদ্ধে আইন তৈরি করবার। সঙ্গে সঙ্গে পদত্যাগ করলেন সেই সময়ের রাজীব গান্ধি মন্ত্রীসভার সদস্য আরিফ মহম্মদ খান। অনেক পরে যিনি বিজেপিতে যোগ দেবেন, কেরালার রাজ্যপাল হবেন। সেইসময়ে আরিফ আমাদের চোখে হিরো, দিল্লির আই ই এন এস এর ঘরে ঘরে সাংবাদিকদের মধ্যে তাঁকে নিয়ে কথা। কতরকম কথা হয়ে চলেছে যে হোটেলে আমি থাকতাম, সেখানে আমার জেলার সহচর সঙ্গিসাথিদের মধ্যেও। পরিচয় হয়ত বাঙালি মুসলিম; একটি যুবক খুব ব্যথিত স্বরে বলেছিল, আপনারা ভাবতে পারবেন না সরকারপক্ষ কী প্রচণ্ড ভুল করতে চলেছে। নতুন চাকরি নিয়ে দিল্লি আসা একটি গ্রামের ছেলে যা বোঝে, তা বোঝার সাধ্য সরকারের মহা মহা মাথাওয়ালা লোকজনের নেই, বিশ্বাস করা যায়?

একটা ভুলের থেকে জনগণের দৃষ্টি তথা মিডিয়ার শোরগোলের অভিমুখ ঘুরিয়ে দিতে, রাজীব গান্ধি আরও একটা উৎকট ভুল করে বসলেন। দাঁড়িপাল্লায় যেন তুল্যমূল্য করার খেলা এটা, এই মনে করে, বাবরি মসজিদ নামে পরিচিত, পরিত্যক্ত একটি ধর্মস্থানে, রাম-সীতার মূর্তি ফেলে যাওয়া হয়েছিল যেখানে ১৯৪৯ সালে, দেশ ভাঙ্গাভাঙ্গি, সাম্প্রদায়িক কাটাকাটির আবহে, সেই জায়গার দরজা খুলে দিলেন। বোতলের দৈত্য সেই যে বাইরে ছাড়া পেল, তাকে আর ভেতরে ঢোকায় কে?

কট্টর মৌলবিদের সঙ্গে পরামর্শ করেই বিতর্কিত মন্দিরের তালা খুলেছি, বলেছিলেন রাজীব। কংগ্রেস নেতা মনিশঙ্কর আয়ার প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরে ১৯৮৫ থেকে ১৯৮৯ যুগ্ম সচিবের কাজ করেছেন। স্মৃতিকথায় তিনি লিখেছেন, রাজীব এটা তাঁর খুড়তুতো ভাই তথা সহচর অরুণ নেহেরুর বুদ্ধিতে করেছেন। হিন্দু ভোটারদের চিত্তজয় করতে এটাই না কি ব্রহ্মাস্ত্র, তিনি বুঝিয়েছিলেন। বীর বাহাদুর সিং তখন উত্তরপ্রদেশে মুখ্যমন্ত্রীর আসনে। ওজনদার নেতা ও মুখ্যমন্ত্রী এন ডি তেওয়ারির পর, তাঁকে ততটা কেউ গুরুত্ব দেয় না। তাঁকে দিয়েই ওই বিতর্কিত পরিত্যক্ত কাঠামোর মন্দিরের তালা খোলা ও বন্ধ করার যাবতীয় ফাইলপত্তর ফের খুলে দেখার কাজ শুরু করানো হল। তালা খুলে দেওয়া হোক, এই মর্মে নতুন একটি আবেদনপত্রও ইত্যবসরে ফইজাবাদ কোর্টে জমা পড়েছে। এমন আবেদন এবং বিপরীত বক্তব্যের এফিডেবিট জমা পড়া প্রায় প্রতি বছরই চলতো, এইবার হল একটু অন্যরকম। স্থানীয় পুলিশ প্রশাসন তথা ডি এম জানালেন, তালা খুলে দিলে যদি আইন শৃঙ্খলার অবনতি হয়, সে আমরা সামলে নিতে পারবো। বিচারক সায় দিলেন; ভবিষ্যতে, ২০১০ সালে এলাহাবাদ হাই কোর্ট যে রায়কে বেআইনি বলে ঘোষণা করবে; যে রায়টি ভবিষ্যতে যাবতীয় গণ্ডগোলের উৎসমুখ!

পঁয়ত্রিশ বছরেরও বেশি সময় ধরে বন্ধ হয়ে থাকা একটা পরিত্যক্ত মন্দিরের দরজা খোলামাত্রই, দলে দলে এত ভক্তবৃন্দ এসে পড়লো কিভাবে? কোথা থেকে? আয়ার তাঁর বইতে বলেছেন, রাজীব না কি কিছুই জানতেন না এই ব্যাপারে। অরুণ নেহেরু কী যে করতে চলেছেন, কোনই না কি ধারণা ছিল না তাঁর। কংগ্রেস দলের আভ্যন্তরীণ তদন্তেও অরুণকে দোষী সাব্যস্ত করা হল, সরিয়ে দেওয়া হল মন্ত্রীসভা থেকে। পারিবারিক একটি সূত্রে জানতে পারি, দুই কাজিন-ভ্রাতার ব্যক্তিগত সম্পর্কও সেই থেকে শীতল হতে থাকে। সোনিয়া গান্ধি না কি অরুণকে সহ্য করতে পারতেন না। দেখাও করতেন না অরুণ বাড়িতে এলেও। পঙ্কজ বহরা অবশ্য দলীয় সূত্র উল্লেখ করে লিখেছেন যে আর এস এস নেতৃত্বের সঙ্গে আলোচনা করেই রাজীব ওই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। মুরলীধর দেওরস সেইসময়ে রাজীবকে হিন্দু হৃদয় সম্রাট বলে অভিহিত করতে শুরু করলেন। মধ্যপ্রদেশের কংগ্রেস নেতা কমলনাথ, আজও কি গরিষ্ঠ জনগণের ভোটের প্রত্যাশায় বলেন না, সবাই জানে যে রাজীব গান্ধি বিতর্কিত মন্দিরের দরজা খুলে দিয়েছিলেন, আর আজ বিজেপি, হায়, নেপোয় দই মেরে দেবার মতন নিজেদের কোলে সব ঝোল টেনে নিচ্ছে!

আরও কিছুটা পেছন ফিরে দেখলে আমরা বুঝি, ইতিহাসে কোনও কিছুই আশ্চর্যের নয়। নানান ব্যাখ্যানে, কখনও সাবধানে কখনও বা প্রবল দাপটের সঙ্গে হয়ে চলে ভাবমূর্তি তৈরির খেলা। ১৯৮৭-৮৮ সালে টি ভি তে রামানন্দ সাগরের রামায়ণ ভাসিয়ে নিতে থাকলো আপামর ভারতবাসীকে। তারপর এলো মহাভারত। সবটাই কি একরকম ঢেউ তোলার খেলা নয়, রাজনীতির চোখ দিয়ে দেখলে, আসলে যা কি না ছিল রামজন্মভূমি আন্দোলনের বীজতলা? রাজীব গান্ধি এসব জানতেন না? জনগণের প্রিয় মহাকাব্য, নিছক রাজীবকে দোষী করি না। কিন্তু রাজনীতি করা লোকজনের কথা মনে করলে নানান দিকে চোখ যায় যে! পাঞ্জাবের রাজ্যপাল বনয়ারিলাল পুরোহিত তখন নাগপুরে কংগ্রেসের এম পি। অযোধ্যা প্রশ্নে তিনি ১৯৯১ তে বিজেপিতে যোগ দেন। ২০০৭ সালে হিন্দুস্থান টাইমসে এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছিলেন, রামমন্দিরের শিলান্যাস নিয়ে মধুকর দেওরসের একটি গোপন আলোচনা হয়েছিল, দূতিয়ালি করেছিলেন না কি তিনিই। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বুটা সিং না কি সবটাই জানতেন।

মনিশঙ্কর আয়ার তাঁর আত্মজৈবনিক লেখায় রাজীব গান্ধির প্রসঙ্গে অনেক ভালো ভালো কথা বলে, তালা খুলে দেবার ব্যাপারে তাঁর কিছু করার ছিল না এসব বলে টলেও, শিলান্যাসটা কিভাবে অনুমোদন করলেন, সে বিষয়ে বিস্ময় ব্যক্ত করেছেন। মাখনলাল ফোতেদার কি আর কে ধাওয়ান প্রমুখ পার্ষদদের দিকে আঙুল তুলেছেন। কট্টর হিন্দুত্ববাদীদের মন জয় করা যায় নি তাতে, কিন্তু দূরে সরে গেছেন সংখ্যালঘুরা। বিরোধীদের পালের হাওয়া কেড়ে নিতে তাদের পাতা ফাঁদেই পা দিয়ে ফেললেন যেন।কংগ্রেস এম পি সৈয়দ শাহবুদ্দিন রামজন্মভূমি আন্দোলনে প্রধান বিরোধী মুখ। রাজীব তাঁকে বলেছিলেন যে এন ডি তেওয়ারি আর বুটা সিং না কি তাঁকে ভুল বুঝিয়েছেন, শিলান্যাস না কি হয়েছে বিতর্কিত জমির বাইরে, এমনই ধারণা ছিল তাঁর। সত্যি?

১৯৯১ সালে, রাজীব তখন ক্ষমতায় নেই, কিন্তু তাঁর দল বাইরে থেকে সমর্থন দিয়ে যাচ্ছেন চন্দ্রশেখরের প্রধানমন্ত্রীত্বে সংখ্যালঘু সরকারকে। রামজন্মভূমি সমস্যা প্রায় সমাধান করে ফেলতে চলেছেন চন্দ্রশেখর, গোপন সূত্রে এমন আভাস পেয়েই না কি রাজীব ফের মিলিত হয়েছিলেন মুরলীধর দেওরসের সঙ্গে। সেবার চতুর্থ বার। হিন্দু ও মুসলমানদের এক টেবিলে বসিয়ে সমাধানসূত্র বার করে ফেললে যে চন্দ্রশেখর পালের সমস্ত হাওয়া কেড়ে নিয়ে জাতীয় নেতার পরিচয়ে আরও মহান হয়ে উঠবেন, সে কি হতে দেওয়া যায়? রাজীব না কি আর এস এস কেই নির্দেশ দিয়েছিলেন, গোঁ ধরে থাকো, সমস্ত সমাধানের পথ বন্ধ করে দাও!

ভোট মুখী রাজনীতিতে এমনটাই হওয়া স্বাভাবিক। আরও একটু পিছিয়ে যাই, রাজীবের জননী ইন্দিরার প্রধানমন্ত্রীত্বের কালে। অমৃতসর স্বর্ণমন্দির চত্বরে যখন সেনা অভিযান অপারেশান ব্লু স্টার হল, গুঁড়িয়ে দেওয়া হল অকাল তখৎ, শিখ নেতৃত্ব তখন ইন্দিরাকে তুলনা করেছিলেন আহমেদ শাহ্ আবদালির সঙ্গে, ১৭৬২ সালে আফগানিস্থানের যে রাজা স্বর্ণমন্দির ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়েছিলেন। ভিন্দ্রানওয়ালে তখন শিখদের কাছে শহীদের মর্যাদা পাচ্ছেন, কিন্তু সচেতন মানুষজন তো জানেন, ওই ফ্রাঙ্কেন্সটাইনকে বাড়তে দিয়েছিলেন ইন্দিরাই। রাজ্যে রাজ্যে স্থানীয় নেতৃত্বকে দাবিয়ে রাখতে সবখানে নিজেদের লোককে বসিয়ে দিতে হবে, এই লক্ষ্যে কত কাণ্ড যে তিনি করেছেন, তা বলতে গেলে আরেক সাতকাহন হয়ে যায়। আজ তবু এই তথ্য বড়োই বিস্ময় উদ্রেক করে যে নানাজি দেশমুখ বা লালকৃষ্ণ আদবানির মতন বিজেপি নেতা, অপারেশান ব্লু স্টারের পক্ষে থাকলেও, বিপক্ষে ছিলেন অটলবিহারী বাজপেয়ী। সেবছর জুন মাসেই ন্যু ইয়র্ক টাইমস কে এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, সামান্য রাজনৈতিক লাভের জন্যে দেশের সুদূরপ্রসারী ক্ষতি করছেন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা। হিন্দুত্বের পালে বাতাস দিয়ে, সংখ্যাগরিষ্ঠরা বিপন্ন, এসব জিগিরের কোনও দাম নেই। তুচ্ছ রাজনৈতিক লাভালাভের বিচারের বাইরে থাকতে হয় দেশের গরিষ্ঠ সম্প্রদায়কে ...

কয়েক দশকে, হাওয়াটা কেমন অদ্ভুতভাবে ঘুরে গেছে না? গরীবের নানারকম অভাব নিয়ে, ভেদনীতির প্রয়োগে শাসকদল গুছিয়ে নিজের কোলে ঝোল টেনে নিচ্ছে। সাম্প্রদায়িক তাস খেলেছে সবকটা দল, নবীন প্রজন্ম বুঝেছে কি না কে জানে? তবে বৈষয়িক সমৃদ্ধি নিয়ে তারা সচেতন। কর্পোরেট পুঁজি এ দেশের রাজনীতি নিয়ন্ত্রণ করে তো করুক না, এই ভাবনা রয়েছে তাদের। ওদিকে সাম্প্রদায়িকতা কে ভাঙন ধরাবার কাজে ব্যবহার করে, সকলেই যেন আরও একা করে দিচ্ছে স্বাধীন দেশের মানুষকে। ধর্মের ভুলভাল প্রয়োগ, কত যে ভুল দিকে যৌবনজলতরঙ্গের গতি নিয়ন্ত্রিত করে দেয়! অর্থনীতির বৈষম্য কি সামাজিক অন্যায় অবিচার নিয়ে আর কথাই বলে না কেউ। কি জানি, কেউ কেউ ঠিক এইটাই চাইছে এই মুহূর্তে, হয়তো। বিরোধীপক্ষ শতধা বিভক্ত, নতুন আবেগে জাগিয়ে তোলার মতন ভবিষ্যৎ কেউ দেখাতে পারছেন না। ভুলের জবাব ভুল দিয়ে তুল্যমূল্যে হবার নয়, ইতিহাস থেকে এই শিক্ষা আর কবে নেব আমরা?

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

অসুস্থ কর্মীকে মারধরের অভিযোগ মালদা ফরেস্ট রেঞ্জ অফিসারের বিরুদ্ধে

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: অসুস্থ হওয়ার কারণেই অফিসে একদিন অনুপস্থিত হয়েছিলেন বনদপ্তরের এক সহায়ক কর্মী। আর সেই ঘটনার জেরেই অসুস্থ ওই কর্মীকে মারধরের অভিযোগ উঠল মালদা ফরেস্ট রেঞ্জ অফিসারের বিরুদ্ধে। পুরো বিষয়টি নিয়ে আক্রান্ত মালদার ওই বন সহায়ক কর্মী ইংরেজবাজার থানায় মালদা ফরেস্ট রেঞ্জ অফিসারের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন। পাশাপাশি আক্রান্ত ওই কর্মী চিকিৎসাধীন রয়েছেন মালদা মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে।

আক্রান্ত ওই বন সহায়ক কর্মী সুকুমার মণ্ডল পুলিশকে অভিযোগে জানিয়েছেন, তার বাড়ি মানিকচক থানার রামনগর জোতপাট্টা এলাকায়। তিনি কয়েকদিন আগে ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়েছিলেন। ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হওয়ায় একদিন অফিসে যেতে পারেননি তিনি। শুক্রবার অফিসে কেন তিনি উপস্থিত হন নি তড়িঘড়ি ফোন করে পরের দিন শনিবার ওই সহায়ক কর্মীকে মালদা ফরেস্ট রেঞ্জ অফিসে ডেকে পাঠান রেঞ্জ অফিসার বলে অভিযোগ। এরপর অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করা হয় তাকে। প্রতিবাদ করায় ওই ফরেস্ট রেঞ্জ অফিসার সহ কয়েকজন মিলে বাঁশ দিয়ে তাকে বেধড়ক পেটায় বলে অভিযোগ। হাতে এবং পায়ে চোট পান ওই বন সহায়ক কর্মী সুকুমার মণ্ডল। পরিবারের সদস্যরা সুকুমার মণ্ডলকে মালদা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করান। ওই ফরেস্ট রেঞ্জ অফিসারের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয় ইংরেজবাজার থানায়। তবে এই বিষয় ওই ফরেস্ট রেঞ্জ অফিসার কিছু বলতে চাননি। এদিকে এই বিষয়টি নিয়ে ডিভিশনাল ফরেস্ট অফিসার জিজু জেসফারের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনিও এই বিষয়টি নিয়ে মুখে কুলুপ এঁটেছেন। অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে পুরো বিষয়টি নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে ইংরেজবাজার থানার পুলিশ।

গোঘাটের ছিনতাই কাণ্ডে কাকাকে হত্যার অভিযোগে গ্রেপ্তার ভাইপো

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: অবশেষে গোরু ব্যবসায়ী খুন কাণ্ডের কিনারা করল গোঘাট থানার পুলিশ। টাকার লোভে ও ব্যবসায়ীক ক্ষমতা দখলের জন্য সুপারি কিলার দিয়ে কাকাকে খুনের অভিযোগ ভাইপোর বিরুদ্ধে। হুগলির গোঘাটের মামুদপুর এলাকায় গোরু ব্যবসায়ীকে খুনের ঘটনায় এমনই চাঞ্চল্যকর তথ্য উঠে এসেছে পুলিশের কাছে। আর পুলিশি জেরায় ভাড়াটে দিয়ে খুনের কথা স্বীকার করে নিয়েছে ধৃত ভাইপো মফিজুর রহমান। শনিবার সকালে তাকে আরামবাগ মহকুমা আদালতে পাঠায় পুলিশ। জানা গিয়েছে, গত ১১ নভেম্বর ভোরে গোঘাটের মামুদপুর এলাকায় ব্যবসায়ীক কাজে কাকা আসগর আলি ও ভাইপো মফিজুর রহমান বাড়ি থেকে বেরিয়ে দুষ্কৃতীদের হাতে আক্রান্ত হয়। মফিজুরকে প্রাথমিক চিকিৎসা করিয়ে ছেড়ে দিলেও আশঙ্কাজনক অবস্থায় কলকাতায় ২৪ নভেম্বর রাতে মৃত্যু হয় কাকা আসগর আলির। সেই ঘটনায় বারবার এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে, অবরোধ ও বিক্ষোভ হয়। ঘটনার তদন্ত শুরু করে পুলিশ। ঘটনায় ভাইপো মফিজুর রহমান ছিল পুলিশের সন্দেহের তালিকায়। মফিজুর ঘটনার দিন বাইক চালকের আসনে ও মৃত কাকা আসগর আলি ছিল পিছনে বসে। সেক্ষেত্রে দুষ্কৃতীদের লাঠির আঘাত মফিজুরের সামনে লাগার কথা হলেও মফিজুরের আঘাত ছিল পিছনে। মফিজুরের আঘাত এতটাই কম ছিল যে প্রাথমিক চিকিৎসা করিয়েই ছেড়ে দেওয়া হয় তাকে। তা থেকেই সন্দেহ বাড়ে পুলিশের। তারপরেই মফিজুরকে আটক করে অন্য থানায় নিয়ে গিয়ে জেরা করে পুলিশ।

তারপর রাতভর পুলিশি জেরায় ভেঙে পরে ভাইপো মফিজুর। সেখানেই স্বীকার করে নেয় সে। টাকার লোভে ও ব্যবসায়ীক ক্ষমতা নিজের হাতে নিতেই এই খুনের ছক করে বলে জানায় সে।

তবে, কত টাকা দিয়ে সুপারি কিলার ভাড়া করেছিল ভাইপো, কোথা থেকে সুপারি আনা হয়েছিল, বা কত দিনের এই ছক তা জানতে ধৃতকে জেরা করবে গোঘাট থানার পুলিশ। এই বিষয়ে আরামবাগের এসডিপিও অভিষেক মণ্ডল জানান, আগেই জানানো হয়েছিল দ্রুত খুনের কিনারা করা হবে। পুলিশ তদন্তে নেমে মূল পান্ডাকে গ্রেপ্তার করে কোর্টে তুলেছে। প্রয়োজনে এই বিষয়ে আরও তদন্ত করা হবে এবং সুপারি কিলারদের খোঁজ তল্লাশি জারি থাকবে। সবমিলিয়ে টাকার লোভে নিজের কাকাকে ভাইপো সুপারি কিলার দিয়ে হত্যা করানোর ঘটনায় হতবাক এলাকার মানুষ।

নতুন বছর পড়তেই মার্চের মধ্যে সিএএ রুল ফ্রেম হবে, মন্তব্য শান্তনুর

নিজস্ব প্রতিবেদন, বনগাঁ: নতুন বছর পড়তেই মার্চের মধ্যে সিএএ রুল ফ্রেম হবে,পরবর্তীতে তা ইমপ্লিমেন্টেশনে আরো বেশ কিছুটা সময় লাগতে পারে বলে এদিন আবারও একবার ফের সংবাদমাধ্যমের সামনে মুখোমুখি হয়ে জানালেন বিজেপির কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী তথা বনগাঁর সংসদ শান্তনু ঠাকুর। রাস উৎসব উপলক্ষে ঠাকুরবাড়িতে এসে স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী অজয় মিশ্র টেনি সিএএ নিয়ে শিলমোহর দিয়ে গিয়েছেন বলেও জানান বনগাঁর সাংসদ। মতুয়াদের আর নিরাশ হওয়ার কারণ নেই ভারতের সংবিধান মেনেই মান্যতা পাবে সিএএ বলে আশাবাদী তিনি। ২০২৪ এর লোকসভা নির্বাচনকে পাখির চোখ করে ইতিমধ্যেই ময়দানে নেমেছে শাসক বিরোধী দুই পক্ষই। আর সে প্রসঙ্গে এদিন শান্তনু ঠাকুর বলেন, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী পা ভাঙার নাটক করে প্রতিবার ভোটে যে ফায়দা তুলছেন তা মানুষ বুঝে গিয়েছে। এবছর আর সেরকম নাটক কার্যকর হবে না বলেও মনে করেন বিজেপির কেন্দ্রীয় এই প্রতিমন্ত্রী। ইতিমধ্যেই উত্তরবঙ্গের মতুয়া জাগো ব্যানারে সিএএ নিয়ে প্রতিবাদে নামা প্রসঙ্গে শান্তনু ঠাকুর জানান, তারা কেউ মতুয়া নন, তৃণমূলরাই মতুয়া সেজে কাসর ডঙ্কা নিয়ে এহেন অপপ্রচার চালাচ্ছে। বিজেপির স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীর ঠাকুরনগর সফরের পরই রাজ্যের বিধায়ক অসীম সরকার কটাক্ষের সুর ছুঁড়ে দেন। সে প্রসঙ্গে এই দিন শান্তনু ঠাকুর বলেন, দলের একটি নিয়মানুবর্তিতা আছে কোনও সমস্যা থাকলে তা দলের অন্তরেই আলোচনা করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে বাইরে অযথা চর্চা না করাই শ্রেয় বলে মনে করেন বনগাঁর সাংসদ তথা বিজেপির কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী শান্তনু ঠাকুর। এদিন চাঁদপাড়া গ্রামীণ হাসপাতালে অ্যাম্বুল্যান্স প্রদান কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর। রোগী পরিবহণের জন্য গাইঘাটা ব্লকের চাঁদপাড়া গ্রামীণ হাসপাতালে একটি নতুন অ্যাম্বুল্যান্স প্রদান করলেন বনগাঁ লোকসভার সাংসদ তথা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শান্তনু ঠাকুর। পাশাপাশি চাঁদপাড়া গ্রামীণ হাসপাতালের উন্নয়নের কথাও জানালেন মন্ত্রী। এই অ্যাম্বুল্যান্সে স্বল্প ভাড়ায় রোগী পরিবহণের পরিষেবা পাওয়া যাবে। মন্ত্রী আরো জানান, তিনি চাঁদপাড়া গ্রামীণ হাসপাতালকে রুরাল ডেভলপমেন্ট হাসপাতাল করার জন্য রাজ্য সরকার কে চিঠি করবেন।

উদ্বোধন হল জেলা খাদি মেলা ২০২৩

নিজস্ব প্রতিবেদন, মধ্যমগ্রাম: হালকা শীতের আমেজেই শুক্রবার শুরু হল উত্তর ২৪ পরগনা জেলা খাদি মেলা ২০২৩। ১-১৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত মধ্যমগ্রাম চৌমাথার সুভাষ ময়দানে চলবে এই মেলা। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুপ্রেরণায় পশ্চিমবঙ্গ খাদি ও গ্রামীণ শিল্প পর্ষদের উদ্যোগে এবং উত্তর ২৪ পরগনা জেলা কার্যালয় ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি সহযোগিতায় এই মেলা হচ্ছে। এদিনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন খাদ্যমন্ত্রী রথীন ঘোষ, জেলা পরিষদের সভাধিপতি নারায়ণ গোস্বামী, নাকাশিপাড়ার বিধায়ক কল্লোল খাঁ, বারাসাতের বিধায়ক চিরঞ্জিত চক্রবর্তী, স্বরূপনগরের বিধায়ক বীনা মণ্ডল, জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ একেএম ফারহাদ, মহিদুল হক শাহাজী, খাদি দপ্তরের আধিকারিক সহ অন্যান্যরা। মেলায় মোট ১৮০টি স্টল হয়েছে তারমধ্যে ৫০ টির বেশি খাদি সামগ্রীর। ভিন্ন জেলা এমনকী ভিন্ন রাজ্য থেকেও নানান সামগ্রী নিয়ে স্টল দিয়েছেন ব্যবসায়ীরা। রয়েছে স্বনির্ভর গোষ্ঠী মহিলাদের তৈরি হাতের কাজের জিনিস। এই নিয়ে অষ্টম বর্ষে পড়ল এই মেলা।

দামোদরের গতিপথ আটকে অস্থায়ী সেতু তৈরির অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: প্রশাসনের কোনও দপ্তরের অনুমতি ছাড়াই দামোদরের এক পার থেকে আর এক পারে বালির গাড়ি চলাচলের জন্য কাঠের অস্থায়ী সেতু তৈরির অভিযোগ উঠল মেমারি ১ নম্বর ব্লকের দলুইবাজার ২ নম্বর পঞ্চায়েতের পাল্লা এলাকায় অসাধু বালি কারবারীদের বিরুদ্ধে।

ওই এলাকায় দামোদরের বুকে ৪ নম্বর ঘাটের কাছে জোরকদমে সেতু তৈরির কাজ চলছে বলে অভিযোগ। দলুইবাজার ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান চুমকি মণ্ডল এই অবৈধ সেতু নির্মাণের কাজ বন্ধের জন্য মেমারি ১ নম্বর বিডিও, অতিরিক্ত জেলাশাসক (ভূমি ও ভূমি সংস্কার) এবং ব্লক ভূমি ও ভূমি রাজস্ব আধিকারিককে চিঠি দিয়ে বিষয়টি জানিয়েছেন। মেমারি ১ নম্বর ব্লক ভূমি ও ভূমি রাজস্ব আধিকারিক বিশ্বজিৎ দাস জানিয়েছেন, অভিযোগের ভিত্তিতে ইতিমধ্যেই পাল্লা ৪নং ঘাটের অস্থায়ী সেতুর বিষয়টি পরিদর্শন করা হয়েছে। গতবছর এটির অনুমতি ছিল। কিন্তু এবার এখনও পর্যন্ত কোনও অনুমতি না থাকায় কাজ বন্ধ রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কাজ বন্ধ আছে।

অন্যদিকে পঞ্চয়েত প্রধান চুমকি মণ্ডলের দাবি, পঞ্চায়েতের অনুমতি না নিয়েই কয়েকজন সেতু তৈরির কাজ করছিল। যেটা অনুমতি ছাড়া কেউই করতে পারে না। বেআইনি ভাবে সেতু তৈরি ও বালি খননের কাজ বন্ধ করার জন্য সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলোকে চিঠি দিয়ে জানানো হয়েছে, যাতে তারা দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করে।

স্থানীয় গ্রামবাসীদের অনেকের অভিযোগ, বালি তোলার জন্য পাল্লা ৪নং ঘাটের বৈধতা শেষ হয়ে গিয়েছে। তারপরেও স্থানীয় কয়েকজন বালি কারবারি জোর করে অবৈধভাবে নদী থেকে বালি তুলছে। প্রতিদিন নদে নৌকা নামিয়ে বালি তুলে কয়েকশো ট্রাকটর বালি পাচার করে দিচ্ছে। এমনকি জামালপুরের বেড়ুগ্রাম অঞ্চলের ঘাটের চালান নিয়ে পাল্লা এলাকায় বেআইনি কারবার চালাচ্ছে বলে অভিযোগ। গ্রামবাসীদের একাংশের আরও অভিযোগ, স্থানীয় কিছু প্রভাবশালী ব্যক্তি নিজেদের ক্ষমতা প্রদর্শন করে কোনও অনুমতি না নিয়েই ওপার থেকে বালির গাড়ি এপার দিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য গত বছরের ব্রিজের পুরনো কাঠামোর ওপরেই নদীর বুকে অস্থায়ী ব্রিজ তৈরি করার কাজ করছে।

অথচ প্রতিবছর বর্ষার আগে নদীবক্ষ থেকে সমস্ত অস্থায়ী কাঠামো তুলে নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয় জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে। কিন্তু পাল্লা ৪নং ঘাটের অস্থায়ী সেতুর নীচে থাকা শাল বল্লার কাঠামো যেমন ছিল তেমনই রয়ে গিয়েছে বলে অভিযোগ। ফলে নদীর স্বাভাবিক গতিপথই বদলে দেওয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ করেছেন স্থানীয়রা। তাঁদের অভিযোগ, নদীর বুকে লাগানো গত বছরের পুরনো কাঠামোর ওপরেই এবছর ফের বিনা অনুমতিতে তৈরি করা হচ্ছিল সেতু।

স্থানীয় বালি ব্যবসায়ী গৌতম রায় এই প্রসঙ্গে জানিয়েছেন, প্রতিবছরই তাঁদের সেতু নির্মাণের জন্য অনুমতি থাকে। এবছরও কাজ শুরু করা হয়েছে কিন্তু পঞ্চায়েত থেকে এখনও অনুমতি পাওয়া যায়নি। অন্যান্য দপ্তরের কাছেও অনুমতি চেয়ে আবেদনপত্র জমা করা হয়েছে। সেতুর কাজ শেষ হওয়ার আগেই অনুমতি চলে আসবে।

যদিও গ্রামবাসীদের অভিযোগ, এ যেন বিনা প্ল্যানে বাড়ি তৈরি করার পর অনুমতির জন্য সংশ্লিষ্ট দপ্তরে অনুমতির আবেদন জানানোর মতো ব্যাপার। এখন দেখার বিষয়, মেমারি ১ নম্বর ব্লক প্রশাসন, ব্লক ভূমি দপ্তর ও পঞ্চায়েত এই অবৈধ কাজের বিরুদ্ধে কী ব্যবস্থা গ্রহণ করে, সেই দিকেই তাকিয়ে স্থানীয় বাসিন্দারা।

ঘর থেকে কলেজ ছাত্রীর ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার, গ্রেপ্তার গৃহ শিক্ষক

নিজস্ব প্রতিবেদন, বসিরহাট: কলেজ ছাত্রীর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার। মৃতার নাম পায়েল সরকার। অভিযোগ, গভীর রাতে মোবাইল ফোনে প্রেমিক গৃহ শিক্ষক অনুপ রায় ফোন করে প্রেমিকা পায়েল সরকারকে। অনুপের আত্মহত্যা দেওয়ার প্ররোচনায় আত্মহত্যার পথ বেছে নেয় ওই ছাত্রী বলে অভিযোগ উঠেছে। ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাটের স্বরূপনগর থানার বাকড়া গোকুলপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ছোট বাকড়া গ্রামে। মৃতা পায়েল সরকার, তেতুলিয়া শহিদ নুরুল ইসলাম কলেজের বাংলা বিভাগের প্রথম বর্ষের ছাত্রী। গৃহশিক্ষক অনুপ রায়ের সঙ্গে দীর্ঘ কয়েক মাস ধরে প্রথমে মোবাইল ফোনে কথাবার্তা তারপরে প্রেম প্রণয় ঘনিষ্ঠতা বাড়ে। ওই গৃহ শিক্ষকের বাড়ি পাশের গ্রাম আটুরিয়ায়। এরপরে একাধিকবার মেলামেশা মোবাইল ফোনে অন্তরঙ্গের ছবি তোলা নিয়ে মনোমালিন্য। শুক্রবার রাত্রিবেলা প্রেমিক গৃহ শিক্ষকের কাছ থেকে শেষ ফোন আসে ছাত্রী পায়েলের কাছে। সেখানে মনোমালিন্য হয় তারপরে ওই গৃহ শিক্ষক অনুপ রায়, তাকে আত্মহত্যা করার প্ররোচনা দেয় মোবাইল ফোনে। তারপর শনিবার সকাল গড়িয়ে বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে যখন পরিবারের লোক ডাকাডাকি করেও দরজা খুলছে না দেখে দরজা ভাঙে দেখে ওই ছাত্রী ঘরের পাখার সঙ্গে দড়ি দিয়ে ঝুলছে। পুলিশকে খবর দিলে ঘটনাস্থলে স্বরূপনগর থানার পুলিশ এসে ওই ছাত্রীর মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য বসিরহাট স্বাস্থ্য জেলার পুলিশ মর্গে পাঠানো হয়। মৃতের পরিবারের অভিযোগের ভিত্তিতে ওই গৃহ শিক্ষক অনুপ রায়কে গ্রেপ্তার করেছে স্বরূপনগর থানার পুলিশ। মৃতের পরিবার ওই গৃহ শিক্ষকের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানিয়েছে। ধৃতকে শনিবার বসিরহাট মহাকুমা আদালতে তোলা হলে বিচারক তাকে পুলিশি হেপাজতের নির্দেশ দেন। কলেজ ছাত্রীর মৃত্যুর ঘটনায় তেতুলিয়া কলেজ ও ছাত্রীর পরিবারের মধ্যে শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

হুগলির উইমেন্স কলেজে সিভিল সার্ভিসেস স্টাডি সেন্টার ভার্চুয়াল উদ্বোধন

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর সিভিল সার্ভিস স্টাডি সেন্টারের দ্বিতীয় বর্ষের ব্যাচ শুরু হল হুগলির উইমেন্স কলেজে। ২০২৪ ব্যাচের ইউপিএসসি সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার ৫০ জন ছাত্রছাত্রীদের পড়াশোনার সমস্ত ব্যবস্থা করা হয়েছে এই স্টাডি সেন্টারে। শুক্রবার সন্ধ্যায় এর আনুষ্ঠানিক ভার্চুয়ালি উদ্বোধন করেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মুখ্যসচিব শ্রী হরিকৃষ্ণ দ্বিবেদী।

জেলার মধ্যে পরীক্ষার দ্বারা নির্বাচিত মেধাবী ৫০ জন ছাত্রছাত্রী সুযোগ পেয়েছেন এই দ্বিতীয় বর্ষের ব্যাচে। আগামী সোমবার থেকে শুরু হবে দ্বিতীয় বর্ষের ক্লাস। একবছর ব্যাপী এই পড়াশোনায় ডব্লিউবিসিএসের মতো সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় সফল ভাবে উত্তীর্ণ হওয়ার প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে এই স্টাডি সেন্টারে। সোম থেকে শুক্র সপ্তাহে পাঁচ দিন সকাল ১১টা থেকে বিকেল চারটে পর্যন্ত চলবে এই ক্লাস। পড়াশোনার পাশাপাশি প্রয়োজনীয় বই নোটস সব কিছুই দেওয়া হবে এই স্টাডি সেন্টার থেকে। এমনকি দুঃস্থ মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের জন্য বিশেষ সুবিধার ব্যবস্থা করা হবে বলে জানিয়েছেন জেলাশাসক মুক্তা আর্য্য।

শুক্রবার এই সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর সিভিল সার্ভিসেস স্টাডি সেন্টারের ভার্চুয়ালি উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন হুগলির জেলাশাসক মুক্তা আর্য্য, চন্দননগর পুলিশ কমিশনার অমিত পি জাভালগি, হুগলি গ্রামীণ পুলিশ সুপার কামনাশিস সেন, জেলার অতিরিক্ত জেলাশাসক এবং মহকুমাশাসকরা এবং হুগলি উইমেন্স কলেজের অধ্যক্ষা সীমা বন্দ্যোপাধ্যায়।

কেন্দ্রের বঞ্চনার অভিযোগে প্রতিবাদ মিছিল তৃণমূলের

নিজস্ব প্রতিবেদন, লাউদোহা: শনিবার বিকেলে একশো দিনের কাজ, আবাস প্রকল্পের বকেয়া টাকা সহ কেন্দ্রের বঞ্চনার অভিযোগ তুলে প্রতিবাদে দুর্গাপুর ফরিদপুর ব্লকের গোগলা ও অণ্ডাল ব্লকের খান্দরাতে প্রতিবাদ মিছিল করল তৃণমূল কংগ্রেস। এদিন বিকেলে দুর্গাপুর ফরিদপুর ব্লকের গোগলা অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে প্রতিবাদ মিছিলটির সূচনা হয় চন্দ্রডাঙা গ্রামের বিবেকানন্দ ফুটবল মাঠ থেকে। গোটা গ্রাম ঘুরে শেষ হয় মিছিলটি।

দলের অঞ্চল সভাপতি গৌতম ঘোষ জানান, গোগলা অঞ্চলের ২৩টি সংসদের মধ্যে শনিবার দশটি সংসদে প্রতিবাদ মিছিল করা হয়। বাকি ১৩টি সংসদে কাল রবিবার প্রতিবাদ মিছিল হবে বলে জানান তিনি। অন্যদিকে, আজ কেন্দ্রের বঞ্চনার প্রতিবাদে তৃণমূল কংগ্রেস দলের পক্ষ থেকে মিছিল করা হয় অণ্ডাল ব্লকের খান্দরা গ্রামেও। তৃণমূল নেতা ছোটন ভট্টাচার্য জানান, তৃণমূল নেতা কর্মী সমর্থক ছাড়াও বঞ্চিত জব কার্ড হোল্ডাররাও এদিনের মিছিলে অংশ নিয়েছিলেন।

কামারপুকুর মঠ ও মিশন পরিদর্শন করলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: শনিবার হুগলির গোঘাটের কামারপুকুর রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন ঘুরে গেলেন বিজেপি রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। বলা যেতে পারে তাঁর এটা এদিন একটা ঝটিকা সফর ছিল। এদিন তিনি কোন দলীয় প্রচারে আসেননি, ব্যক্তিগত কাজের জন্যই এইখানে তিনি এসেছিলেন। সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে তিনি কোনও রাজ্য রাজনীতি নিয়ে মন্তব্য করেননি। সকালে সুকান্ত মজুমদার এসে ঠাকুর রামকৃষ্ণদেবের পুজো দেন এবং মঠ পরিদর্শন করেন পাশাপাশি মহারাজদের সঙ্গে কথা বলেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন গোঘাটের বিজেপি নেত্রী দোলন দাস সহ অন্যান্য ব্যক্তিবর্গ। সুকান্ত মজুমদার বলেন, কামারপুকুর মঠে এসে প্রথমে কামারপুকুর ঠাকুরের জন্মস্থান আপনারা সকলেই জানেন, আমি ব্যক্তিগত কাজে এখানে এসেছিলাম ঠাকুরের দর্শন করলাম। ঠাকুরের জন্মস্থানে আসা মানেই বারবার অনুপ্রেরণা পাওয়া নতুন করে কাজ করা দেশের জন্য এবং রাজ্যের জন্য কাজ করার তাগিদ বাড়ায়। অন্যদিকে রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার কামারপুকুর আসা প্রসঙ্গে গোঘাটের বিজেপি নেত্রী দোলন দাস বলেন, আমাদের রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার এসেছিলেন কামারপুকুর ঠাকুর রামকৃষ্ণ দেবের জন্মস্থান, উনি ব্যক্তিগত কাজে এসেছিলেন এবং এখানে এসে তিনি রামকৃষ্ণদেবের পুজো দিলেন, মঠ পরিদর্শন করলেন এবং মহারাজের সঙ্গে কথা বলেন।

নদিয়ার কৃষ্ণনগর শক্তিনগরে বোমা বিস্ফোরণে জখম ১

নিজস্ব প্রতিবেদন, নদিয়া: সূত্রের খবর কৃষ্ণনগর শক্তিনগরে পাশেই দেওয়ালের পাশে রাখা ছিল দুটি তাজা বোমা। আর সেখানেই বোমা ফেটে আহত একজন রাজমিস্ত্রি, সূত্রের খবর ওই রাজমিস্ত্রি বাথরুম করার জন্য ওই দেওয়ালের পাশে জঙ্গলে গিয়েছিলেন। তখনই ওই বোমা সেখানে বিস্ফোরিত হয়, এবং গুরুতর আহত হন ওই রাজমিস্ত্রি। জনবহুল এলাকায় এরকম বিস্ফোরণে রীতিমতো আতঙ্কিত এলাকাবাসীরা। বিস্ফোরণ স্থানের পাশের এলাকাবাসীরা জানাচ্ছেন তারা সকলে শুনতে পান বিকট আওয়াজ, বাইরে বেরিয়ে দেখেন চারিদিক ধোঁয়ায় ভর্তি হয়ে গিয়েছে। তখনই একজন রাজমিস্ত্রিকে আহত অবস্থায় তিনি মাটিতে পড়ে থাকতে দেখেন, তৎক্ষণাৎ এলাকাবাসীর তৎপরতায় আহত ওই রাজমিস্ত্রিকে শক্তিনগর জেলা হাসপাতালে নিয়ে যায় স্থানীয়রা। পরবর্তীতে কৃষ্ণনগর কোতোয়ালি থানার পুলিশকে বিষয়টি জানানো হলে, পুলিশ গিয়ে পরিত্যক্ত অপর বোমাটি উদ্ধার করে এবং নিষ্ক্রিয় করে। এলাকাবাসীরা আরো জানাচ্ছেন এর আগে এইরকম ঘটনা এই এলাকায় কখনোই ঘটেনি, এলাকায় প্রচুর বাচ্চারা খেলাধুলা করে এই ঘটনার পর এলাকার মানুষ যথেষ্টই আতঙ্কিত। যদিও ওই বোমাগুলি কোথা থেকে এল, কে রাখল, তার তদন্ত শুরু করেছে কোতোয়ালি থানার পুলিশ।

নিরাপত্তার দাবিতে ট্রেন চালকদের অফিসের সামনে বিক্ষোভে পরিবার

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: নিরাপত্তার দাবি নিয়ে বর্ধমান স্টেশনের রেলের চালকদের মূল অফিসের সামনে বিক্ষোভ দেখালেন রেলের চালকদের পরিবারের সদস্যরা। শনিবার সকালে বিক্ষোভের জেরে স্টেশন চত্বরে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ, শুক্রবার রাতে বেশ কিছু বহিরাগত দুষ্কৃতী বর্ধমান স্টেশন সংলগ্ন রেলওয়ে কোয়ার্টারে ঢুকে কয়েকজন চালকের পরিবারের সদস্যদের মারধর করে। গুরুতর আহত অবস্থায় বেশ কয়েকজনকে রাতেই বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। যাঁরা এই ঘটনার সঙ্গে যুক্ত, তাঁদের কঠোরতম শাস্তির দাবি জানিয়েছেন তাঁরা।

তাঁরা জানিয়েছেন, কারও ছেলে বা কারও ভাই বা কারও স্বামী সকালে বাড়ি থেকে বের হচ্ছেন কয়েক হাজার যাত্রী নিয়ে ট্রেন চালাতে। হাজার হাজার মানুষের জীবন সেই চালকের হাতে থাকে। সকলকে সুরক্ষিত ভাবে তাঁদের গন্তব্যে পৌঁছন ট্রেনের চালকরা। অথচ তাঁদেরই পরিবারের সদস্যরা সুরক্ষিত নেই। রেল দপ্তর তাঁদের পরিবারের সদস্যদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করুক। তা না হলে আগামী দিনে তাঁরা বৃহত্তর আন্দোলনে নামবেন বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন। যদিও এই বিষয়ে বর্ধমান স্টেশন মাস্টার কোনও মন্তব্য করতে চাননি।

সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া
(ভারত সরকার কর্তৃক অধিগৃহীত)
হলদিয়া শাখা
মঞ্জুশ্রী কমপ্লেক্স, গ্রাম - বাসুদেবপুর, পো. - খঞ্জনচক,
থানা - দুর্গাচক, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন - ৭২১৬০২

দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
রুল ৮(১), সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২

নিম্নস্বাক্ষরকারী **সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, হলদিয়া শাখার** অনুমোদিত অফিসার হিসেবে ২০০২ সালের (পরবর্তীতে আইন হিসেবে উল্লিখিত) সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের সংস্থান অধীন ২০০২ সালের সারফেসি আইনের ১৩(২) এবং ১৩(১২) ধারা তৎসহ পঠিতব্য ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ (পরবর্তীতে রুল হিসেবে উল্লিখিত) সংস্থান অধীনে ঋণগ্রহীতাগণের উদ্দেশ্যে নোটিশে(গুলিতে) উল্লিখিত পরিমাণ সংশ্লিষ্ট নোটিশগুলি পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে সুদ এবং তাৎক্ষণিক ব্যয় সহ ০১.০৬.২০২৩ থেকে আদায়দানের জন্য দাবি নোটিশ(গুলি) ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা-এর উদ্দেশ্যে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত ২০০২ সালের আইনের ১৩(৪) ধারার সংস্থান অধীন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নোক্তদের নামে থাকা সম্পত্তি নিম্নোক্ত তারিখ মতে স্বত্ব দখল করেছেন।
ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণকে সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে তারা যেন কোনওভাবেই সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির লেনদেন না করেন এবং কোনওরূপ লেনদেন **সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার** নিম্নোক্ত উল্লিখিত মতে বকেয়া পরিমাণ সুদ এবং ব্যয় সহ আদায়দান সাপেক্ষ।
ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদাতাগণের অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩(৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিমাণ আদায়দান সাপেক্ষে জামিনদত্ত সম্পদ (জামিনদত্ত সম্পত্তি) উদ্ধার করতে পারেন।

ক্রম নং	এ/সির নাম ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা এবং শাখার নাম	ক) দাবি নোটিশের তারিখ খ) দখলের তারিখ গ) দাবি নোটিশ অনুযায়ী বকেয়া পরিমাণ আদায় দাবি	সম্পত্তির বিস্তারিত
১	**মেসার্স আলি বাবা কার্গো লাইন স্বত্বা - শেখ আজগর আলি,** পিত শেখ আরসেদ আলি **হলদিয়া ব্রাঞ্চ**	**ক) ১৪.০৯.২০২৩ খ) ০১.১২.২০২৩ গ) ১১,৯৮,০৫৩.০০ টাকা** ০১.০৬.২০২৩ থেকে পরবর্তী সুদ এবং অন্যান্য ব্যয় সহ	বন্ধকদাতার নাম : শ্রী শেখ আজগর আলি এবং শ্রী শেখ আকবর আলি, গ্রাম : দিঘাসিপুর এনএইচ ৪১, পো- চকদ্বীপা, থানা- ভবানীপুর, জেলা-পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭২১৬৬৬। **সম্পত্তির বিবরণ :** বিক্রয় দলিল নং ১-৬৭৯৮ তারিখ ৩১.১০.২০১৩, **শ্রী শেখ আজগর আলি এবং শ্রী শেখ আকবর আলির নামে,** জেএল নং ১৫২, এলআর খতিয়ান নং ৩৫৭৩, দাগ নং ২৭০১, এরিয়া : ১.০ ডেসিমেল, অবস্থিত দিঘাসিপুর, পো - চকদ্বীপা, থানা- ভবানীপুর, জেলা-পূর্ব মেদিনীপুর, পিন- ৭২১৬৬৬। **সম্পত্তির চৌহদ্দি :** উত্তরে : দাগ নং ২৭০২, দক্ষিণে : ৪০ ফুট চওড়া এনএইচ ৪১, পূর্বে : দাগ নং ২৬৯৮ এবং ২৭০৫, পশ্চিমে : দাগ নং ২৭০২।

তারিখ - ০১.১২.২০২৩
স্থান - হলদিয়া

স্বা/- ব্রজেশ কুমার, চিফ ম্যানেজার/ অনুমোদিত অফিসার
সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়কে মুখ্যমন্ত্রীর মুখ হিসেবে দাবি অধীরের!

নিজস্ব প্রতিবেদন, বহরমপুর: 'হাইকোর্টের মাননীয় বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় বাংলার মানুষের কাছে যে আস্থা, বিশ্বাস, ভরসা অর্জন করেছেন, তাতে আমরা চাই তাঁকে বাংলার মুখ্যমন্ত্রীর মুখ করে একটা নির্বাচন হোক। আমি কায় মনবাক্যে বলছি সেই নির্বাচনে আমি সবার আগে লাইনে দাঁড়িয়ে প্রথম ভোট দেব।' শনিবার বহরমপুরে সাংবাদিক বৈঠক থেকে এমনই প্রতিশ্রুতি দেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীর চৌধুরী। তবে অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় কোন দলের প্রতীকে দাঁড়াবেন, সেদিকে কোনও ইঙ্গিত করেননি অধীরবাবু। যদিও প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতির কথায় স্পষ্ট, কংগ্রেসের প্রতীক ছাড়াও অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় ভোটের ময়দানে দাঁড়ালেই তিনি ভোট দেবেন।

এদিন তিনি বলেন, 'বাংলার মানুষ তাঁকে বিশ্বাস করেছে, ভরসা করেছে তাই এই সমস্ত ব্যক্তিত্বকে রাজনৈতিক ময়দানে এনে যদি রাজ্য পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া হয় তবে বাংলার রাজনীতিতে নতুন দিগন্ত তৈরি হবে। এটা আমার ব্যক্তিগত মতামত। উনি বাংলার মানুষের বিশ্বাস অর্জন করেছেন।' এক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার আমন্ত্রণে তাদের অনুষ্ঠানে যোগ দিতে শনিবারই অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় মুর্শিদাবাদে এসেছেন। অনুষ্ঠানে যোগ দিতে এসে বিচারপতি হাজারদুয়ারিও পরিদর্শন করেন। আর এদিনই অধীর চৌধুরীর এহেন মন্তব্য অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক এবং তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল। ইতিমধ্যে অধীর চৌধুরীর মন্তব্যে রাজনৈতিক মহলে সমালোচনার ঝড় উঠতে শুরু করেছে।

এদিন সাড়ে দশটা নাগাদ জাস্টিস অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় হাজারদুয়ারি এক্সপ্রেসে বহরমপুর কোর্ট স্টেশনে নামেন। সেখানে তাঁকে ফুলের তোড়া দিয়ে সংবর্ধনা জানানো হয়। তারপর সোজা সার্কিট হাউসে যান। সেখান মুর্শিদাবাদ পুলিশের পক্ষ থেকে গার্ড অফ অনার দেওয়া হয়। কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে হাজারদুয়ারি পরিদর্শনে যান বিচারপতি। প্যালেস মিউজিয়ামের ভেতর ঘুরে দেখেন। এরপরে সয়দাবাদের শহিদ ক্ষুদিরাম পাঠাগারে এসে একটি ক্যান্সার ইউনিটের উদ্বোধন করেন।

তিন দিন প্রৌঢ়ার দেহ আগলে ছেলে!

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: প্রৌঢ়ার মৃতদেহ তিনদিন ধরে আগলে ছেলে! চাঞ্চল্যকর এ ঘটনা ঘটেছে হিন্দমোটের এক নম্বর বিএন দাস রোডে একটি আবাসনে। স্থানীয় বাসিন্দা ও পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, বছর ৬৫-র ওই প্রৌঢ়ার মৃত্যু হয়েছে তিন দিন আগে। কিন্তু, সে কথা কাউকে জানাননি ছেলে। উলটে এই তিনদিন ধরে মায়ের দেহ আগলে পড়েছিলেন। এখানেই থাকতেন অবসরপ্রাপ্ত ব্যাঙ্ক কর্মী কল্যাণী হাজরা। তাঁর সঙ্গেই থাকতেন তাঁর ছেলে শুভ্রদীপ হাজরা (৩৫)। তিনি আবার মানসিক ভারসাম্যহীন বলে জানা যাচ্ছে।

ফ্ল্যাটের পরিচারিকা গীতা দাসের দাবি, তিনি গত ২ দিন ধরে কাজে আসেননি। শনিবার কাজে এসে দেখেন বাড়ি থেকে দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে। তিনি ভিতরে ঢুকতে চাইলে তাঁকে ঢুকতে দেওয়া হয়নি। তারপর ভিতরে ঢুকতে দিলেও বেরিয়ে যেতেই তড়িঘড়ি বন্ধ করে দেওয়া হয় দরজা। খবর পেয়ে ওই বাড়িতে আসেন স্থানীয় কাউন্সিলর প্রবীর কংস বণিক। আসে পুলিশ। পুলিশই ওই প্রৌঢ়ার মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায়। হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে তাঁর ছেলেকে। স্থানীয় সূত্রে খবর, খুব একটা এলাকায় মেলামেশা করতেন না কল্যাণী দেবী ও তাঁর ছেলে। এমনকি আশপাশে আত্মীয়দের সঙ্গেও যোগাযোগ ছিল না বিশেষ। ঘটনায় স্বভাবতই চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে গোটা এলাকায়।

দরকার হলে বাম নেতাদের মাঠে নামাব: শুভেন্দু

নিজস্ব প্রতিবেদন, খেজুরি: সিপিএম-এর অনেক বলিষ্ঠ নেতা বাড়িতে বসে রয়েছেন। তাঁদের সঙ্গে আমার কথা হয়েছে। আমি ওই প্রবীণ নেতাদের লোকসভা ভোটের আগে বিজেপি-র পক্ষে মাঠে নামাব। আমার সঙ্গে সকলের কথা হয়েছে, খেজুরির সভা থেকে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর মুখে সিপিএম-এর নাম। দুর্নীতি ইস্যুতে মন্তব্য করতে গিয়ে সিপিএম-এর প্রয়োজনীয়তা নিয়ে মুখ খোলেন শুভেন্দু। সঙ্গে এও দাবি করেন, এখন অনেক বাম নেতা বিরোধী দলনেতার সঙ্গে যোগাযোগ রাখছেন। দরকার পরলে তৃণমূলের বিরুদ্ধে তাঁদেরও মাঠে-ময়দানে নামাবেন তিনি।

শনিবার পূর্ব মেদিনীপুরের খেজুরিতে পুলিশি জুলুমবাজি ও তৃণমূলের সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে একটি প্রতিবাদ সভার আয়োজন করেছিল বিজেপি। সেই সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিরোধী দলনেতা বিভিন্ন ইস্যুতে মুখ খোলেন। এ কথা- ও কথা বলতে গিয়ে বাম আমলের কথা উঠে আসে তাঁর বক্তব্যে। বলেন, এখন এলাকায় যাঁরা দাপিয়ে তৃণমূল করছে ২০১০ সালে তাঁরা সিপিএম-এর ভয়ে কাঁপত। তৎকালীন সময়ে সিপিএম-এর সঙ্গে লড়াইয়ে তিনি একা গিয়েছিলেন কামারদাতে। শুভেন্দু বলেন, আমায় দেখে ওই দিন সিপিএম ছুটে পালিয়ে গিয়েছিল। আমি ওদের ছোটাতে ছোটাতে উত্তর দেউলপোতা পাড় করে শুনিয়াতে ঢুকিয়ে এসেছিলাম বলে আজ এই এলাকায় তৃণমূলের অস্তিত্ব রয়েছে। সেইদিন যদি আমি না থাকতাম এদের সিপিএম তুলে দিয়েছিল।

বিজেপির যুব মোর্চার ওপর হামলার দাবি, প্রতিবাদে অবরোধ-বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: কল্যাণীতে বিজেপির যুব মোর্চার কর্মী মিহির বিশ্বাসের ওপর হামলার অভিযোগ, প্রতিবাদে পানাগড় বাজারের চৌমাথা মোড়ে পুরাতন জাতীয় সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখালেন বিজেপি কর্মী সমর্থকরা।

শনিবার বিকেলে ভারতীয় জনতা পার্টির যুব মোর্চার কর্মী মিহির বিশ্বাসের (মুন্নার) ওপর হামলার অভিযোগ তুলে প্রতিবাদে ভারতীয় জনতা পার্টির যুব মোর্চা ও গলসি ৬ নম্বর মণ্ডলের পক্ষ থেকে প্রতিবাদে নামেন বিজেপি কর্মী সমর্থকরা। এদিন পানাগড় বাজারের সবজি বাজার থেকে মিছিল করে এসে পানাগড় বাজারের চৌমাথা মোড় পুরাতন জাতীয় সড়ক অবরোধ করেন বিক্ষোভকারীরা। বিজেপির পথ অবরোধের জেরে পুরাতন জাতীয় সড়কে ব্যাহত হয় যান চলাচল।

খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় কাঁকসা থানার পুলিশ। প্রায় আধ ঘণ্টা অবরোধ চলার পর কাঁকসা থানার পুলিশ বিক্ষোভকারীদের উঠিয়ে দেয়। বিজেপি কর্মীর ওপর হামলার ঘটনায় তৃণমূলের দিকে অভিযোগ আঙুল তুলেছে রাজ্য বিজেপি নেতৃত্ব। এদিন বিজেপির পথ অবরোধে সামিল হন বর্ধমান সদরের বিজেপির জেলা সহ-সভাপতি রমন শর্মা, বিজেপির গলসি ৬ নম্বর মণ্ডলের সভাপতি পরিতোষ বিশ্বাস, যুব মোর্চার সভাপতি পঙ্কজ জয়সওয়াল, বিজেপি নেতা মুকুল ভকত, মহিলা মোর্চা নেত্রী অঞ্জু দেবী সহ অন্যান্যরা।

বর্ধমান সদরের বিজেপির জেলা সহ-সভাপতি রমন শর্মা জানিয়েছেন, শুক্রবার তাঁদেরই দলের কর্মীর ওপর তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা ধারালো অস্ত্র নিয়ে হামলা চালায়। বর্তমানে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছেন তিনি। ঘটনাটা অত্যন্ত লজ্জাজনক। এই ঘটনা প্রথম নয়। নিত্যদিন বিজেপি কর্মীদের ওপর আক্রমণ করা হচ্ছে। রাজ্যের শাসকদলের কাছে এর থেকে ভালো কিছু তাঁরা আশা করেন না বলেও দাবি করেন তিনি।

পুরস্কৃত তিন ললনা

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: পুরস্কৃত হলেন হাওড়ার জয়পুরের প্রয়াত সমাজসেবী সুকুমার সাউ প্রতিষ্ঠিত 'চিরনবীন' নামক একটি হোমের তিন আবাসিক। জানা গিয়েছে, মানসিক ভাবে পিছিয়ে পড়া এই ৩ আবাসিককে পুরস্কৃত করলেন নারী ও শিশু কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী শশী পাঁজা। শনিবার কলকাতার মহাজাতি সদনে বিশ্ব প্রতিবন্ধী দিবস পালন করা হয়। এদিন ক্রীড়াক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের জন্য এই তিন আবাসিককে নারী ও শিশু কল্যাণ দপ্তরের পক্ষ থেকে পুরস্কৃত করা হয়।

উল্লেখ্য, শারীরিক এবং মানসিক ভাবে পিছিয়ে পড়া শিশুদের নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে কাজ করে আসছে জয়পুরের এই সংস্থাটি। এদিন সংস্থার সম্পাদক তন্ময় সাউ বলেন, 'এ পর্যন্ত দুই শতাধিক হারিয়ে যাওয়া কিশোরীকে তাদের নিজের ঠিকানায় পৌঁছনো গিয়েছে। পাশাপাশি অনেকে সুস্থ হয়ে সমাজের মূল স্রোতে ফিরে গিয়েছেন। হোমে থাকা মেয়েদের এই ধরনের সাফল্য আগামী দিনে আমাদের কাজ করতে অনুপ্রেরণা দেবে।' প্রসঙ্গত, এই পুরস্কার পাওয়ায় খুশি জয়পুরের বিভিন্ন মহল।

ভারতের প্রথম পুরুলিয়ার অযোধ্যায় মাশরুম বিপণি ও জলখাবারের দোকান

নিজস্ব প্রতিবেদন, পুরুলিয়া: ভারতের প্রথম পুরুলিয়ার অযোধ্যা পাহাড়ে শুরু হল মাশরুম বিপণি। শনিবার অযোধ্যা পাহাড়ের হইলটপের পলাশ ব্লসম এস্টেটে শুভ উদ্বোধন হয় মাশরুম বিপণি ও জলখাবারের দোকান।

জানা যায়, এখানে মাশরুম চাষ দীর্ঘদিন ধরে চলে আসছে। মাশরুম বিশেষজ্ঞরা মাশরুম উৎপাদনের সঙ্গে এলাকার উদ্যানপালন অনুষ্ঠানে বা কৃষি প্রশিক্ষণ শিবিরে গিয়ে প্রশিক্ষণ দিয়েছেন মহিলা থেকে পুরুষ সকলকেই। উৎপাদনের পাশাপাশি এবার নতুন করে শুরু করল মাশরুম বিপণি ও জলখাবারের দোকান। এই দোকান থেকে মিলবে আচার, স্ন্যাক্স, সিঙ্গারা, চপ, পাকোড়া সহ নানান মুখরোচক জল খাবার।

পলাশ ব্লসম এস্টেটের কর্ণধার সুজন কুমার পন্ডিত বলেন, 'আমাদের এখানে এই চাষে স্থানীয় উদ্যানপালনের সহযোগিতা রয়েছে। এই মাশরুম চাষের ভালো লাভের আশা রাখছি। পাহাড়ে বেড়াতে আসা পর্যটকদেরও চাহিদা থাকে মাশরুমের ওপর। তাই এবারে চাহিদা অনেকটাই মিটবে বলে আশা করছি। মাশরুমের যেসব জলখাবার তৈরি হবে সেগুলো ন্যায্য দামে বিক্রি হবে। পাশাপাশি বিভিন্ন প্রান্তে মাশরুম পাঠানো গেলে আর্থিক উন্নতিও হবে।'

পাহাড়ের বিশিষ্ট সমাজসেবী অখিল সিং সর্দার জানান, পর্যটকদের ভীষণ চাহিদা থাকে মাশরুমের ওপর। এবারে পাহাড়েই মিলবে মাশরুম সহ নানান মাশরুমের পদ। এখানে যদি এলাকার ছেলেমেয়ে ও স্থানীয় স্বনির্ভর মহিলা গোষ্ঠীগুলি কাজ পায় তবে পাহাড়ের মানুষের রোজগারের পথটা আরও উন্নত হবে বলে দাবি তাঁর।

এদিন উদ্বোধনে ছিলেন বাঘমুণ্ডি ব্লকের বিডিও আর্য তা, বাঘমুণ্ডি থানার ইনচার্জ রজত চৌধুরী, অযোধ্যা বন দপ্তরের রেঞ্জ অফিসার মনোজ মজুমদার, পুরুলিয়া ডেপুটি ডাইরেক্টর অফ হর্টিকালচার কৃষ্ণেন্দু নন্দন, বাঘমুণ্ডি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মল্লিকা চক্রবর্তী, আড়ষা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি বিশ্বরূপ মাঝি, পলাশ ব্লসম এস্টেটের কর্ণধার সুজন কুমার পণ্ডিত, আড়ষা ও বাঘমুণ্ডি উদ্যানপালন আধিকারিক শচীনন্দন মাঝি, অযোধ্যা পাহাড়ের বিশিষ্ট সমাজসেবী অখিল সিং সর্দার প্রমুখ।

আগামীতে জেলের মধ্যেই ক্যাবিনেট মিটিং হবে: সুকান্ত মজুমদার

নিজস্ব প্রতিবেদন, নদিয়া: আগামীতে তৃণমূলের সব নেতা-মন্ত্রীরা জেলের ভিতর থেকে ক্যাবিনেট মিটিং করবেন। সম্প্রতি বর্ধমানের একটি সমবায় ব্যাংকে প্রচুর পরিমাণে বেনামী অ্যাকাউন্ট উদ্ধার হয় সেই প্রসঙ্গে শনিবার বিকেলে নদিয়ার কৃষ্ণনগর টাউন লাইব্রেরি ময়দানে বিজেপির এক প্রকাশ্য জনসভায় যোগদান করতে এসে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে রাজ্যের শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেসকে কার্যত এই ভাষাতেই আক্রমণ করলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। এছাড়াও আগামী দিনে এই ধরনের বহু অ্যাকাউন্টও বেনামী সম্পত্তি ও উদ্ধার হবে বলে দাবি করেন তিনি। এছাড়াও অধীর চৌধুরী অধ্যক্ষকে চিঠি দিয়ে মহুয়া মৈত্রকে বহিষ্কার করলে চরম শাস্তি হবে, অশ্লীল আচরণের বিষয়ে নিয়ে লোকসভায় পর্যালোচনা করা উচিত। এই প্রসঙ্গে সুকান্ত বাবু বলেন, এরাজ্যে অধীর বাবুরা তৃণমূলের বিরোধিতা করলেও দিল্লির পাপ্পু আর রাজ্যের আপ্পু একসঙ্গে মিটিং করেন। এখানে সামনাসামনি বিরোধিতা করলেও পাপ্পু সবই এক। এদের একটাই উদ্দেশ্য নিজেদের পরিবারকে লালন পালন করতে গেলে মোদিজিকে সরাতে হবে। চৌকিদার থাকলে চোর চুরি করতে পারবে না। এদিনের প্রকাশ্য জনসভায় যোগ দিয়ে কার্যত এ ভাবেই তির্যক ভাষায় রাজ্যের শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেস সহ কংগ্রেসকে সরাসরি নিশানা করেন সুকান্ত মজুমদার। এদিন কৃষ্ণনগরের সাংসদ মহুয়া মৈত্রের গড় কৃষ্ণনগরে এসে বিভিন্ন ইস্যু নিয়েও আক্রমণ করতে দেখা গেল বিজেপির রাজ্য সভাপতিকে। ক্যাশ অ্যান্ড কয়ারি কিছু সহ মা কালী প্রসঙ্গ টেনে এনে এই দিন ফের মহুয়া মৈত্রকে আক্রমণ করলেন। এছাড়াও রাজ্যের বিভিন্ন দুর্নীতি প্রসঙ্গে করা প্রতিক্রিয়া দিতে দেখা যায় তাকে। সুকান্ত মজুমদার ছাড়াও এদিনের সবাই উপস্থিত ছিলেন বিজেপির নদিয়া উত্তর সাংগঠনিক জেলার সভাপতি অর্জুন বিশ্বাস-সহ রাজ্য বিজেপির কিষান মোর্চার সভাপতি মহাদেব বিশ্বাস সহ অন্যান্য জেলা ও রাজ্য নেতৃত্ব। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন শতাধিক বিজেপি কর্মী সমর্থকরা।

কেন্দ্রের বঞ্চনার অভিযোগ তুলে প্রতিবাদ তৃণমূলের

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে ১০০ দিনের কাজের বকেয়া টাকা, আবাস যোজনার টাকা সহ রাজ্যের প্রতি কেন্দ্রের বঞ্চনার অভিযোগ তুলে প্রতিবাদে রাজ্যজুড়ে প্রতিটি অঞ্চলে শনিবার পথে নামে তৃণমূল কর্মীরা।

শনিবার পূর্ব বর্ধমান জেলার মেমারি শহর তৃণমূল কংগ্রেস ও ১০ নম্বর ওয়ার্ড তৃণমূল কংগ্রেস কমিটির পক্ষ থেকে প্রতিবাদ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। একই সঙ্গে বিধানসভায় আম্বেদকরের প্রতি তথা আদিবাসীদের অবমাননার

প্রতিবাদেও ধিক্কার জানান তৃণমূল কর্মীরা। মেমারি শহর তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি স্বপন ঘোষালের নেতৃত্বে মেমারি পুরসভার সামনে থেকে মিছিল শুরু করে বিভিন্ন ওয়ার্ড পরিক্রমা করে নবপল্লি মোড়ে মিছিল শেষ হয়। অপরদিকে দশ নম্বর ওয়ার্ড তৃণমূল অফিস থেকে তিনটি বুথের কর্মী সমর্থকদের নিয়ে মিছিল শুরু করে সমগ্র ওয়ার্ড পরিক্রমা করে তৃণমূলের অপর একটি মিছিল। শহর সহ সভাপতি আশিস ঘোষ দস্তিদার জানান, ওয়ার্ড কাউন্সিলর তথা ভাইস চেয়ারম্যান সুপ্রিয় সামন্ত অসুস্থ থাকায় তিনি উপস্থিত থাকতে না পারলেও তাঁর নির্দেশেই এই মিছিল করা হয়েছে। অন্যদিকে এদিন পূর্ব বর্ধমান জেলার মঙ্গলকোট ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের নির্দেশে সিমুলিয়া ২ নম্বর অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে পালিশগ্রামে ১০০ দিনের কাজের বকেয়া টাকার দাবিতে তৃণমূলের প্রতিবাদ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। এদিন এই মিছিলে কয়েক হাজার তৃণমূলের কর্মী সমর্থক পা মেলান। সিমুলিয়া দু'নম্বর অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি শেখ মোজাম্মেল হক জানিয়েছেন, তাঁদের বিধায়ক অপূর্ব চৌধুরীর নির্দেশে তাঁরা প্রতিবাদ মিছিল করেন। তাঁদের এই প্রতিবাদ মিছিলে এলাকার মানুষের কাছে তারা যথেষ্ট সাড়া পেয়েছেন।

৭৬তম রাজ্য স্কুল ক্যারাটেতে বিতর্ক

নিজস্ব প্রতিবেদন, আসানসোল: শনিবার থেকে আসানসোল ইনডোর স্টেডিয়ামে শুরু হল চার দিনব্যাপী ৬৭তম রাজ্য স্কুল ক্যারাটে। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের স্কুল থেকে প্রায় ৭৫০ জন ক্যারাটে খেলোয়াড় অংশগ্রহণ করেছে। এখান থেকে যারা স্বর্ণপদক পাবে, তারা জাতীয় স্তরে খেলার স্বীকৃতি অর্জন করবে। খেলা শুরু হওয়ার আগে বিতর্কে সৃষ্টি হয় খেলোয়াড়দের অভিভাবকদের অভিযোগ, স্টেডিয়ামের ভিতরে দর্শক আসন থাকলেও তাঁদেরকে ভিতরে ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে না। শুধু তাই নয়, যে সমস্ত খেলোয়াড় এসেছেন তাঁদের থাকা খাওয়ারও সুব্যবস্থা নেই।

অপরদিকে আয়োজকদের পক্ষ থেকে কৌশিক সরকার জানান, এই খেলা যাতে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয় এবং সরকারি নির্দেশ মতো অভিভাবকদের ভিতরে ঢোকার অনুমতি দেওয়া হচ্ছে না। তবে খেলোয়াড়দের সঙ্গে কোচ এবং অফিসিয়ালদের ভিতরে প্রবেশ করার অনুমতি আছে।

তৃণমূলের অবস্থান বিক্ষোভ ও প্রতিবাদ সভা, পাল্টা উত্তর বিজেপির

নিজস্ব প্রতিবেদন, বনগাঁ: জাতীয় সংগীত অবমাননা ও আদিবাসীদের কুরুচিকর মন্তব্য করেছে বিজেপি, এই অভিযোগে তৃণমূলের অবস্থান বিক্ষোভ ও প্রতিবাদ সভা। পাল্টা উত্তর বিজেপির। জাতীয় সংগীতের পর আদিবাসীদের 'অপবিত্র' বলে ব্যঙ্গ ও অবমাননা করেছে বিজেপি। এই অভিযোগে রাজ্য জুড়ে প্রতিবাদ সভা ও আন্দোলনে তৃণমূল কংগ্রেসের। উত্তর ২৪ পরগনার বনগাঁতে ও চলছে তৃণমূলের এই প্রতিবাদ আন্দোলন। বনগাঁ ত্রিকোণ পার্ক সংলগ্ন এলাকায় তৃণমূলের পক্ষ থেকে অবস্থান বিক্ষোভ করা হয়। বনগাঁ সাংগঠনিক জেলার তৃণমূলের সভাপতি বিশ্বজিৎ দাসের অভিযোগ গত বুধবারের ঘটনা এটি, বিধানসভায় তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতিনিধিরা যখন জাতীয় সংগীত গাইছিলেন,ঠিক সেই সময়েই বিজেপি বিধায়করা আপত্তিকর স্লোগান তুলে চেঁচাতে থাকেন। তারপর অনেকটা সময় কেটে গিয়েছে। শুধু তাই নয় তৃণমূলের এও অভিযোগ আদিবাসীদের অপবিত্র বলেও অপমান করেছে বিজেপি। যদিও তৃণমূলের এই অভিযোগ মানতে নারাজ বিজেপি। বিজেপির বনগাঁ সাংগঠনিক জেলার সভাপতি দেবদাস মণ্ডল বলেন, বিজেপি কোনও দিনও জাতীয় সংগীতের অবমাননা করতে পারে না। তৃণমূলের উঁচু থেকে শুরু করে নীচু স্তরের সমস্ত নেতারা দুর্নীতিগ্রস্ত। সেটা বাংলার মানুষ জেনে গিয়েছে এবং সেই মুভমেন্টকে ঘোরানোর জন্য তৃণমূলের এই নাটক। পাশাপাশি তিনি এও বলেন, বিজেপি মহিলা রাষ্ট্রপতিকে সম্মান দিয়েছে যিনি আদিবাসী। বিজেপি কাউকে অপমান করে না।

বধূর অস্বাভাবিক মৃত্যুতে ধৃত স্বামী, খুনের অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, বর্ধমান: এক বধূর অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনায় গ্রেপ্তার স্বামী। বাপের বড়ি থেকে টাকা আনতে চাপ এবং সেই টাকা না আনাতেই মেয়েকে মেরে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে বলে মৃতার পরিবারের দাবি। দেহ শনিবার ময়নাতদন্ত হল বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে। মৃতার নাম অর্পিতা মাজি (১৯)। তাঁর বাড়ি বর্ধমানের দেওয়ানদিঘি থানার জিয়ারা গ্রামে। জানা গিয়েছে, পার্শ্ববর্তী বাঘাড় গ্রামের পরিতোষ মাজির সঙ্গে আড়াই বছর আগে তাঁর বিয়ে হয়। তাঁর একটি দেড় বছরের পুত্রসন্তান রয়েছে। মৃতার পরিবারের দাবি, শুক্রবার দুপুরে তাঁরা খবর পান মেয়ে গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করেছে। গিয়ে দেখেন মৃতদেহ একটি পিকআপ ভ্যানে তোলা হয়েছে। তারপর তাঁকে বর্ধমান হাসপাতালে নিয়ে আসা হলে সেখানেই তাঁকে মৃত ঘোষণা করা হয়। মৃতের পরিবারের দাবি, তাঁকে খুন করে ওড়নার ফাঁস দিয়ে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। ঘটনার পর শুক্রবারই দেওয়ানদিঘি থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়। রাতেই স্বামী পরিতোষকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে।

বেআইনি বালিবোঝাই চারটি ডাম্পার আটক

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: অভিযান চালিয়ে বেআইনি বালি বোঝাই ৪টি ডাম্পার আটক করল জামালপুর থানার পুলিশ। বেআইনি ভাবে বালি বোঝাই করে পাচার রুখতে শুক্রবার রাত থেকে অভিযানে নামে পুলিশ। শনিবার সকাল পর্যন্ত বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে জামালপুর থানার পুলিশ আঝাপুর এলাকা থেকে ওই চারটি গাড়িকে আটক করে। চারটি গাড়িতেই অতিরিক্ত বালি বোঝাই ছিল বলে জানা গিয়েছে।

গাড়িগুলিকে বিএলআরও দপ্তরের হাতে তুলে দেয় পুলিশ। গাড়িগুলিকে আটক করা হলেও কোনও চালক বা সহকারী চালককে গ্রেপ্তার করা হয়নি। তবে গাড়িগুলির বিরুদ্ধে মোটা অংকের জরিমানা করা হতে পারে বলে বিএলআরও দপ্তর সূত্রে খবর। তবে বেআইনি ভাবে বালি বোঝাই করে পাচার রুখতে আগামী দিনেও জামালপুর থানার পক্ষ থেকে লাগাতার অভিযান চালানো হবে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে।

১০০ দিনের বকেয়ার দাবিতে প্রতিবাদ মিছিল

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: ১০০ দিনের কাজের বকেয়া টাকার দাবিতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে শনিবার বিকেলে পানাগড়ের রেলপাড়ে অনুষ্ঠিত হল তৃণমূলের প্রতিবাদ মিছিল।

এদিন পানাগড়ের অনুরাগপুর থেকে রেলপাড়ের অগ্রগামী ক্লাব পর্যন্ত অনুষ্ঠিত মিছিলে কয়েকশো তৃণমূলের কর্মী সমর্থক ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন কাঁকসা ব্লকের তৃণমূলের সহ সভাপতি হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, পশ্চিম বর্ধমান জেলার তৃণমূলের কিষান খেত মজদুর সংগঠনের জেলা সভাপতি জয়ব্রত বৈদ্য, জেলা মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের নেত্রী স্বপ্না বৈদ্য,কাঁকসা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান সুমনা সাহা, ব্লকের সাধারণ সম্পাদক সন্দীপ মহল, কাঁকসা ব্লকের হিন্দি প্রকোস্ট সংগঠনের ব্লক সভাপতি কুলদীপ সিং সহ অন্যান্যরা।

পশ্চিম বর্ধমান জেলার তৃণমূলের কিষান খেত মজদুর সংগঠনের জেলা সভাপতি জয়ব্রত বৈদ্য জানিয়েছেন, রাজ্যজুড়ে ১০০ দিনের কাজের দাবিতে ও বকেয়া টাকার দাবিতে তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীরা পথে নেমেছে। যতদিন না কেন্দ্রের বিজেপি সরকার ১০০ দিনের কাজের বকেয়া টাকা দিচ্ছে, ততদিন তৃণমূলের আন্দোলন চলবে। কাঁকসা ব্লকের তৃণমূলের সহ সভাপতি হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন, কেন্দ্রের বিজেপি সরকার জোর করে ১০০ দিনের কাজের টাকা আটকে রেখেছে। তদন্তকারীরা রাজ্য থেকে ফিরে গিয়ে ১০০ দিনের কাজে কোনও দুর্নীতি হয়নি বলে জানানোর পরেও জোর করে রাজ্যের মানুষের ১০০ দিনের টাকা আটকে রেখেছে। ১০০ দিনের কাজের বকেয়া টাকার দাবিতে তৃণমূলের লাগাতার আন্দোলন চলবে। কিছুদিন আগে এই বিষয়ে দিল্লিতে আন্দোলন করা হয়েছিল। আগামী দিনে ফের দিল্লির বুকে আন্দোলনে নামবে তৃণমূল।

দিল্লির রাস্তায় মণিপুরী দম্পতির উপর অকথ্য অত্যাচার

নয়াদিল্লি, ২ ডিসেম্বর: দুই মণিপুরী মহিলার উপর অকথ্য নির্যাতন দিল্লির রাস্তায়। মহিলাদের সঙ্গে ছিলেন দুই ব্যক্তি, তাঁদের উপরেও অত্যাচার চালাল ৮ জনের একটি দল। বৃহস্পতিবার ঘটনাটি ঘটে দক্ষিণপূর্ব দিল্লির সানলাইট কলোনি এলাকায়। ওই সময় এক স্থানীয় বাসিন্দা ব্যালকনি থেকে গোটা ঘটনা মোবাইলবন্দি করেন। পরে তা সোশাল মিডিয়ায় পোস্ট করলে চাঞ্চল্য তৈরি হয়।

শুক্রবার অজ্ঞাত দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে তদন্তে নেমেছে পুলিশ। এফআইআরে যৌন হেনস্তারও অভিযোগ আনা হয়েছে। মোবাইল ক্যামেরার পাশাপাশি প্রকাশ্যে এসেছে একটি সিসিটিভি ফুটেজ। সেখানে দুই দুষ্কৃতীর মুখ স্পষ্ট দেখা গিয়েছে বলে দাবি। মোবাইল ক্যামেরার ফুটেজে দেখা গিয়েছে, এক ব্যক্তি, তাঁর স্ত্রী, বোন এবং পারিবারিক বন্ধু যুবককে ঘুসি, লাথি মারতে মারতে টানতে টানতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। ওই ব্যক্তি জানান, 'রাত ১১টা নাগাদ বোন, স্ত্রী এবং আমি আমাদের এক বন্ধুকে তাঁর বাড়িতে পৌঁছে দিচ্ছিলাম। রাস্তায় দুই যুবক এবং তাঁদের সঙ্গী তরুণী আমাদের জানায়, তাঁদের মোবাইলে চার্জ নেই। আমরা যদি ওঁদের জন্য ক্যাব বুক করে দিই। সেই সাহায্য যখন করছিলাম, তখনই আমার স্ত্রীকে নিয়ে আপত্তিকর মন্তব্য করেন এক যুবক। এর প্রতিবাদ করলে হামলে পড়ে আমাদের উপর। ফোন করে ৮-৯ জন বন্ধুকে ডাকে আনেন। তাঁরা আমাদের বেধড়ক মারতে শুরু করেন। মাটিতে ফেলে লাথি-ঘুসি চলতে থাকে।'

ওই ব্যক্তির স্ত্রী বলেন, 'ওরা আমাদের যেভাবে মারছিল, মনে হচ্ছিল মরেই যাব বুঝি।' পুলিশ জানিয়েছে, ঘটনায় আহত ব্যক্তিকে হাসপাতাল নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। তাঁর চোখে, কপালে এবং হাঁটুতে চোট লেগেছিল। অভিযুক্তদের খোঁজে তল্লাশি চালাচ্ছে পুলিশ।

জলের অধিকার নিয়ে তুমুল বিরোধ অন্ধ্র-তেলঙ্গানার

বাঁধের নিয়ন্ত্রণ নিল কেন্দ্র

হায়দরাবাদ, ২ ডিসেম্বর: পানীয় জল নিয়ে ধুন্ধুমার। বাঁধের জলে কার অধিকার, তা নিয়ে তুমুল বিরোধ তেলঙ্গানা ও অন্ধ্রপ্রদেশের মধ্যে। ৩০ নভেম্বর তেলঙ্গানায় ছিল বিধানসভা নির্বাচন। ঠিক তার আগের দিন মধ্য রাতে নাগার্জুন সাগর বাঁধের নিয়ন্ত্রণ নিজের হাতে নিয়ে নেয় অন্ধ্রপ্রদেশ। বাঁধ থেকে জল ছাড়তে শুরু করে। এই নিয়ে তীব্র অশান্তি শুরু হয়। শেষ অবধি পরিস্থিতি সামাল দিতে বাঁধের নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র নিজের হাতে তুলে নেয়।

জানা গিয়েছে, ২৯ নভেম্বর রাত ২টো নাগাদ প্রায় ৭০০ অন্ধ্রপ্রদেশ পুলিশ নাগার্জুন সাগর বাঁধে চড়াও হয় এবং বাঁধের বাদিকের গেট খুলে দেয়। কৃষ্ণা নদীর উপরে তৈরি ওই বাঁধ থেকে প্রতি ঘণ্টায় ৫০০ কিউসেক জল ছাড়া হয়েছে বলে অভিযোগ।

তেলঙ্গানার মুখ্যসচিব শান্তি কুমারী অভিযোগ করেন, অন্ধ্রপ্রদেশের ৫০০ পুলিশ এসে নাগার্জুন সাগর বাঁধের দখল নিয়েছে। সিসিটিভি ভাঙচুর করার পর পুলিশ ৫ ও ৭ নম্বর গেট খুলে দেয়। প্রায় ৫ হাজার কিউসেক জল ছেড়ে দেয়। এতে হায়দরাবাদ ও আশেপাশের এলাকার ২ কোটি বাসিন্দা তীব্র জলকষ্টে পড়বেন বলে দাবি করেন। তেলঙ্গানার নালগোন্ডায় অন্ধ্রপ্রদেশ পুলিশের বিরুদ্ধে দুটি মামলাও দায়ের করা হয়েছে।

জল ছাড়া নিয়ে দুই রাজ্যের মধ্যে অশান্তি সৃষ্টি হতেই কেন্দ্র পদক্ষেপ করে। দুই রাজ্যকেই জল ছাড়া থেকে বিরত থাকতে নির্দেশ দেওয়া হয়। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র সচিব অজয় ভাল্লা ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে তেলঙ্গানা ও অন্ধ্রপ্রদেশকে এই নির্দেশ দেওয়া হয়। দুই রাজ্যই এই প্রস্তাবে সম্মতি জানায়।

অন্যদিকে, অন্ধ্রপ্রদেশের দাবি, তারা চুক্তি মতোই নায্য জল আদায় করে নিয়েছে। অন্ধ্রপ্রদেশের সেচ মন্ত্রী অম্বাতী রামবাবু বলেন, 'আমরা কোনও চুক্তি ভাঙিনি। কৃষ্ণা নদীর ৬৬ শতাংশ জলের উপরে অন্ধ্রপ্রদেশের অধিকার রয়েছে, বাকি ৩৪ শতাংশ তেলঙ্গানার। আমাদের নায্য পাওনা ছাড়া এক বিন্দুও বেশি জল ব্যবহার করিনি আমরা। এই জলের উপরে আমাদেরই অধিকার রয়েছে।'

আপাতত বাঁধের নিরাপত্তার দায়িত্বে রয়েছে সিআরপিএফ। চুক্তি মতো দুই রাজ্যই সমান জল পাচ্ছে কি না, তার উপরও নজরদারি করবে সিআরপিএফ। প্রসঙ্গত, এর আগে ২০১৫ সালেও অন্ধ্রপ্রদেশ পুলিশ জোর করে বাঁধের দখল নেওয়ার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু তেলঙ্গানা পুলিশ গিয়ে সেই চেষ্টা প্রতিহত করে।

ধর্ষণে অভিযুক্ত হতে পারেন মহিলারাও ! মামলা সুপ্রিম কোর্টে

নয়াদিল্লি, ২ ডিসেম্বর: ধর্ষণের মামলায় কি একজন মহিলাকে অভিযুক্ত করা যায়? ৬২ বছর বয়সি বৃদ্ধা মহিলা অবশ্য যাবতীয় দাবি অস্বীকার করেছেন। তবে মামলাটি শুনতে রাজি হয়েছে সুপ্রিম কোর্ট।

আদালত সূত্রে জানা গিয়েছে, বৃদ্ধার ছেলের সঙ্গে সোশাল মিডিয়ার মাধ্যমে সম্পর্ক হয় আমেরিকাবাসী এক তরুণীর। ভয়েস কলের মাধ্যমে বিয়ে হয় উভয়ের। যুবকের সঙ্গে সরাসরি সাক্ষাৎ না হলেও তরুণী ভারতে 'শ্বশুরবাড়িতে' এসে ওঠেন। এর মধ্যে চলতি বছরের জানুয়ারি মাসে বিদেশবাসী বৃদ্ধার ছোট ছেলেও দেশে ফিরে আসেন। এর পরেই নাটকীয় মোড় নেয় ঘটনা। বৃদ্ধার দাবি, তাঁর পরিবারের বেশ কিছু সদস্য বড় ছেলে এবং ওই তরুণীর সম্পর্ক ভাঙার জন্য জন্য চাপ দেন। গ্রামের পঞ্চায়েত সদস্যদের উপস্থিতিতে তরুণী রাজি হন। লিখিত চুক্তিতে এর জন্য তাঁকে ১১ লক্ষ টাকা দেওয়া হয়। যদিও তরুণী বয়ান সম্পূর্ণ ভিন্ন। তিনি জানিয়েছেন, বৃদ্ধার ছোট ছেলেকে বিয়ে করতে তাঁকে চাপ দিতে থাকেন বৃদ্ধা ও ছোট ছেলে। এমনকী ছোট ছেলের ঘরে তাঁকে জোর করে ঢুকিয়ে দেন বৃদ্ধা।

মোদির সঙ্গে সেলফি ইতালির প্রধানমন্ত্রীর, চর্চায় মোদি

রিয়াধ, ২ ডিসেম্বর: আন্তর্জাতিক সম্মেলন মানেই আলাপ-আলোচনা শেষে একটা ফটোসেশন মাস্ট! তাবড় রাষ্ট্রনেতারা হাসিমুখে মঞ্চে সার বেঁধে দাঁড়িয়ে , এমন ছবি দেখাই যায়। কে-ই বা ছবি তুলতে পছন্দ করেন না? এমন মানুষ তো কমই। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির আবার ছবি তোলার প্রতি ঝোঁক বরাবর। এনিয়ে বিরোধীরা কম কটাক্ষ করেন না। যেখানে ক্যামেরা, সেখানেই মোদি, এমন কথা নিয়ে হাসাহাসিও হয়। নিন্দুকদের সেসব হাসি, মশকরা উড়িয়ে এবারও দুবাইয়ে আয়োজিত রাষ্ট্রসংঘের জলবায়ু সম্মেলনের ফাঁকে হাসিমুখে ছবি তুলতে দেখা গেল তাঁকে। তাও আবার 'বিশেষ বন্ধু'র সঙ্গে! আর সেই ছবি সোশাল মিডিয়ায় চর্চার নতুন বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

দুবাইয়ের এই সম্মেলনে যোগ দিয়েছেন ইতালির প্রধানমন্ত্রী জর্জিয়া মেলোনি। জলবায়ু পরিবর্তন তথা উষ্ণায়ন রুখতে রাষ্ট্রের ভূমিকা নিয়ে আলাপ-আলোচনার মাঝেই দেখা গেল, প্রধানমন্ত্রী মোদির সঙ্গে হাসিমুখে সেলফি তুললেন মেলোনি। মোদির মুখেও চওড়া হাসি। আর সেই ছবি নিজের ড় অ্যাকাউন্টে পোস্ট করেন ইটালির প্রধানমন্ত্রী। সঙ্গে ক্যাপশন, গুড ফ্রেন্ডস অ্যাট সিওপি ২৮ মেলোডি। আর এই শেষ কথাটি নিয়েই যত আলোচনা। মেলোডির আক্ষরিক অর্থ খোঁজার চেয়েও নেটিজেনরা ব্যস্ত নতুন নাম নিয়ে। বলা হচ্ছে, মেলোনি নাম থেকে 'মেলো' এবং মোদি থেকে 'ডি' শব্দটি নিয়েই ইতালির প্রধানমন্ত্রীর এই নামকরণ।

এমনিতে ভারতবন্ধু ইতালির সঙ্গে বরাবরই সম্পর্ক ভালো প্রধানমন্ত্রী মোদির। এই মুহূর্তে সেখানকার মসনদে জর্জিয়া মেলোনি। গত সেপ্টেম্বরে ভারতে জি-২০ সম্মেলনে আমন্ত্রিত ছিলেন মেলোনি। ভারতে এসে সম্মেলনে যোগদানের পর নৈশভোজে মেলোনিকে দেখা গিয়েছিল একেবারে অন্য সাজে! অতিথি আপ্যায়ণ পর্বে সেবার মোদিকে তাঁর সঙ্গে একটু বেশিই সময় কাটাতে দেখা গিয়েছিল। বোঝা গিয়েছিল, উভয়ের মধ্যে বেশ ভালোই বন্ধুত্ব। দুবাইয়ের জলবায়ু সম্মেলনে তা আরও একবার টের পাওয়া গেল। আর এই 'মেলোডি'তে মুগ্ধ নেটদুনিয়াও।

মহুয়ার পাশে অধীর, স্পিকারকে চিঠি

নয়াদিল্লি, ২ ডিসেম্বর: 'টাকা নিয়ে প্রশ্ন' করার ঘটনায় তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্রের সাংসদ পদ খারিজ সংক্রান্ত রিপোর্ট সোমবার লোকসভায় জমা করতে পারে এথিক্স কমিটি। কিন্তু তার আগেই লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লাকে চিঠি দিলেন লোকসভায় কংগ্রেসের দলনেতা তথা প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীর রঞ্জন চৌধুরী। চিঠিতে তিনি মহুয়ার প্রসঙ্গ তুলে ধরে সংসদীয় কমিটিগুলির নিয়ম এবং পদ্ধতিগুলির পর্যালোচনা করার দাবি জানিয়েছেন। লোকসভার স্পিকারকে চার পাতার একটি চিঠি দিয়েছেন অধীর। সেখানে তিনি জানিয়েছেন, স্বাধিকাররক্ষা কমিটি এবং এথিক্স কমিটির ভূমিকা কী তা স্পষ্ট নয়। এ ছাড়াও কোনটি 'অনৈতিক আচরণ' তার কোনও সুনির্দিষ্ট ব্যাখ্যা নেই বলেও চিঠিতে উল্লেখ করেছেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি। চিঠিতে অধীর এটাও জানান যে, 'টাকা নিয়ে প্রশ্ন' করার ঘটনাটি নিয়ে যখন তদন্ত চলছে, সেটি সম্পূর্ণ গোপন থাকার কথা। যে হেতু এটি অত্যন্ত স্পর্শকাতর একটি বিষয়। কিন্তু এথিক্স কমিটির চেয়ারম্যান এবং সদস্যেরা বিষয়টি গোপন না রেখে বিষয়টি শুধু প্রকাশ্যেই আনেননি, তা নিয়ে নিজেদের মতো মতামতও দিচ্ছেন।

হাতি মার্কা সরষের তেলের ১১০ বছর পূর্তি

নয়াদিল্লি, ২ ডিসেম্বর: সাফল্যের সঙ্গে হাতি মার্কা সরষের তেলের ১১০ বছর পূর্তি উপলক্ষে একটি সাংবাদিক বৈঠকের আয়োজন করা হয়েছিল শনিবার। সাংবাদিকদের উদ্দেশ্যে বিপি ওয়েল মিলের চেয়ারম্যান রাঘব ভগৎ বলেন, ঐতিহ্যবাহী কোল্ড প্রেসড এই সরষের তেল প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে নিজেদের গুণগত মান বজায় রাখার প্রতিশ্রুতি পালন করে এসেছে। বাছাই করা সরষের বীজ দিয়ে যথেষ্ট যত্নের সহিত এই সরষের তেল তৈরি করা হয়। সাধারণের দৈনন্দিন জীবনের পাশাপাশি উৎসবের মরশুমগুলোতেও যাতে এই সরষের তেল অপরিহার্য হয়ে ওঠে সেদিকে খেয়াল রেখে তৈরি করা হয়।

বিষাক্ত কফ সিরাপ খেয়ে মৃত বেড়ে ৬, গ্রেপ্তার ৭

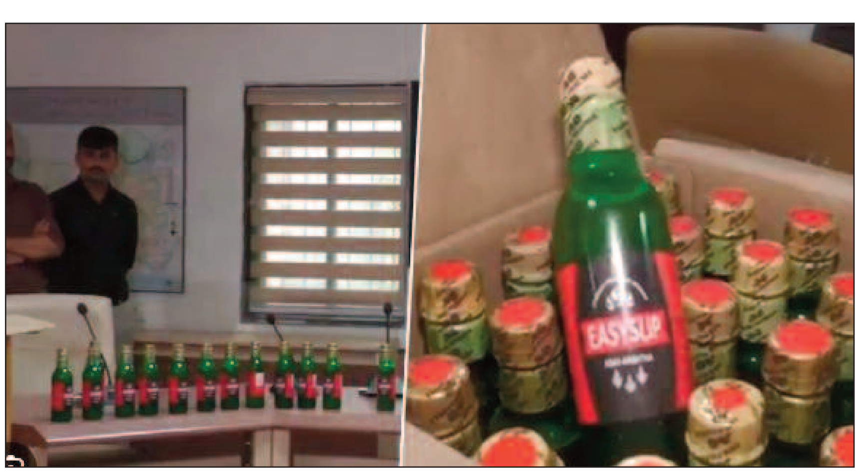

আমদাবাদ, ২ ডিসেম্বর: আয়ুর্বেদিক কফ সিরাপ খেয়ে গত বৃহস্পতিবার ৬ জনের মৃত্যু হয়েছিল গুজরাতে। ওই ঘটনায় রাজ্যে 'বিষাক্ত' কফ সিরাপ নিয়ে আতঙ্ক তৈরি হয়। শনিবার ওই ঘটনায় অভিযুক্ত ৭ জনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

পুলিশ সূত্রে খবর, কালমেঘশব-অসব অরিষ্টা নামের কফ সিরাপ বিক্রি হচ্ছিল দোকানে। প্রতি বোতলের দাম ছিল ১৩০ টাকা। বিলদোরা গ্রামের অন্তত ৫০জনকে বিক্রি করা হয়েছিল এই সিরাপ। যা খেয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েন অনেকেই। প্রাথমিকভাবে পাঁচজনের মৃত্যু হয়েছিল। আশঙ্কাজনক অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন আরও দু-জন। পরে তাঁদের মধ্যে একজনের মৃত্যু হয়েছে বলে খবর।

পুলিশেরও দাবি, কফ সিরাপ খেয়ে বমি-সহ একাধিক অস্বস্তি দেখা গিয়েছিল অনেকের শরীরে। এখনও পর্যন্ত ছ'জনের মৃত্যুও হয়েছে। দ্রুত তদন্ত শুরু করা হয়। গত কয়েক দিনে গোটা রাজ্যে তল্লাশি চালিয়ে সাত জন অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। সুরাত পুলিশ জনিয়েছে, ইতিমধ্যে ২,১৯৫টি বোতল 'বিষাক্ত' সিরাপ বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। বিস্তারিত তদন্ত চলছে। অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছে প্রশাসন।

ভেঙে পড়তে পারে ইতালির বিখ্যাত সৌধ পিসার হেলানো টাওয়ার !

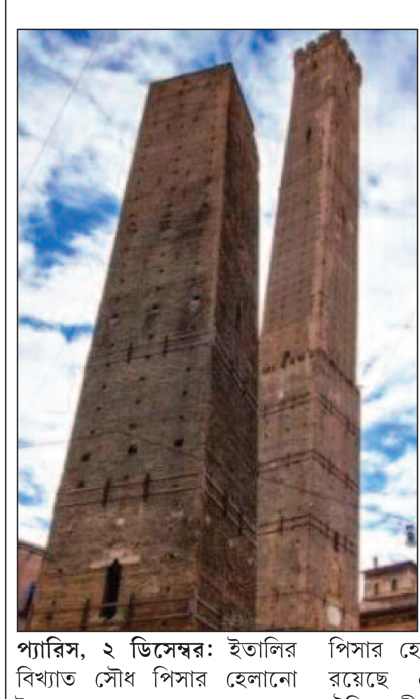

প্যারিস, ২ ডিসেম্বর: ইতালির বিখ্যাত সৌধ পিসার হেলানো টাওয়ার। শতকের পর শতক ধরে এই সৌধকে ঘিরে গোটা বিশ্বের মানুষের বিস্ময়ের অবধি নেই। কিন্তু সেই টাওয়ারের মতোই আরও হেলানো টাওয়ার রয়েছে সেদেশে। তারই অন্যতম বোলোগনা অঞ্চলের গ্যারিসেন্ডা টাওয়ার। প্রায় ১ হাজার বছরের এই টাওয়ার যে কোনও সময় ভেঙে পড়তে পারে। ফলে বাড়ছে আশঙ্কা।

১৫০ ফুট লম্বা এই টাওয়ার শহরের সবচেয়ে দীর্ঘ টাওয়ার। চতুর্দশ শতক থেকেই সেটি ৪ ডিগ্রি হেলে রয়েছে। যেখানে পিসার হেলানো টাওয়ার ঝুঁকে রয়েছে ৫ ডিগ্রি। ইতালির ঐতিহ্যবাহী এই টাওয়ারদের অক্ষত রাখতে দীর্ঘ সময় ধরে সেখানকার প্রশাসন দারুণ ভাবে প্রচেষ্টা করে চলেছে। কিন্তু এবার গ্যারিসেন্ডা টাওয়ারকে ঘিরে জমছে আশঙ্কার মেঘ। অত্যধিক ঝুঁকে গিয়েছে সেটি। মনে করা হচ্ছে আচমকাই অপ্রত্যাশিত ভাবে ভেঙে পড়তে পারে ওই টাওয়ার। কোনও ধরনের দুর্ঘটনা রুখতে মরিয়া প্রশাসন। টাওয়ারের চারপাশে ধাতব কর্ডন তৈরি করা হবে। যাতে টাওয়ার ভেঙে পড়লেও সাধারণ নাগরিকদের কোনও রকম ক্ষতি না হয়। আশপাশের বাড়িগুলির উপরেও যাতে কোনও প্রভাব না পড়ে তা নিশ্চিত করতেও পদক্ষেপ করা হচ্ছে। কোনও পর্যটককেই যেতে দেওয়া হচ্ছে না টাওয়ারটির কাছাকাছি। উল্লেখ্য, ২০১৯ সালে প্রথমবার এই টাওয়ার ভাঙার আশঙ্কা দেখা দিয়েছিল। সেই সময় একটি সেন্সর মেশিন লাগানো হয় এটির দিকে নজরদারি চালাতে। এবার সেই যন্ত্রই জানাচ্ছে আশঙ্কার কথা।

Memari-II Panchayat Samity
Paharhati, Purba Bardhaman
e-Tender Notice
e-Tender are invited vide **NIT No.– 55/2023-24 & Memo No.- 829, Date: 30.11.2023,** for 12 nos. scheme under Memari-II Panchayat Samity. Documents download/sell end date (Online) for Bid Submission up to **12.12.2023** for detail information please contact with Memari-II PS office notice board/SAE Section and go through e-Tender site **www.wbtenders.gov.in**
Sd/-
Executive Officer,
Memari-II Panchayat Samity

Memari-II Panchayat Samity
Paharhati, Purba Bardhaman
e-Tender Notice
e-Tender are invited vide **NIT No.: 56/2023-24 & Memo No.: 828, Date: 30.11.2023,** for 02 nos. scheme under Memari-II Panchayat Samity. Documents download/sell end date (Online) for Bid Submission up to **18.12.2023** for detail information please contact with Memari-II PS office notice board/SAE Section and go through e-Tender site **www.wbtenders.gov.in**
Sd/-
Executive Officer,
Memari-II Panchayat Samity

যুদ্ধ ফিরেছে গাজায়, ইজরায়েলি বিমান হামলায় মৃত্যু কমপক্ষে ১৭৮ জনের

গাজা, ২ ডিসেম্বর: শুক্রবার প্যালেস্টাইনের স্থানীয় সময় সকাল ৭টায় যুদ্ধবিরতির মেয়াদ ফুরিয়েছে। তার পরেই উত্তর ও দক্ষিণ গাজা থেকে ইজরায়েলি বিমানহানার খবর এসেছে। গাজায় হামাস-প্রভাবিত স্বাস্থ্য মন্ত্রকের দাবি, যুদ্ধবিরতির মেয়াদ ফুরোনোর পর থেকে শনিবার সকাল পর্যন্ত বিমানহানায় মারা গিয়েছেন অন্তত ১৭৮ জন মানুষ। একই সময়ে ইজরায়েল বলছে, তারা হামাসের ২০০টিরও বেশি অবস্থানকে লক্ষ্যবস্তু করেছে।

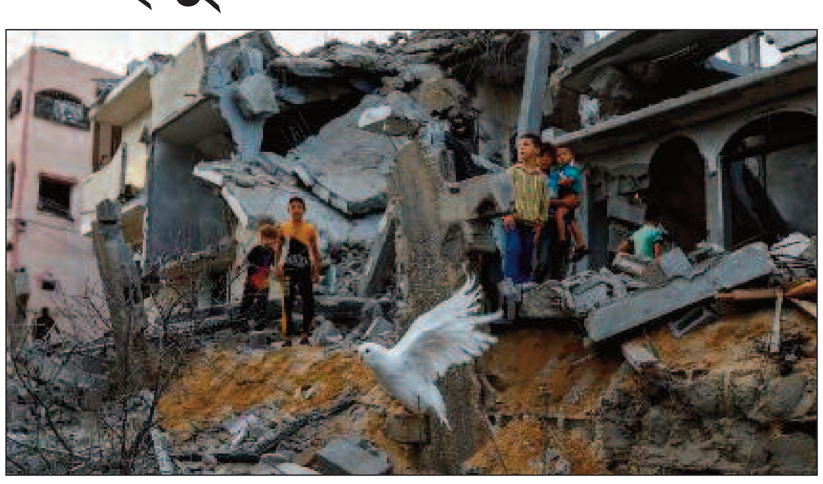

উল্লেখ্য, ২৪ নভেম্বর গাজায় চার দিনের জন্য সংঘর্ষ বিরতিতে রাজি হয়েছিল ইজরায়েল ডিফেন্স ফোর্স ও হামাস। পরে আরও দু'দিনের জন্য তার মেয়াদ বাড়ানো হয়েছিল। আমেরিকা, কাতার ও মিশর সংঘর্ষ বিরতি আরও বাড়ানোর জন্য তদবির করলেও তা সম্ভব হয়নি। যুদ্ধবিরতি থামতেই ফের যুদ্ধ ফিরেছে গাজায়।

টেমস নদীতে ভেসে উঠল ২৩ বছরের ভারতীয় পড়ুয়ার দেহ!

লন্ডন, ২ ডিসেম্বর লন্ডনের টেমস নদীতে ভেসে উঠল ২৩ বছরের ভারতীয় পড়ুয়ার দেহ! গত ১৭ নভেম্বর থেকে তিনি নিখোঁজ ছিলেন। নিহত পড়ুয়ার নাম মিতকুমার প্যাটেল। এবছরেরই ১৯ সেপ্টেম্বর তিনি উচ্চশিক্ষার জন্য ইংল্যান্ডে এসেছিলেন।

জানা যাচ্ছে, গত ২১ নভেম্বর পূর্ব লন্ডনের ক্যানারি হোয়ার্ফ অঞ্চলের কাছে টেমস নদীতে তাঁর দেহ ভাসতে দেখা যায়। মেট্রোপলিটন পুলিশ দেহটি উদ্ধার করে। পুলিশের দাবি, ওই পড়ুয়ার মৃত্যুতে সন্দেহজনক কিছু মেলেনি।

ওই পড়ুয়া এক কৃষক পরিবারের সন্তান। তিনি গ্রামে থাকতেন। এই পরিস্থিতিতে তাঁর মৃত্যুতে তাঁর পরিবার বিরাট আর্থিক সমস্যায় পড়েছেন। তাই সাহায্যের হাত বাড়িয়েছে ইংল্যান্ডের এক অনলাইন সংস্থা 'গো ফাউন্ড মি'। তারা ইতিমধ্যেই নিহত পড়ুয়ার পরিবারকে আর্থিক সাহায্য করার জন্য তহবিল গড়েছে। যা অর্থ উঠবে তা মিতকুমারের পরিবারকে দেওয়া হবে বলে জানানো হয়েছে।

এক ব্রিটিশ সংবাদপত্র সূত্রে জানা যাচ্ছে, ওই পড়ুয়ার ২০ নভেম্বর শেফিল্ডে যাওয়ার কথা ছিল। সেখানে গিয়ে শেফিল্ড হালাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাস শুরুর পাশাপাশি আমাজনে আংশিক সময়ের চাকরিও করার কথা ছিল তাঁর। কিন্তু তার আগেই টেমসে মিলল তাঁর দেহ। তিনি রোজ হাঁটতে বেরতেন। ১৭ নভেম্বরও বেরিয়েছিলেন। কিন্তু নির্দিষ্ট সময়ের পরও না ফেরায় খোঁজাখুঁজি শুরু করেন আত্মীয়রা। এর পরই আবিষ্কৃত হয়, মিতকুমার তাঁর চাবির গোছাও ফেলে গিয়েছেন লন্ডনে যেখানে থাকতেন, সেখানে।

Chakdaha Municipality
NOTICE
Chakdaha Municipality invites quotation vide memo no. **03/Three Computer Set/ C.M/2023-2024, Dt-02-12-2023** for supplying of computer set. For further information please visit **www.chakdahamunicipality.in**

Agradwip Gram Panchayat
Katwa-II Panchayat Samity
Vill.+P.O.- Argadwip, Dist.- Purba Bardhaman
e-Tender Notice
The Prodhan Agradwip Gram Panchayat invites E-Tender through e-Procurement System from the bonafied and resourceful contractors for NIT No.: **WB/BWN/KAT-II/AGRA. 23-24/007, Date: 01/12/2023.** No of Scheme 7 Nos. **Fund 15th FC.** Last date bid submission **11/12/2023 up to 12:00PM** for NIT & other details visit Agradwip G.P Office Under Katwa –II P.S.
Sd/-
Prodhan
Agradwip Gram Panchayat

OFFICE OF THE
SURJANAGAR GRAM PANCHAYAT
Khirishtala,Kakdwip South 24 pags Pin-743374
ABRIDGED NIT
On behalf Of Surjanagar Gram Panchayat of Kakdwip Block Under S/24 pags dist invite bids through e-Tender process E tender ID– 2023_ZPHD_611693_1_01.12.2023 ELECTRIFICATION OF GP OFFICE 2023_ZPHD_612139_1 01.12.2023 ATCHALA 2023_ ZPHD_ 611707_1 01.12.2023 CULVERT 2023_ZPHD_612191_1 01.12.2023 CC ROAD
For details please visit to our G P Office.
SD/Pradhan
Surjanagar G P

Bijur-II Gram Panchayat
Vill.- Jotram, P.O.- Satgachia, Dist.- Purba Bardhaman
Notice Inviting e-Tender (NIT No.: 08)
e-Tender are invited from Reputed & Bonafied Tenderer vide **Memo No.: 590/Bijur-II/2023, Date: 01.12.2023** for 02 (Two) nos. scheme such as **Upgradation and Beautification of ECO Children Park at Dakhalpur and others** under **5th SFC (Tied) Fund.** Bid Submission Start Date: **02.12.2023 from 11:00 AM.** Bid Submission End Date: **11.12.2023 up to 09:00 AM.** Bid Opening Date (Technical & Financial): **13.12.2023 from 01:00 PM and 03:00 PM** respectively. For details visit **www.wbtenders.gov.in** & undersigned GP Office.
Sd/-
Prodhan
Bijur-II Gram Panchayat

Serampore-Uttarpara Panchayat Samity
21, Rabindrabhaban Road, Serampore, Hooghly, 712201
Notice Inviting e-Tender
e-Tender has invited by the Executive Officer, Serampore-Uttarpara Panchayat Samity for **NIT No.: 13/SU/2023-24 & Memo No.: 792/SU, Date: 01.12.2023** for Construction of Jal Chhatra, Submersible Water Supply arrangement, Pucca Drain & PCC Road under Serampore-Uttarpara Development Block. Last Date for Submission of Tender: **12.12.2023 (Sl.- 1-6) up to 10:00 AM. Tender ID No.: 2023_ZPHD_613408_1 to 6.**
For more details visit **www.wbtenders.gov.in** & undersigned Office.
Sd/-,
Executive Officer
Serampore-Uttarpara Panchayat Samity

‘মাহি ভাই-ই সব শিখিয়েছে’

অসিদের টি-২০ সিরিজে হারিয়ে ধোনিকে কৃতিত্ব ভারতীয় ক্রিকেটারের

নিজস্ব প্রতিবেদন: অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে টি-টোয়েন্টি সিরিজে দারুণ ফর্মে রয়েছেন তিনি। প্রথম ম্যাচে দুর্ভাগ্যজনক ভাবে রান আউট হয়ে গেলেও ঘুরে দাঁড়িয়েছেন। একটি শতরান এবং একটি অর্ধশতরান করেছেন। সিরিজে দুশোর উপর রান হয়ে গিয়েছে। নিজের সাফল্যের কৃতিত্ব মহেন্দ্র সিংহ ধোনিকেই দিলেন সেই রুতুরাজ গায়কোয়াড়। জানিয়েছেন, আইপিএলে ধোনির অধীনে খেলেই নিজেকে এ ভাবে গড়ে তুলেছেন তিনি।

রুতুরাজের কথায়, টি- টোয়েন্টি ফরম্যাটের ব্যাপারে সিএসকে থাকার সময়েই অনেক কিছু শিখেছি। মাহি ভাই বরাবর বলতেন ম্যাচের পরিস্থিতি বুঝে নিতে হবে আগেই। দলের স্কোরের দিকে নজর রাখতে হবে এবং দল কী চাইছে সেটা বুঝে নিতে হবে। তখন ম্যাচের পরিস্থিতি যা-ই হোক না কেন। ভারতীয় ওপেনারের সংযোজন, টি-টোয়েন্টিতে মানসিক ভাবে আপনাকে এগিয়ে থাকতেই হবে। এই বিষয়ে অনেক গুরুত্ব দিই। আগের দিন রাতেই কল্পনায় ভেবে নেওয়ার চেষ্টা করি ম্যাচের পরিস্থিতি কী রকম হতে পারে বা পিচ কেমন আচরণ করতে পারে। মাহি ভাই বরাবর বলেন, বেশি ভাবনাচিন্তা যেন মাথায় ভিড় করে না আসে। কারণ টি-টোয়েন্টি ম্যাচে একজন ওপেনারের কাছে অনেক সময় থাকে।

অস্ট্রেলিয়ার কাছে বিশ্বকাপ ফাইনালে হারলেও টি-টোয়েন্টি সিরিজে তাদের হারিয়েছে ভারত। রুতুরাজের আশা, এতে ভারতীয় সমর্থকদের মুখে কিছুটা হলেও হাসি ফুটবে। তিনি বলেছেন, সবাইকে আশা করি কিছুটা হলেও খুশি করতে পারলাম। বিশ্বকাপে ফাইনালে হারের হতাশা তো মুখের কথা নয়। সবাই দায়িত্ব নিয়ে দলকে জিতিয়েছি।

মাঠে ব্যাট করছে অস্ট্রেলিয়া, গ্যালারিতে ‘ভারত মাতা কি জয়’ ধ্বনি অসি সমর্থকের গলায়

নিজস্ব প্রতিবেদন: ভারত-অস্ট্রেলিয়া ম্যাচ চলাকালীন রায়পুরে দেখা গেল অন্য ধরনের এক দৃশ্য। যখন মাঠে অস্ট্রেলিয়া ব্যাট করছে তখন গ্যালারিতে ভারতের নামে জয়ধ্বনি দিলেন এক অসি সমর্থক। ভারতীয়দের সঙ্গে তাল মিলিয়ে উল্লাস করতে দেখা গেল তাঁকে।

অসি সমর্থকের সেই ভিডিয়ো ছড়িয়ে পড়েছে। সেখানে দেখা যাচ্ছে, ভারতীয় সমর্থকদের সামনে দাঁড়িয়ে এক অসি সমর্থক বলছেন, ‘ভারত মাতা কি জয়।’ তার পরেই আবার বলছেন, ‘বন্দে মাতরম।’ তাঁকে দেখে ভারতীয় সমর্থকেরাও জয়ধ্বনি শুরু করেন। গায়ে অস্ট্রেলিয়ার জার্সি থাকলেও ভারতের নামে জয়ধ্বনি তুলতে দেখে অবাক হয়েছেন অনেকে। সেই ভিডিয়ো ভাইরাল হয়েছে।

অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে প্রথম তিনটি টি-টোয়েন্টি ম্যাচে ২-১ এগিয়ে ছিল ভারত। রায়পুরে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে ২০ ওভারে ৯ উইকেট হারিয়ে ১৭৪ রান করে ভারত। দুই ওপেনার ছাড়া টপ অর্ডার তেমন রান না পেলেও মিডল অর্ডারে রিঙ্কু সিংহ ২৯ বলে ৪৬ ও জীতেশ শর্মা ১৯ বলে ৩৫ রান করেন।

জবাবে ব্যাট করতে নেমে শুরুটা ভাল করলেও মাঝের ওভারে খেই হারায় অস্ট্রেলিয়া। ভারতের দুই স্পিনার অক্ষর পটেল ও রবি বিষ্ণোই ভাল বল করেন। অক্ষর ৩টি উইকেট নেন। ফলে ২০ ওভারে ৭ উইকেটে ১৫৪ রানে শেষ হয় অস্ট্রেলিয়ার ইনিংস। ২০ রানে ম্যাচ জিতে এক ম্যাচ বাকি থাকতে সিরিজ জিতে যায় ভারত।

খেতে দেওয়া হল কাঁচা মাংস, অসুস্থ বহু, তদন্তের মুখে রোনাল্ডোর প্রাক্তন ক্লাব

নিজস্ব প্রতিবেদন: বিতর্কে ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড। ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোর পুরনো ক্লাবের বিরুদ্ধে শুরু হয়েছে তদন্ত। ক্লাবের অনুষ্ঠানে কাঁচা মাংস খেতে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে ক্লাবের বিরুদ্ধে। খাবার খেয়ে নাকি অনেকে অসুস্থ হয়ে পড়েছেন।

ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডের বিরুদ্ধে তদন্ত শুরু করেছে ‘ট্র্যাফোর্ড কাউন্সিল’। অভিযোগ, কয়েক দিন আগে ক্লাবের একটি অনুষ্ঠান চলাকালীন উপস্থিত অতিথিদের যে মাংস খেতে দেওয়া হয়েছিল তা নাকি কাঁচা ছিল। সেই সময়ই অনেকে কর্তৃপক্ষকে বিষয়েটি জানিয়েছিলেন। তার পরেও নাকি খাবার বদল করা হয়নি। সেদ্ধ না হওয়া সেই খাবার খাওয়ার পরেই অনেককে হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়।

ক্লাব এই বিষয়ে এখনও পর্যন্ত মুখ খোলেনি। তবে ‘দ্য অ্যাথলেটিক’ তাদের রিপোর্টে জানিয়েছে, ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডও নাকি তদন্ত শুরু করেছে। এই ঘটনার নেপথ্যে কে বা কারা রয়েছেন তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। যে ভাবে ম্যান ইউ-র বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠছে তাতে ক্লাবের সম্মান নষ্ট হচ্ছে। সে ক্ষেত্রে আর্থিক ক্ষতি হতে পারে ক্লাবের। তাই দ্রুত সমস্যা মেটামোর চেষ্টা করছে তারা।

প্রিমিয়ার লিগেও খুব একটা ভাল জায়গায় নেই ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড। ১৩ ম্যাচের মধ্যে আটটি জিতে পয়েন্ট তালিকায় ষষ্ঠ স্থানে রয়েছে তারা। শীর্ষে থাকা আর্সেনালের থেকে ৬ পয়েন্ট পিছিয়ে রয়েছে ম্যান ইউ। মাঠের পাশাপাশি মাঠের বাইরেও এ বার সমস্যায় তারা।

কোহলির ভক্ত ইতালির জাতীয় ফুটবল দলের লাস্যময়ী

নিজস্ব প্রতিবেদন: ক্রিকেট বিশ্বে অন্যতম সেরা ব্যাটারের মর্যাদা পান বিরাট কোহলি। ভারতীয় দলের প্রাক্তন অধিনায়কের অনুরাগী বা ভক্তের সংখ্যা কম নয়। বিভিন্ন খেলার প্রথম সারির খেলোয়াড়েরাও কোহলির ভক্ত। তেমনই এক জনের খোঁজ পাওয়া গেল। তিনি ইতালির মহিলা ফুটবল দলের অন্যতম সুন্দরী সদস্যা।

আগাতা ইসাবেলা সেন্টাসো। ইতালির মহিলা ফুটবল দলের এই সদস্য সমাজমাধ্যমেও দারুণ জনপ্রিয়। তাঁর লাস্যময়ী ছবি, ভিডিয়ো নজর কেড়ে নেয় ভক্তদের। ফুটবল খেলার পাশাপাশি শখের মডেলিংও করেন সেন্টাসো। ইতালির সুন্দরী ফুটবলারের অন্যতম পছন্দের খেলা ক্রিকেট। সম্প্রতি এক ক্রিকেটপ্রেমী সেন্টাসোকে প্রশ্ন করেন, ‘‘কে আপনার প্রিয় ভারতীয় ক্রিকেটার?’’ উত্তর দিতে সময় নেননি ইতালীয় ফুটবলার। বিশ্বকাপের জার্সি পরা কোহলির একটি ছবিতেই জবাব দিয়েছেন সেন্টাসো। তাঁর মতে, কোহলি সর্বকালের সেরা ক্রীড়াবিদদের অন্যতম। কোহলির ছবির সঙ্গে বিশেষ ইমোজি দিয়ে বিষয়টি বুঝিয়ে দিয়েছেন ইতালির জাতীয় মহিলা দলের সদস্য। সময়-সুযোগ পেলে ক্রিকেট দেখেন সেন্টাসো। দেখেন বিভিন্ন খেলা। সমাজমাধ্যমে জনপ্রিয় লাস্যময়ী ভারতীয় ক্রিকেট দলের টি-টোয়েন্টি জার্সি পরে নিজের একটি ছবি ভাগ করে নিয়েছেন ভক্তদের সঙ্গে। তাঁর পোস্ট দু’টি ভাইরাল হয়েছে সমাজমাধ্যমে।

গত এক দিনের বিশ্বকাপে সেরা ক্রিকেটারের পুরস্কার পেয়েছেন কোহলি। সব থেকে বেশি রান করেছেন প্রতিযোগিতায়। এক দিনের ক্রিকেটে সচিন তেন্ডুলকরের ৪৯টি শতরানের নজির ভেঙেছেন কোহলি। অনুসরণ করার নিরিখে ক্রীড়াবিদদের মধ্যে কোহলি রয়েছেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো এবং লিয়োনেল মেসির পরেই তৃতীয় স্থানে। যে সব দেশে ক্রিকেট পরিচিত সে সব দেশে কোহলির বিপুল জনপ্রিয়তা রয়েছে। তাঁর খেলা দেখার জন্য মুখিয়ে থাকেন ক্রিকেটপ্রেমীরা।

ভারতীয় দলে বাংলার চার

নিজস্ব প্রতিবেদন: ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে টি-টোয়েন্টি সিরিজ়ে দল ঘোষণা করল ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড। প্রথম বার জাতীয় দলে ডাক পেলেন বাংলার এক স্পিনার। টেস্ট দলেও রাখা হয়েছে আইপিএলে নজর কাড়া বোলারকে।

হরমনপ্রীত কৌরের নেতৃত্বাধীন দলে বাংলার রিচা ঘোষ এবং দীপ্তি শর্মাকে নিয়মিত দেখা যায়। সেই দলেই সুযোগ পেয়েছেন পার্ক সার্কাসের বাসিন্দা সাইকা ইশাক। মহিলাদের গত আইপিএলে নজর কেড়েছিলেন বাংলার বাঁহাতি স্পিনার। সেই সাফল্যের স্বীকৃতি পেলেন তিনি। একই সঙ্গে নতুন মুখ হিসাবে ভারতীয় দলে ডাক পেয়েছেন শ্রেয়াঙ্কা পটেল। তিনি মহিলাদের ক্যারিবিয়ান প্রিমিয়ার লিগে সর্বোচ্চ উইকেট শিকারি হয়েছিলেন। দলে রয়েছেন বাংলার জোরে বোলার তিতাস সাধুও। সব মিলিয়ে ভারতীয় দলে জায়গা পেয়েছেন বাংলার চার ক্রিকেটার।

ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ এবং একটি টেস্ট খেলবে ভারতের মহিলা ক্রিকেট দল। একটি টেস্ট রয়েছে অস্ট্রেলিয়ার মহিলা ক্রিকেট দলের সঙ্গেও। ২০২১ সালে শেষ বার টেস্ট খেলেছিলেন হরমনপ্রীত, স্মৃতি মন্ধানারা। সে বারও ইংল্যান্ড এবং অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে একটি করে টেস্ট ম্যাচ হয়েছিল। সে বার অবশ্য ঘরের মাটিতে খেলার সুযোগ পাননি তাঁরা। এ বার দু’টি টেস্টই হবে ভারতে।

ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে টি-টোয়েন্টি সিরিজ়ে ভারতীয় দল হরমনপ্রীত কৌর (অধিনায়ক), স্মৃতি মন্ধানা (সহ-অধিনায়ক), জেমাইমা রডরিগেজ, শেফালি বর্মা, দীপ্তি শর্মা, যষ্ঠিকা ভাটিয়া (উইকেটরক্ষক), রিচা ঘোষ (উইকেটরক্ষক), আমনজ্যোৎ কৌর, শ্রেয়াঙ্কা পটেল, মন্নত কশ্যপ, সাইকা ইশাক, রেণুকা সিংহ ঠাকুর, তিতাস সাধু, পূজা বস্ত্রকার, কণিকা আহুজা এবং মিন্নু মানি।

ইংল্যান্ড এবং অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে টেস্ট ম্যাচের ভারতীয় দল হরমনপ্রীত কৌর (অধিনায়ক), স্মৃতি মন্ধানা (সহ-অধিনায়ক), জেমাইমা রডরিগেজ, শেফালি বর্মা, দীপ্তি শর্মা, যষ্ঠিকা ভাটিয়া (উইকেটরক্ষক), রিচা ঘোষ (উইকেটরক্ষক), স্নেহ রাণা, শুভা সতীশ, হার্লিন দেওল, সাইকা ইশাক, রেণুকা সিংহ ঠাকুর, তিতাস সাধু, মেঘনা সিংহ, রাজেশ্বরী গায়কোয়াড় এবং পূজা বস্ত্রকার।

বাবা ভারতীয় দলের কোচ, ছেলেও নেমে পড়লেন কুচবিহার ট্রফিতে, পা ছড়িয়ে বসে দেখলেন দ্রাবিড়

নিজস্ব প্রতিবেদন: ছুটি কাটাচ্ছেন ভারতীয় দলের কোচ রাহুল দ্রাবিড়। শুক্রবার তাঁকে দেখা গেল ছেলের খেলা দেখতে গিয়েছেন। স্ত্রীর সঙ্গে বসে পা ছড়িয়ে খেলা দেখলেন দ্রাবিড়। পরিবারের সঙ্গে সময় কাটাচ্ছেন তিনি। ভারতীয় দলের দায়িত্ব সামলাচ্ছেন ভিভিএস লক্ষ্মণ।

কুচবিহার ট্রফিতে (অনূর্ধ্ব-১৯ ঘরোয়া ক্রিকেট প্রতিযোগিতা) উত্তরাখণ্ডের সঙ্গে কর্নাটকের ম্যাচ চলছে। সেখানে দ্রাবিড়-পুত্র সমিত খেলছেন কর্নাটকের হয়ে। অলরাউন্ডার সমিত প্রথম দিনের শেষে পাঁচ ওভার বল করেছেন। সেখানে ১১ রান দিয়েছেন তিনি। কোনও উইকেট পাননি। দু’টি ওভার মেডেন দেন দ্রাবিড়-পুত্র। প্রথম দিনের শেষে উত্তরাখণ্ড ৯০ ওভারে ২৩২ রান তুলেছে ৯ উইকেট হারিয়ে। শতরান করেছেন অধিনায়ক আরভ মহাজন। ২৩৬ বলে ১২৭ রান করেন তিনি।

আগের ম্যাচে সমিত ৮৪ বলে করেছিলেন ৫৫ রান। হিমাচল প্রদেশের বিরুদ্ধে কুচবিহার ট্রফিতে সেই ম্যাচে কর্নাটক জিতেছিল ৫ উইকেটে। দিল্লির বিরুদ্ধে দ্রাবিড়-পুত্র ১২২ বলে ৫১ রান করেন।

বিশ্বকাপের পর ছুটি চেয়েছিলেন দ্রাবিড়। বোর্ড সেই অনুরোধ মেনে নিয়েছে। পরিবারের সঙ্গে সময় কাটানোর জন্যই ছুটি চেয়েছিলেন দ্রাবিড়। তাঁকে শুক্রবার দেখা যায় স্ত্রীর সঙ্গে গ্যালারিতে বসে থাকতে। পা ছড়িয়ে বসে খেলা দেখছিলেন দ্রাবিড়। বোর্ডকে তিনি ধন্যবাদ জানিয়েছেন, ছুটি দেওয়ার জন্য। দক্ষিণ আফ্রিকা সফরে দলের সঙ্গে যাবেন দ্রাবিড়। কোচ হিসাবে তাঁর মেয়াদ বৃদ্ধি করেছে বোর্ড। তবে কত দিনের জন্য বৃদ্ধি করা হয়েছে, সেটা এখনও জানা যায়নি।

দ্রাবিড়ের দুই ছেলে। বড় ছেলে সমিত। এই বছরই ১৮ বছর বয়স হল তাঁর। ছোট ছেলে অনভয় সুযোগ পেয়েছেন কর্নাটকের অনূর্ধ্ব-১৪ দলে। সেই দলের অধিনায়ক তিনি।

২৪ উইকেট নেওয়ার বিপদ! বিশ্বকাপের সফলতম বোলার শামির আর হয়তো বিশ্বকাপই খেলা হবে না

নিজস্ব প্রতিবেদন: বিশ্বকাপে ভারতীয় দলের প্রথম একাদশের পরিকল্পনায় ছিলেন না মহম্মদ শামি। কারও চোট লাগলে পরিস্থিতি সামলাতে তাঁকে মাঠে নামানোর কথা ভেবেছিলেন রাহুল দ্রাবিড়েরা। যেমন ভাবা তেমন কাজ। চতুর্থ ম্যাচে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে হার্দিক পাণ্ড্য চোট পাওয়ায় পঞ্চম ম্যাচে নিউ জ়িল্যান্ডের বিরুদ্ধে সুযোগ পেয়েছিলেন বাংলার জোরে বোলার। তার পর আর তাঁকে প্রথম একাদশের বাইরে রাখার সাহস পাননি রোহিত শর্মারা।

সাতটি ম্যাচ থেকে ২৪টি উইকেট নিয়ে বিশ্বকাপের সর্বোচ্চ উইকেট শিকারি হয়েছেন শামি। তিনটি ম্যাচে নেন পাঁচটি বা তার বেশি উইকেট। ক্রিকেট মহলে নতুন করে আলোচনায় উঠে আসেন বাংলার জোরে বোলার। এটাই কি কাল হল শামির? অতিরিক্ত ধকল পড়ে গেল শরীরের উপর? কারণ চোট পেয়ে তিনি দক্ষিণ আফ্রিকা সফরে অনিশ্চিত। ফলে বিশ্বকাপ মিটতেই তিনি ভারতের সাদা বলের ক্রিকেটের পরিকল্পনার বাইরে!

বিশ্বকাপে গোড়ালিতে চোট পেয়েছেন ৩৩ বছরের ক্রিকেটার। আপাতত তাই তিনি মাঠের বাইরে। সম্ভবত দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজ খেলতে পারবেন। ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের পরিকল্পনাও তেমন। আসলে শামিকে বোর্ডের পরিকল্পনাতে এখন মূলত লাল বলের ক্রিকেট। বিশ্বকাপের আগেও সাদা বলের ক্রিকেটে খুব বেশি সুযোগ পেতেন না শামি। দলে থাকলেও সাজঘরে বসেই তাঁকে অধিকাংশ ম্যাচ দেখতে হত। বোর্ড চায় তাঁকে টেস্ট ক্রিকেটে সব সময় সম্পূর্ণ ফিট অবস্থায় পেতে। তাই সাদা বলের ক্রিকেটের পরিকল্পনায় তাঁকে আর না-ও রাখা হতে পারে।

ভারতীয় বোর্ড সূত্রে খবর, এখনই শামিকে সাদা বলের ক্রিকেটে খেলানো হবে না। সামনে সাতটি টেস্ট ম্যাচ রয়েছে ভারতের। দক্ষিণ আফ্রিকার মাটিতে দু’টি এবং দেশের মাটিতে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে পাঁচটি টেস্ট রয়েছে। বিশ্বকাপের পর বোর্ড কর্তা মনে করছেন, ভারতীয় উপমহাদেশের পিচে টেস্ট ক্রিকেটে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারেন বাংলার জোরে বোলার। তাই শামির চাপ সীমিত রাখতে তাঁকে শুধু লাল বলের ক্রিকেটে খেলানোর পরিকল্পনা করা হয়েছে।

এখনই অবশ্য সাদা বলের ক্রিকেট থেকে শামিকে একদম দূরে রাখতে চাইছেন না বোর্ড কর্তারা। সামনের বছর জুন মাসে হবে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। এক দিনের বিশ্বকাপে ভারতকে ফাইনালে তোলার অন্যতম কারিগরকে দেখে নেওয়া হবে আইপিএলে। গুজরাত টাইটান্সের হয়ে তাঁর পারফরম্যান্স দেখার পর টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। চার বছর পর শামির পক্ষে এক দিনের বিশ্বকাপ খেলার সম্ভাবনা কম। তাঁর সামনে বিশ্বপর্যায়ের সাদা বলের প্রতিযোগিতা বলতে আগামী বছরের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। তাই তাঁকে মূলত টেস্ট ক্রিকেটের জন্য ভাবা হচ্ছে। পর পর দু’বার টেস্ট বিশ্বকাপের ফাইনালে উঠেও চ্যাম্পিয়ন হতে পারেনি ভারত। সেই আক্ষেপ মেটাতে টেস্ট ক্রিকেটকে বাড়তি গুরুত্ব দিতে চাইছেন বোর্ড কর্তারা। সেই পরিকল্পনার কেন্দ্রে থাকছেন বাংলার জোরে বোলার। যদিও সাদা বলের ক্রিকেট শামির পরিসংখ্যান যথেষ্ট ভাল। দেশের হয়ে ১০১টি এক দিনের ম্যাচ খেলে ১৯৫টি উইকেট নিয়েছেন। এক দিনের বিশ্বকাপে ভারতীয়দের মধ্যে সব থেকে বেশি ৫৫টি উইকেটও তাঁর ঝুলিতে। এ ছাড়া ২৩টি টি-টোয়েন্টি ম্যাচে ২৪টি উইকেট পেয়েছেন তিনি।

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001** **RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**